# যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি

সমস্ত মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ ও বহু টিপ্পনিসহ—

অধ্যাপক-শ্রীহেমচন্দ্র-সেনশর্ম্ম-

কর্ত্তৃক লিখিত।

বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সভা হইতে—

শ্রীপ্রফুল্ল-সেনশর্ম্ম-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—বৈদ্য-ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়,

পি ৬১, ল্যান্সডাউন রোড্ এক্সটেন্‌শন্,

পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সভা হইতে—
শ্রীপ্রফুল্ল-সেনশর্ম্ম-কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

প্রিন্টার—শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

# যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতির
## ভ্রম সংশোধন।

৯২ পৃষ্ঠায় ২২ পঙ্ক্তির এখানে চরুর······ ···········হইতেছে'। এই অংশের পরে—**তৎপর মহাব্যাহৃতি হোম।** –পড়িতে হইবে।
ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠায় শেষ পঙ্ক্তিতে 'ঝাবুইলে' স্থলে 'বুঝাইলে' পড়িতে হইবে।
২১শে পৃষ্ঠাতে title lineএ 'যজুর্ব্বেদীয়' স্থলে 'যজুর্ব্বেদীয়' পড়িতে হইবে।

## অন্যান্য ভ্রমসংশোধন।

| পৃষ্ঠা | পঙ্ক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৪ | ৯ | বাজসনোযি | বাজসনেয়ি |
| ১৬ | ১৮ | আবদ্ধ | আবিদ্ধ |
| ১৬ | ১৮ | আবদ্ধ | আবিদ্ধ |
| ৩১ | ২১ | বার | বা |
| ৫০ | ১৮ | মাং | মা |
| ৫০ | ১৮ | বাং | বা |
| ৫০ | ১৮ | সং | সং |
| ৫০ | ১৮ | সং | স° |
| ৫০ | ২৩ | ব্যষ্টৌ | ব্যষ্টৌ |
| ৫১ | ১ | ববাণো | বরাণো |
| ৫১ | ১৭ | দেবভ্যো | দেবেভ্যো |
| ৫৬ | ৪ | দেবতাদ্দেশ | দেবতোদ্দেশ |
| ৫৬ | ১৪ | ম | মা |
| ৫৯ | ১১ | উর্গ্ভ্যঃ | উর্গ্ভ্যঃ |
| ৬০ | ১৮ | বভূব | বভূব |
| ৬১ | ২৪ | তৈত্তীরিয় | তৈত্তিরীয় |
| ৬২ | ২ | জয়ত্বমিতি | জয়াত্বমিতি |
| ৬৩ | ১ | দেবহুতাগুঁ | দেবহূত্যাগুঁ |
| ৬৩ | ১৬ | কর্ম্মণ্যাং | কর্ম্মণ্যস্যাং |
| ৬৯ | ১২ | ধিধি | ধিষি |
| ৬৩ | ২০ | স্রোত্যানামাধিপত্যয়ে | স্রোত্যানামধিপতয়ে |
| ৮২ | ১৫ | প্রাগুদীচীগু | প্রাগুদীচী |
| ৮৮ | ১৩ | বর | বর |
| ৯০ | ১৩ | প্রাশশ্চিত্তে | প্রায়শ্চিত্তে |
| ৯০ | ১৩ | প্রায়শ্চিত্তিরলি | প্রায়শ্চিত্তিরসি |

# ভূমিকা।

যজুর্ব্বেদীয়-বিবাহ পদ্ধতি প্রকাশিত হইল। ইহাতে সমস্ত মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন 'দ্রষ্টব্য' অংশসমূহে বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। পদ্ধতি-অংশ বড় অক্ষরে এবং অনুবাদ ও দ্রষ্টব্য অংশ ছোট অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য এক অংশ অপর অংশ হইতে সহজেই পৃথক্ করা যাইবে। পুরোহিতগণ এই পুস্তকের সাহায্যে শুদ্ধভাবে কাজ করাইতে পারিবেন। সাধারণ পাঠকগণও ইহা পড়িয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিবেন এবং হিন্দুর বিবাহের আদর্শ যে কত উচ্চ তাহা বুঝিতে পারিবেন। হিন্দু সমাজে যজুর্ব্বেদী লোকই অধিক। আমরা আশা করি যে তাঁহারা সকলেই এই পুস্তকদ্বারা উপকৃত হইবেন।

এই পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণের প্রয়োজ্য শর্ম্মান্ত নাম ব্যবহার করা হইয়াছে। অন্য বর্ণের পক্ষে যথাযোগ্য ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে।

লাজাহুতির মন্ত্র তিনটি বর পড়িয়া দিলে কন্যা পড়িবে। অর্থ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে এই আহুতি তিনটি কন্যাই অগ্নিতে অর্পণ করিবে। হরিহর প্রভৃতি পদ্ধতিকারেরাও লিখিয়াছেন—মন্ত্রত্রয়ং বরপাঠিতা কন্যৈব পঠতি।

পদ্ধতিমধ্যে **বিষ্টর**-শব্দের নির্ম্মাণপ্রণালী দেওয়া হয় নাই। **বিষ্টর** কুশনির্ম্মিত আসন। ২৫ গাছি কুশে **বিষ্টর** হয়। বি-পূর্ব্বক স্তৃ-ধাতুর উত্তর 'ঋদোরপ্'-পাণিনির এই সূত্রানুসারে কর্ম্মবাচ্যে অপ্-প্রত্যয় করিয়া **বিষ্টর** হয়। ষত্ববিধান প্রসঙ্গেও পাণিনি লিখিয়াছেন 'বৃক্ষাসনয়োর্বিষ্টরঃ' অর্থাৎ বৃক্ষ ও আসন ঝাবুইলে বি-স্তৃ+অপ্ করিয়া **বিষ্টর** হয়,

অন্যত্র **বিস্তর** হইবে। **বিস্তর** শব্দের সহিত সকলেই পরিচিত আছেন। **বিষ্টর** শব্দের তিনটি অর্থ—কুশনির্ম্মিত আসন, আসন এবং বৃক্ষ। বিষ্টর-নির্ম্মাণ প্রণালী সম্বন্ধে আচার্য্য গোভিলের পুত্র গৃহ্যাসংগ্রহে লিখিয়াছেন ঃ—

(ক) ঊর্দ্ধকেশো ভবেদ্ ব্রহ্মা, লম্বকেশস্তু **বিষ্টরঃ**।
দক্ষিণাবর্ত্তকো ব্রহ্মা, বামাবর্ত্তস্তু **বিষ্টরঃ**॥

(খ) কভিভিশ্চ কুশৈ-ব্র্হ্মা ?
কতিভির্বিষ্টঃ স্মৃতঃ ?

পঞ্চাশদ্ভিঃ কুশৈ-ব্র্হ্মা, তদর্দ্ধেন চ **বিষ্টরঃ**।

শুক্লযজুর্বেদে স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, 'ষ্'-কে 'খ্'-এর মত উচ্চারণ করিতে হয়।

এই পদ্ধতিতে বহুস্থানে গুঁ-এর ব্যবহার করা হইয়াছে। তন্ত্র-সাহিত্যে 'হ্রীঁ'-কে যে ভাবে উচ্চারণ করিতে হয়, ইহাকেও সেই ভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে যদি এই পদ্ধতিদ্বারা একজন লোকও উপকৃত হন, তাহা হইলেও আমরা আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

পি ৬১, ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেন্শন
পোঃ কালীঘাট, ( কলিকাতা )
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪ সাল।

নিবেদক—
**শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা।**

# যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ।

## কন্যা সম্প্রদান।

**কার্য্যের** প্রারম্ভে সভাসদ্‌গণের অনুমতিক্রমে **বর** পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া এবং সম্প্রদাতা উত্তরমুখ হইয়া বসিবেন। উভয়েই কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করিবেন। তাহাদের সম্মুখে পিঁটুলী দ্বারা আঁকা একটি অষ্টদলপদ্মের উপর জলপূর্ণ আম্র পল্লবযুক্ত একটি মৃন্ময় ঘট বসাইতে হইবে। এই ঘট স্থাপনের কোনও মন্ত্র নাই। সাধারণতঃ যে ঘটের উপর ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয় পূজা করা হইয়াছে সেই ঘটই এই কাজে ব্যবহৃত হয়। বিবাহস্থলে শালগ্রামশিলাতে নারায়ণ অবস্থান করিবেন। তারপর উভয়েই আচমন ও বিষ্ণু স্মরণ করিবেন। কাজ আরম্ভের সময় স্ত্রীলোকগণ উলুধ্বনি করিবেন।

**স্বস্তিবাচন**—সম্প্রদাতা নিজের ডান হাতে কয়েকটি আতপ চাউল লইয়া এবং তিনজন ব্রাহ্মণের ডান হাতে কয়েকটি আতপ চাউল দিয়া পড়িবেন—

ওঁ মৎকর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি

ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু,

ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু,

ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

ব্রাহ্মণগণ ( প্রতিবচন )—ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি বলিয়া চাউলগুলি একটি তামার টাটের উপর অথবা তদভাবে স্থাপিত ঘটের উপর ছিটাইয়া দিবেন। সম্প্রদাতাও নিজের হাতের চাউল ছিটাইয়া দিবেন।

তারপর সম্প্রদাতা—( নিজের ডান হাতে, কয়েকটি চাউল লইয়া এবং উক্ত তিন জন ব্রাহ্মণের ডান হাতে কয়েকটি আতপ চাউল দিয়া পড়িবেন )

ওঁ মৎকর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি
ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু,
ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু,
ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

ব্রাহ্মণগণ ( প্রতিবচন )—ওঁ ঋধ্যতাম্,
ওঁ ঋধ্যতাম্,
ওঁ ঋধ্যতাম্,

বলিয়া চাউলগুলি একটি তামার টাটে অথবা তদভাবে স্থাপিত ঘটের উপর ছিটাইয়া দিবেন।

তারপর সম্প্রদাতা—( নিজের হাতে কয়েকটি চাউল লইয়া এবং উক্ত তিন জন ব্রাহ্মণের ডান হাতে কয়েকটি আতপচাউল দিয়া পড়িবেন—

ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু,
ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু,
ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু,

ব্রাহ্মণগণ ( প্রতিবচন )—ওঁ পুণ্যাহম্,

ওঁ পুণ্যাহম্,

ওঁ পুণ্যাহম্—

বলিয়া চাউলগুলি একটি তামার টাটের উপর অথবা তদভাবে স্থাপিত ঘটের উপরে ছিটাইয়া দিবেন।

তারপর ব্রাহ্মণগণও সম্প্রদাতা মিলিয়া পড়িবেন—

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ,
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ,
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥

[ মা-বা-সং-২৫।১৯, ]
[ কা-বা-সং-২৭।২৩ ]

ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ **স্বস্তি**।

দ্রষ্টব্য—যদি তিনজন ব্রাহ্মণের অভাব হয়, তবে সম্প্রদাতা নিজেই পূর্ব্বোক্ত সূক্তটি পাঠ করিবেন। পূর্ব্বের অংশগুলি তখন বাদ দিতে হইবে। শুক্লযজুর্ব্বেদে স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'ষ'কে 'খ' এর ন্যায় উচ্চারণ করিতে হয়। এজন্য 'পূষা' র উচ্চারণ 'পূখা'। এইরূপ উচ্চারণ না করিলে ভুল হইবে। মন্ত্রটী সামবেদেও আছে। সামবেদীদিগের পক্ষে ইহা গেয় মন্ত্র। 'গানাশক্তৌ ঋচস্ত্রিধা' ছন্দোগ-পরিশিষ্টের এই নিয়মানুসারে সামবেদিগণ ইহা তিনবার পড়িবেন। যজুর্ব্বেদী যজমান তাহার পুরোহিত সামবেদী হইলেও মন্ত্রটী একবার মাত্র পড়িবেন। অনুবাদে 'ওঁ' এর কোনও প্রতিশব্দ দেওয়া হইবে না কারণ ওঁ মন্ত্রের অংশ নহে, পড়িবার সময় বলিতে হয়।

অনুবাদ—বৃদ্ধশ্রবাঃ ( প্রভূতযশাঃ ) ইন্দ্রঃ ( ইন্দ্র ) নঃ ( আমাদিগকে ) স্বস্তি ( কল্যাণ ) ( দান করুন ) বিশ্ববেদাঃ ( সর্ব্বজ্ঞ ) পূষা ( পূষানামক দেবতা ) নঃ ( আমাদিগকে ) স্বস্তি ( কল্যাণ ) ( দান করুন ), অরিষ্ট-নেমিঃ ( অপ্রতিহতগতি আয়ুধ যাহার তাদৃশ ) তার্ক্ষ্যঃ ( গরুড় ) নঃ ( আমাদিগকে ) স্বস্তি ( কল্যাণ ) ( দান করুন ), বৃহস্পতিঃ ( বৃহস্পতি ) নঃ ( আমাদিগকে ) স্বস্তি ( কল্যাণ ) দধাতু ( স্থাপন করুন অর্থাৎ দান করুন )। ওঁ স্বস্তি ( কল্যাণ হউক )।

দ্রষ্টব্য—আমরা মাধ্যন্দিন-বাজসনেয়িসংহিতাকে মা-বা-সং এবং কাণ্বীয়-বাজসনেয়িসংহিতাকে কা-বা-সং দ্বারা সূচিত করিব।

**তারপর** ব্রাহ্মণগণ ও সম্প্রদাতা সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ, সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপা।
পবনো দিক্পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্মং শাসনামাস্থায় কল্পধ্বমিহ **সন্নিধিম্**॥

অনুবাদ—সূর্য্যঃ ( সূর্য্য ), সোমঃ ( সোম ), যমঃ ( যম ), কাল ( কাল ) সন্ধ্যে ( দুইটি সন্ধ্যা ), ভূতানি ( ভূতসমূহ, প্রাণিসমূহ ) অহঃ ( দিন ) ক্ষপা ( রাত্রি ) পবনঃ ( পবন ) দিক্পতিঃ ( দিক্পতি ) ভূমিঃ ( পৃথিবী ) আকাশং ( আকাশ ) খচরামরাঃ ( আকাশচারী প্রাণিগণ এবং অমরগণ ) ( হে এইসব দেবতাগণ ) ( তোমরা ) ব্রাহ্মং ( ব্রহ্মার ) শাসনং ( শাসন, আদেশ, উপদেশ ) আস্থায় ( মানিয়া লইয়া ) ইহ ( এখানে ) সন্নিধিং কল্পধ্বম্ ( সান্নিধ্য কল্পনাকর অর্থাৎ উপস্থিত থাক )।

**তৎপর** সম্প্রদাতা ও বর স্থাপিত ঘটের উপর বিঘ্ননাশ প্রভৃতি দেবতার অর্চ্চনা করিবেন। যথা—

(১) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিঘ্ননাশায় নমঃ।

(২) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ।

(৩) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ।

(৪) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ।

(৫) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মৎস্যাদিদশাবতারেভ্যো নমঃ।

(৬) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

(৭) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

(৮) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

(৯) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ।

(নারায়ণশিলার উপর)

(১০) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ।

তারপর সম্প্রদাতা ও বর কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবেন ঃ—

১। ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্, সদা বিজয়বর্দ্ধন।
শান্তিং কুরু গদাপাণে, নারায়ণ নমোঽস্তু তে॥

২। ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥

তৎপরে সম্প্রদাতা জামাতাকে বরণ করিবেন। এখান হইতেই বরের অর্চ্চনা আরম্ভ হইল। মধুপর্কদানের সহিত অর্চ্চনা শেষ হইবে।

## বরণ।

**সম্প্রদাতা**—(কৃতাঞ্জলি হইয়া বরের দিকে চাহিয়া) বলিবেন।

ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্।

অনুবাদ—ভবান্ ( আপনি ) সাধু ( ভাল ভাবে ) আস্তাম্ ( বসুন )।

**বর**—(সম্প্রদাতার দিকে চাহিয়া বলিবেন ) ওঁ সাধ্বহমাসে।

অনুবাদ—অহং ( আমি ) সাধু ( ভালভাবে ) আসে ( বসিলাম )।

**সম্প্রদাতা**—( কৃতঞ্জলি হইয়া বরের দিকে চাহিয়া ) ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।

অনুবাদ—ভবন্তম্ ( আপনাকে ) অর্চ্চয়ষ্যামঃ ( অর্চ্চনা করিব )।

**বর**—ওঁ অর্চ্চয়।

অনুবাদ—অর্চ্চয় ( আমাকে অর্চ্চনা করুন )।

**সম্প্রদাতা**—গন্ধপুষ্প, অঙ্গুরীয়, যজ্ঞোপবীত ও বস্ত্র লইয়া বরের দিকে চাহিয়া পাঠ করিবেন—

এতানি গন্ধপুষ্পাঙ্গুরীয়কযজ্ঞোপবীতবস্ত্রানি ওঁ বরায় নমঃ। তারপর জিনিষগুলি বরের হাতে দিবেন।

**বর**—'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া জিনিষগুলি গ্রহণ করিবেন। এই সময় বরের যজ্ঞোপবীত বদলাইতে হইবে এবং সম্প্রদাতার প্রদত্ত বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিতে হইবে। অঙ্গুরীয়টিও হাতে দিতে হইবে। সাধারণতঃ স্বর্ণাঙ্গুরীই দেওয়া হয়। বাক্যেও তাহা হইলে স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক বলিতে হইবে। কোনও কোনও স্থলে অষ্টধাতু নির্ম্মিত অঙ্গুরীয় দেওয়ার নিয়ম আছে। বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের পর বর পূর্ব্ববৎ বসিবেন। তখন সম্প্রদাতা বরের ডান হাঁটুর কাপড় সরাইয়া, ঐ হাঁটুর উপর আতপ চাউল দিয়া,

ডান হাতের উক্ত আতপ চাউল ধরিয়া ডান হাতের পৃষ্ঠে বাঁ হাতটি উপুড় করিয়া রাখিয়া, বরণবাক্য বলিবেন।

**বরণবাক্য**—( সম্প্রদাতা )—বিষ্ণুরোঁতৎসদদ্য অমুকে-মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রম্, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকশর্ম্মণঃ পৌত্রম্, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকশর্ম্মণঃ পুত্রম্, অমুকগোত্রম্ অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকশর্ম্মাণম্ অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীম্, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকশর্ম্মণঃ পৌত্রীম্, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকশর্ম্মণঃ পুত্রীম্ অমুকগোত্রাম্ অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুক-দেবীং—শুভবিবাহেন দাতুমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।—বলিয়া সম্প্রদাতা হাত ছাড়িয়া দিবেন।

**বর**—ওঁ বৃতোঽস্মি।

অনুবাদ—আমি বৃত হইলাম।

সম্প্রদাতা ( জোড়হাতে বরকে লক্ষ্য করিয়া )—
ওঁ যথাবিহিতং বরকর্ম্ম ( বা বিবাহকর্ম্ম ) কুরু।

অনুবাদ—আপনি যথাবিহিত বরকর্ম্ম বা বিবাহ কর্ম্ম করুন।

**বর**—ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।

অনুবাদ—আমি যথাজ্ঞান করিব।

**মুখচন্দ্রিকা**—( ১ম বার )—এই মুখচন্দ্রিকার কথা গৃহ্য-সূত্রকার পারস্কর এবং পদ্ধতিকার হরিহর বলেন নাই কিন্তু এতদ্দেশীয় বাঙ্গালী পদ্ধতিকার পশুপতির মতানুসারে সকলেই

ইহা করিয়া থাকেন। পশুপতি বলেন—অতো মুখচন্দ্রিকাং কৃত্বা বাসগৃহংনীত্বা বিষ্টরাদিকং দদ্যাৎ।

মুখচন্দ্রিকার প্রণালী—কন্যার কয়েকজন আত্মীয় তাহাকে একখানা উল্টাকরা পিড়ীতে বসাইয়া আনিয়া প্রথমতঃ বরের বাঁ দিকে পাশাপাশি করিয়া পূর্ব্বমুখী করিয়া ধরিবেন। পরে তাহাকে প্রদক্ষিণক্রমে অর্থাৎ বরকে তাহার ডানদিকে রাখিয়া বরের চতুর্দ্দিকে সাতবার ঘুরাইবেন। পরে পরস্পরের মুখ দেখিবে। ঘুরাইবার সময় বরের মুখ ঢাকা থাকিবে। মুখাবলোকনের সময় বর ও কন্যার উপর দিয়া একখানা কাপড় ধরিতে হইবে। পরস্পর অবলোকনের সময় অপর কেহই বর ও বধূর দিকে দৃষ্টি করিবে না। মালা পরিবর্ত্তনের প্রথা থাকিলে তাহাও এই সময় করিতে হয়। উল্টা পিড়ীর উপর বরের পরিত্যক্ত কাপড় খানা রাখিতে হয়। ঐ কাপড়ে কতক চাউল বাধিয়া দিতে হয়। ইহাকে বরভোজনের চাউল বলে। ঐ কাপড়ের উপর কন্যাকে বসাইতে হয়। বরের পরিত্যক্ত পৈতাটি কন্যার ডানহাতে বাঁধিয়া দিতে হয়।

ইহার পর বরের অন্তঃপুরগমন এবং স্ত্রী-আচার পালন। তৎপর পুনরায় বিবাহস্থানে আগমন। কোনও বাড়ীতে বরের অন্তঃপুরগমন এবং স্ত্রী-আচার পালন মুখচন্দ্রিকার পূর্ব্বে হয়। এই বিষয়ে কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই।

**বরের অর্চ্চনা**—এখন বিষ্টর, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও মধুপর্ক দিয়া সম্প্রদাতা বরের অর্চ্চনা করিবেন। প্রকৃত

প্রস্তাবে 'ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্' হইতেই বরের অর্চ্চনা আরম্ভ হইয়াছে।

বিষ্টরদান-প্রথমবার।

সম্প্রদাতা একটি বিষ্টর লইয়া বরকে লক্ষ্য করিয়া পড়িবেন—ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।

অনুবাদ—আপনাকর্ত্তৃক বিষ্টরপ্রতিগৃহীত হউক।

বর—ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্লামি (এই বাক্যে গ্রহণ)।

অনুবাদ—আমি বিষ্টর গ্রহণ করিলাম।

তারপর—ওঁ বর্ষ্মোঽস্মি সমানানা-মুদ্যতামিব সূর্য্যঃ।
ইমন্তমভি তিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি।

[ পারস্কর—১।৩।৮ ] এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করিয়া নিজের বসিবার আসনের উপরে উত্তরমুখ করিয়া বিষ্টরটিকে রাখিয়া বর চাপিয়া বসিবেন।

অনুবাদ—উদ্যতাং (যাহারা উদিত হয় তাহাদের মধ্যে অর্থাৎ জ্যোতিষ্মৎ পদার্থগণের মধ্যে) সূর্য্যঃ (সূর্য্য) ইব (যেরূপ) (প্রধান) (আমিও সেইরূপ) সমানানাং (সজাতীয়গণের মধ্যে) বর্ষ্মঃ (প্রধান) অস্মি (হই)। যঃ কশ্চ (যে কেহ) মা (আমাকে) অভিদাসতি (হিংসা করে) ইমং তং (এই তাহাকে, এইরূপ তাহাকে) (বিষ্টর মনে করিয়া) অভিতিষ্ঠামি (তাহার উপর চাপিয়া বসিলাম)।

বিষ্টরদান-দ্বিতীয়বার।

সম্প্রদাতা—ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।

বর—ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্ণামি।

ওঁ বর্ষ্মো২হস্মি সমানানা-মুদ্যতামিব সূর্য্যঃ।

ইমন্তমভি তিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি।

এই বলিয়া বিষ্টরটিকে উত্তরমুখ করিয়া পাতিয়া তাহার উপর পা রাখিবেন।

দ্রষ্টব্য—গৃহসূত্রের যুগে 'ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ'—এই বাক্যাংশ সম্প্রদাতা হইতে স্বতন্ত্র একব্যক্তি বলিতেন। সম্প্রদাতা কেবল 'ওঁ প্রতি-গৃহ্যতাম্ 'বলিতেন। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় এবং মধুপর্কের সময়েও এই নিয়ম ছিল।

পাদ্যদান—প্রথমবার।

সম্প্রদাতা কুশীতে জল লইয়া বরের উদ্দেশে বলিবেন—

ওঁ পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্।

অনুবাদ—আপনাকর্ত্তৃক পাদ্য প্রতিগৃহীত হউক।

বরকর্ত্তৃক পাদ্যগ্রহণ—প্রথমবার—

ওঁ পাদ্যং প্রতিগৃহ্ণামি ( এই বলিয়া গ্রহণ ও ভূমিতে স্থাপন )

অনুবাদ—আমি পাদ্য প্রতিগ্রহণ করিলাম।

তারপর বর পাঠ করিবেন—

ওঁ বিরাজো দোহো২সি, বিরাজো দোহমশীয়।

ময়ি পাদ্যায়ৈ বিরাজো দোহঃ।

[পারস্কর—১।৩।১২]

এই মন্ত্র পাঠের পর বর **দক্ষিণ পদে** জল প্রোক্ষণ

করিবেন। প্রোক্ষণের সময় পা খানা বিষ্টরের বাহিরে নিতে হইবে, পরে বিষ্টরের উপর রাখিতে হইবে।

অনুবাদ—[ হে জল ] ( তুমি ) বিরাজঃ ( বিশিষ্ট শোভার ) দোহঃ ( সম্পাদক ), ( তোমাকে ) অশীয় ( আমি যেন ভোগ করিতে পারি )। বিরাজঃ ( বিশিষ্ট শোভার ) দোহঃ ( সম্পাদক ) ( তুমি ) ময়ি ( আমাতে, আমার ) পাদ্যায়ৈ ( পাদ্যের নিমিত্ত ) ( হও )।

পাদ্যদান—দ্বিতীয়বার।

ওঁ পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্।

বরকর্ত্তৃক পাদ্যগ্রহণ—দ্বিতীয়বার।

বর—ওঁ পাদ্যং প্রতিগৃহ্লামি।

ওঁ বিরাজো দেহোঽসি বিরাজো দোহমশীয়।
ময়ি পাদ্যায়ৈ বিরাজো দোহঃ।

এই মন্ত্র পড়িয়া বর **বামপদে** জল প্রোক্ষণ করিবেন। প্রোক্ষণের পর পাখানা পুনরায় বিষ্টরের উপর রাখিতে হইবে।

কোন্ পা অগ্রে প্রক্ষালণ করিতে হইবে—তৎসম্বন্ধে পারস্কর বলেন—সব্যং পাদ্যং প্রক্ষাল্য দক্ষিণং প্রক্ষালয়তি।

[ পারস্কর—১।৩।১০ ]

**ব্রাহ্মণশ্চেদ্ দক্ষিণং প্রথমম্।** [ পারস্কর—১।৩।১১ ]

অর্থাৎ বর ব্রাহ্মণ হইলে প্রথমতঃ ডান পা প্রক্ষালণ করিবেন, পরে বাঁ পা প্রক্ষালণ করিবেন। বর অব্রাহ্মণ হইলে প্রথমতঃ বাঁ পা, পরে ডান পা। হরিহর ও পশুপতি উভয়েই স্বস্ব পদ্ধতিতে এই কথা সমর্থন করিয়াছেন। ইহা যজুর্ব্বেদীর পক্ষে

সামবেদীর পক্ষে (সামবেদীর মধ্যে নাকি অব্রাহ্মণ নাই) প্রথমতঃ বাঁ পা, পরে ডান পা। এই বিষয়ে ভবদেবের পদ্ধতি দ্রষ্টব্য।

## অর্ঘ্যদান।

সম্প্রদাতা কুশী ধুইয়া তাহাতে অর্ঘ্য লইয়া, (গন্ধ, পুষ্প, আতপ চাউল, দূর্ব্বা ও জলে অর্ঘ্য হয়,) বরকে উদ্দেশ করিয়া বলিবেন—

ওঁ অর্ঘোঽর্ঘোঽর্ঘঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।

### অর্ঘ্যগ্রহণাদি

বর—ওঁ অর্ঘং প্রতিগৃহ্ণামি—এই বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রটি দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া,

ওঁ আপঃ স্থ, যুষ্মাভিঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নবানি

[ পারস্কর—১।৩।১৩ ]

এই বলিয়া শিরোপরি দিয়া, সেই অর্ঘ্যজল ভূমিতে ত্যাগ করিয়া পাঠ করিবেন—

ওঁ সমুদ্রং বঃ প্রহিণোমি,<br>

স্বাং যোনিমাভিগচ্ছত।<br>
অরিষ্টা অস্মাকং বীরা,<br>
মা পরাসেচি মৎপয়ঃ॥ [ পারস্কর—১।৩।১৪ ]

অনুবাদ—(১) [ হে অর্ঘ্যজল ] (যেহেতু তুমি) আপঃ (অভীষ্ট

প্রাপ্তি সাধন ) স্থ ( হও ), ( সেই হেতু ) ( আমি যেন ) যুষ্মাভিঃ ( তোমা-দ্বারা ) সর্ব্বান্ ( সকল ) কামান্ ( অভীষ্ট ) অবাপ্নবানি ( প্রাপ্ত হই )।

**অনুবাদ**—(২) [ হে জল ] ( আমি ) সমুদ্রং ( সমুদ্রে ) ( তোমাকে ) প্রহিণোমি ( পাঠাইতেছি ), ( তুমি ) স্বাং ( নিজের ) যোনিং ( উৎপত্তি স্থানে ) অভিগচ্ছত ( গমন কর )। অস্মাকং ( আমাদের ) বীরাঃ (ধনাদি) অরিষ্টাঃ ( নিরাপদ হউক ), মৎপয়ঃ ( আমার পানীয় জল ) মা পরা সেচি ( যেন দূরে সিক্ত না হয় অর্থাৎ পানীয় জলের যেন অভাব না ঘটে )।

দ্রষ্টব্য—দ্বিতীয় মন্ত্রে 'বীর' শব্দ আছে। বেদে নানা অর্থে 'বীর' শব্দ পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতেই পরে 'বীর-সূর্দেবকামা' এবং 'মোত বীরান্' আছে।

আচমনীয়দান।

সম্প্রদাতা কুশীতে আচমনীয় জল লইয়া বরকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন—

ওঁ আচমনীয়-মাচমনীয়-মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।

আচমনীয়গ্রহণ।

বর—'আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্লামি—বলিয়া আচমনীয় গ্রহণ করিয়া,

ওঁ আ মা গন্ যশসা,

সগুঁস্থজ বর্চ্চসা।

তং মা কুরু প্রিয়ং প্রজানা-মধিপতিং পশূনামরিষ্টিং তনূনাম্।

[ পারস্কর—১।৩।১৫ ]

এই মন্ত্র পড়িয়া আচমন করিবেন।

অনুবাদ—[ হে জল ] মা ( আমাকে ) যশসা ( কীর্ত্তি ) আ গন্

( দেও ), ( আমাকে ) বর্চ্চসা ( তেজের সহিত ) সংসৃজ ( যুক্ত কর )। তং ( সেই ) মা ( আমাকে ) প্রজানাং ( লোকের ) প্রিয়ং ( প্রিয় ) কুরু ( কর ), পশূনাম্ ( পশুদিগের ) অধিপতিং ( অধিপতি ) ( কর ) ( আমাকে) তনূনাং ( দেহের, দেহধারীদিগের ) অরিষ্টিং ( হিতকারী ) ( কর )।

দ্রষ্টব্য—(১) 'গম্' ধাতু লোট্ 'হি' করিয়া 'গন্' হইয়াছে। এখানে অন্তর্ভূত ণ্যর্থ বিদ্যমান। অতএব গন্=গময়। আ গন্=সম্যগ্ গময়। গময়=প্রাপয়। বেদে 'গম্' ধাতুর নানারূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়। রুদ্রাধ্যায়ে আ পূর্ব্বক গম্ ধাতু লোট্ হি করিয়া 'আগহি' পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধের মন্ত্রে 'জগম্যাৎ', 'গন্তাম্' এবং 'গন্তম্' পাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য—(২) যজুর্ব্বেদে শ, ষ, স, হ ও র পরে থাকিলে অনুস্বার স্থানে 'গুঁ' হয়। ইহার ঠিক উচ্চারণ বাঙ্গালাতে করা কঠিন। তবে ইহা 'গুঁ' এর কাছাকাছি। এই জন্য এই পদ্ধতিতে আমরা ইহাকে 'গুঁ' দ্বারাই প্রকাশ করিব।

উদাহরণ—(ক) শতম্ শৃণুয়াম=শতং শৃণুয়াম=শতগুঁ শৃণুয়াম। (খ) প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ=প্র ণ আয়ুগুঁষি তারিষৎ। (গ) সম্সৃজ= সংসৃজ=সগুঁসৃজ। পদম্ সদা=পদং সদা=পদগুঁ সদা। (ঘ) ইদম্ হিরণ্যম্ =ইদং হিরণ্যম্=ইদগুঁ হিরণ্যম্। (ঙ) পরমম্ রূপমন্নাদ্যম্=পরমংরূপ-মন্নাদ্যম্=পরমগুঁ রূপমন্নাদ্যম।

## মধুপর্কদান।

সাধারণতঃ ঘৃত, দধি, জল, মধু ও চিনি একত্র করিলে মধুপর্ক হয়। মধুপর্ক একখানা নূতন কাঁসের বাটীতে রাখিয়া আর একখানা কাঁসের বাটী দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। এইরূপ

ভাবে মধুপর্ক তৈয়ার করিয়া লইয়া ( মধুপর্ক হাতে করিয়া লইয়া ) সম্প্রদাতা বলিবেন [ বরকে লক্ষ্য করিয়া ]

"ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।"

মধুপর্কগ্রহণাদি—বর—'ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্ণামি'—বলিয়া মধুপর্কের বাটীটিকে দুইহাতে ধরিয়া লইয়া ভূমিতে রাখিবেন। তারপর ঢাকনী বাটীটি তুলিয়া মধুপর্কের দিকে চাহিয়া বলিবেন—

ওঁ মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে [ কা-বা-সং-২।৩।৪ ]।

তারপর অঞ্জলিদ্বারা বর ঢাকনিশূন্য মধুপর্কের বাটীটিকে লইয়া নিম্নমন্ত্রে বাঁ হাতে রাখিবেন—

"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং, পূষ্ণো হস্তাভ্যাং প্রতিগৃহ্ণামি"—[ মা-বা-সং-২।১১ ]।

তারপর বর মধুপর্কের বাটীটিকে বাঁ হাতে রাখিয়াই, নিম্ন মন্ত্রে ডানহাতের অনামিকা দ্বারা প্রদক্ষিণ ক্রমে মধুপর্ককে আলোড়ন করিবেন। আলোড়নের মন্ত্র—

ওঁ নমঃ শ্যাবাস্যায়ান্নশনে যত্ত আবিদ্ধং তত্তে নিষ্কৃন্তামি।"

পুনরায় এই মন্ত্রে আরও দুইবার আলোড়ন। করিবেন মোটে **তিনবার** আলোড়ন করিতে হইবে।

তৎপর একবার অমন্ত্রক ভূমিতে মধুপর্ক নিক্ষেপ।

**তারপর**—একবার মন্ত্রপাঠ ও আলোড়ন।

দ্বিতীয়বার মন্ত্রপাঠ ও আলোড়ন।

তৃতীয়বার মন্ত্রপাঠ ও আলোড়ন।

তৎপর কিছু মধুপর্ক মাটিতে নিক্ষেপ।

**তারপর**—আবার মন্ত্রপাঠ ও আলোড়ন।

দ্বিতীয়বার মন্ত্রপাঠ ও আলোড়ন।

তৃতীয়বার মন্ত্রপাঠ ও আলোড়ন।

তৎপর মাটিতে কিছু মধুপর্ক নিক্ষেপ।

মোটে নয়বার মন্ত্রপাঠ, নয়বার আলোড়ন এবং তিনবার নিক্ষেপ।

অনুবাদ—(১) [ হে মধুপর্ক ] মিত্রস্য ( সূর্য্যদেবের ) চক্ষুষা ( চক্ষু দ্বারা ) ত্বা ( তোমাকে ) প্রতীক্ষে ( দেখিতেছি )।

অনুবাদ—(২) [ হে মধুপর্ক ] দেবস্য সবিতুঃ ( সবিতৃদেবের ) প্রসবে ( আদেশে ), অশ্বিনোঃ ( অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ) বাহুভ্যাং ( বাহুদ্বারা ) পূষ্ণঃ ( পূষার ) হস্তাভ্যাং ( হস্তদ্বারা ) ত্বা ( তোমাকে ) প্রতিগৃহ্ণামি ( গ্রহণ করিতেছি )।

দ্রষ্টব্য—প্রচলিত পদ্ধতিসমূহে 'প্রতিগৃহ্ণামি' স্থলে 'আদদে' পাঠ আছে। কিন্তু মূলযজুর্ব্বেদে 'প্রতিগৃহ্ণামি' পাঠ থাকায়, তাহাই আমরা গ্রহণ করিয়াছি যদিও উভয়ের অর্থই এক।

অনুবাদ—(৩) শ্যাবাস্যায় ( শ্যাবাস্যকে, মধুপর্ককে ) নমঃ ( নমস্কার ), অনশনে ( ভোজনে ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্য ) যৎ ( যাহা ) তে ( তোমাতে ) আবদ্ধং ( আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ) তে ( তোমা হইতে ) তৎ ( তাহা ) নিষ্কৃন্তামি ( অপসারণ করিতেছি )।

দ্রষ্টব্য—(১) অভ্যাত্যান-হোমে আর একজন মিত্র নামক দেবতার উল্লেখ আছে। (২) শ্যাবাস্য—শ্যাব ( মধু ) আস্যে ( মুখে ) যাহার। ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি। (৩) মুদ্রিত পদ্ধতিগুলিতে তৃতীয় মন্ত্রটিতে বিকৃত অর্থশূন্য, ভুল পাঠ দেখা যায়।

**তারপর**—মধুপর্কের বাটীটিকে মাটিতে রাখিয়া নিম্নমন্ত্রে বাঁ হাতের কনিষ্ঠাদ্বারা বরকে একটু মধুপর্ক লইয়া আঘ্রাণ বা ভোজন করিতে হইবে। এখন আঘ্রাণই করিতে হয়।

মন্ত্র—ওঁ যন্মধুনো মধব্যং পরমগুঁ রূপমন্নাদ্যং তেনাহং মধুনো মধব্যেন পরমেণ রূপেণান্নাদ্যেন পরমো মধব্যোঽন্নাদো অসানি—
[ পারস্কর ১।৩।২০ ]

আঘ্রাণের পর আচমন

**দ্বিতীয় বার** মন্ত্রপাঠ, আঘ্রাণ ও আচমন।

**তৃতীয় বার** মন্ত্রপাঠ, আঘ্রাণ ও আচমন।

মন্ত্রটির অনুবাদ—মধুনঃ ( মধুর ) যৎ ( যে ) মধব্যং ( মধুময় ) পরমং ( উৎকৃষ্ট ) রূপম্ (রূপ) অন্নাদ্যং, (অন্ন প্রভৃতি) মধুনঃ ( মধুর ) তেন ( সেই ) মধব্যেন ( মধুময় ) পরমেণ ( উৎকৃষ্ট ) রূপেণ ( রূপ ) অন্নাদ্যেন ( অন্নাদি দ্বারা ) অহং ( আমি ) পরমঃ ( উৎকৃষ্ট ) মধব্যঃ ( মধুর ) অন্নাদঃ (অন্নভোগী) অসানি ( যেন হইতে পারি )।

দ্রষ্টব্য—(১) পারস্কর মতে প্রথমবার আঘ্রাণের সময়—ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥

—এই মন্ত্রটি; দ্বিতীয়বার আঘ্রাণের সময়—ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবগুঁ রজঃ।

মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥—এই মন্ত্রটি এবং তৃতীয়বার আঘ্রাণের সময়—

ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ এই মন্ত্রটি পড়া যাইতে পারে। এই বিকল্পপক্ষে—ওঁ যন্মধুনো ইত্যাদি তিনবার পড়িতে হইবে না।

দ্রষ্টব্য—(২) পুরোহিতগণ নিজের অজ্ঞতার জন্য মধুপর্কের মন্ত্রগুলি নিয়া ও তাহাদের উচ্চারণের বার নিয়া নানাপ্রকার গোলযোগ করেন।

সামবেদীয় পদ্ধতির মধুপর্কপ্রসঙ্গ যজুর্ব্বেদীয় পদ্ধতির মধুপর্কপ্রসঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পুরোহিতদিগের দুইটি প্রণালী তুলনা করিয়া শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

মধুপর্কের বাটীতে যে মধুপর্ক অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা জনসঞ্চারবর্জ্জিত দেশে ত্যাগ করিতে হইবে।

তারপর সাধারণ ভাবে আগমন করিয়া বর নিম্নলিখিত কাজগুলি করিয়া যাইবেন ঃ—

( ১ ) ওঁ বাঙ্ম আস্যেঽস্তু—এই মন্ত্রে। ডানহাতের অঙ্গুলি সমূহের অগ্রভাগদ্বারা মুখস্পর্শ।

( ২ ) ওঁ নসোর্মে প্রাণোঽস্তু—দক্ষিণও বাম নাসিকাপুট ঐ ভাবে স্পর্শ।

( ৩ ) ওঁ অক্ষ্ণোর্মে চক্ষুরস্তু—দক্ষিণ ও বামচক্ষু-স্পর্শ।

( ৪ ) ওঁ কর্ণয়োর্মে শ্রোত্রমস্তু—দক্ষিণকর্ণ-স্পর্শ। পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্রে বাম কর্ণ স্পর্শ।

( ৫ ) ওঁ বাহ্বোর্মে বলমস্তু—দক্ষিণবাহু স্পর্শ, পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্রে বামবাহুস্পর্শ।

( ৬ ) ওঁ ঊর্ব্বোর্ম ওজোঽস্তু—দক্ষিণ ঊরুস্পর্শ, পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্রে বাম ঊরুস্পর্শ।

( ৭ ) ওঁ অরিষ্টানি মেঽঙ্গানি, তনূস্তন্বা মে সহ সন্তু—উভয়হস্তে শিরঃ প্রভৃতি পাদপর্য্যন্ত স্পর্শ।

মন্ত্রগুলি পারস্কর—১।৩।২৪ এআছে।

অনুবাদ—( ১ ) মে ( আমার ) আস্যে ( মুখে ) বাক্ ( বাক্, ) ( বাক্‌শক্তি ) অস্তু ( হউক, বৃদ্ধি পাউক )।

(২) মে (আমার) নসোঃ (নাসিকাদ্বয়ের) প্রাণঃ (শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসপ্রশ্বাসের শক্তি) অস্তু (হউক, বৃদ্ধিপাউক)। (৩) মে (আমার) অক্ষোঃ (চক্ষুদ্বয়ের) চক্ষুঃ (দৃষ্টি, দৃষ্টিশক্তি) অস্তু (হউক, বৃদ্ধি পাউক)।

(৪) মে (আমার) কর্ণয়োঃ (কর্ণদ্বয়ের) শ্রোত্রম্ (শ্রবণ, শ্রবণ শক্তি) অস্তু (হউক, বৃদ্ধিপাউক)

(৫) মে (আমার) বাহ্বোঃ (বাহুদ্বয়ের) বলম্ (বল) অস্তু (হউক, বৃদ্ধিপাউক)।

(৬) মে (আমার) উর্ব্বোঃ (উরুদ্বয়ের) ওজঃ (বল) অস্তু (হউক বৃদ্ধিপাউক)

(৭) মে (আমার) অঙ্গানি (অঙ্গসমূহ) এবং মে (আমার) তন্বা (লিঙ্গশরীরের সহিত) তনূ (স্থূল শরীর) অরিষ্টানি (বিঘ্নশূন্য) সন্তু (হউক)।

মধুপর্কের আর একটা বড় অংশ বাকী রহিয়াছে। পূর্ব্বে মাংস ছাড়া মধুপর্ক হইত না। অবশ্য জনকাদি কেহ২ নিরামিষাশী ছিলেন। তাঁহাদের বেলা মধুপর্ক হইতে মাংস বাদ দেওয়া হইত; মধুপর্কের মাংসের জন্য গোমাংস ছিল প্রশস্ত। বর আসিয়াছেন। তাহার জন্য একটা গাভী রাখা হইয়াছে। মধুপর্কের প্রথমাংশ হইয়া গিয়াছে। এখন দ্বিতীয় অংশের সময় আসিয়াছে। যখন মাংস সত্য সত্যই দেওয়া হইত, তখন সম্প্রদাতা এই সময়ে গাভীটি ও একখানা খড়্গ লইয়া জামাতার কাছে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—

ওঁ গৌঃ-গৌঃ-গৌঃ অর্থাৎ গাভীটাকে কি কাটিব? যদি জামাতার মাংস খাইবার ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে তিনি এক

প্রকার উত্তর দিতেন। যদি খাওয়ার ইচ্ছা না হইত তবে অন্যরূপ উত্তর দিতেন। বর্ত্তমান সময়ে যে কারণেই হউক হিন্দুর পক্ষে গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ বিবাহ রাত্রিতে জামাতা বিবাহ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে বর্ত্তমান প্রথানুসারে কিছুই খাইতে পারেন না। সেইজন্য এখন সম্প্রদাতা বা নাপিত বরকে জিজ্ঞাসা করেন—ওঁ গৌ-র্গৌ-র্গৌঃ। বর না খাওয়ার পক্ষে যে বাক্য তাহাই বলিয়া থাকেন। বাঙ্গালী যজুর্ব্বেদীয় পদ্ধতিকার পশুপতির সময়ে এবং বাঙ্গালী সামবেদীয় পদ্ধতিকার ভবদেবের সময়েও একটি গাভী বিবাহ স্থানে আনা হইত। ঐ পদ্ধতিদ্বয় দ্রষ্টব্য।

সম্প্রদাতা বা নাপিত—ওঁ গৌ-র্গৌ-র্গৌঃ।

বর—( ১ ) ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাগুঁ,
স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ।
প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায়,
মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট ॥

[ পারস্কর ১।৩।২০
[ ঋগ্বেদ ৪।১০১।১৫,

( ২ ) ওঁ মম চামুষ্য চ ( সম্প্রদানকর্ত্তার নাম )
পাপ্মা হত, ওঁ ( উপাংশুরূপ ),
উৎসৃজত তৃণান্যত্তু ( উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ )
—[ পারস্কর—১।৩।২৮ ]।

অনুবাদ—( ১ ) নু ( হে ) অর্হণাকারক ) ( এইগাভীটি ) রুদ্রাণাং ( একাদশ রুদ্রের ) মাতা ( মাতা ), বসূনাং ( অষ্ট বসুর ) দুহিতা ( কন্যা ),

আদিত্যানাং ( দ্বাদশাদিত্যের ) স্বসা ( ভগিনী ) অমৃতস্য ( দুগ্ধের ) নাভি ( আবাসভূমি ) অনাগাং ( নিরপরাধা ) অদিতিং ( অবধ্যা ) গাং ( এই গাভীটিকে ) মা বধিষ্ট ( বধ করিবেন না ), ( এই কথা ) চিকিতুষে ( জ্ঞানবান্, শুশ্রূষু ) জনায় ( প্রাণিমাত্রকেই ) প্র বোচম্ ( ভালভাবে বলিতেছি )।

( ২ ) ( তাহার পরিবর্ত্তে ) মম ( আমার ) চ অমুষ্য চ ( এবং উহার অর্থাৎ অর্হণাকারীর অর্থাৎ সম্প্রদাতার ) পাপ্মা ( পাপকে ) হত ( বধ করুন ), ওঁ ( আমার এইকথা মানিয়া লইয়া অথবা মধুপর্কের সঙ্গে আমাকে মাংস দেওয়া হইয়াছে এইকথা মানিয়া লইলাম সুতরাং ) ( গাভীটিকে ) উৎসৃজত ( ছাড়িয়া দিন ), ( সে ) তৃণানি ( ঘাস ) অত্তু ( খাউক )।

দ্রষ্টব্য—( ১ ) বধিষ্ট—লোটের অর্থে লুঙ্। মধ্যম পুরুষ স্থানে ব্যত্যয়ে প্রথম পুরুষ হইয়াছে। ( ২ ) বোচম্—ভাষায় অবোচম্। লটের অর্থে লুঙ্ হইয়াছে। ( ৩ ) পাপ্মা—ভাষায় পাপ্মানম্! ( ৪ ) হত—হন্ ধাতু লোট্ মধ্যম পুরুষের বহুবচন। একবচন 'জহি' স্থানে ব্যত্যয়ে বহু বচনের 'হত' হইয়াছে মনে হয়। 'হতঃ পাঠ ( সন্ধিতে বিসর্গ লোপ ) ধরিলে কর্ম্মবাচ্যে ক্ত, 'পাপ্মা' ইহার উক্ত কর্ম্ম। ( ৫ ) উৎসৃজত—বোধ হয় একবচনে 'উৎসৃজ' স্থানে ব্যত্যয়ে কহু বচনের 'উৎসৃজত' হইয়াছে।

এতক্ষণে বরের অর্চ্চনা শেষ হইল।

## অগ্নিস্থাপন।

ইহার পর যজুর্ব্বেদীদের বাধ্যতামূলক অগ্নিস্থাপন।

জামাতা সম্প্রদানস্থানের উত্তরে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্নিস্থাপন করিবেন। অধিকাংশ স্থালেই এই নিয়ম। ক্বচিৎ দুই একস্থানে

দক্ষিণদিকেও অগ্নিস্থাপন করিতে দেখা যায়। আমরা তাহা অনুমোদন করি না। ২৪ অঙ্গুলি পরিমিত স্থণ্ডিল করিয়া, তিনটি কুশদ্বারা ধুলিকণা অপসারিত করতঃ, গোময় দ্বারা তিনবার উপলেপন করিয়া, কুশমূলদ্বারা প্রাগগ্র উদক্‌সংস্থ প্রাদেশ-প্রমাণ তিনটি রেখা টানিয়া, স্থণ্ডিলের পশ্চিমসীমার দক্ষিণ দিক্ হইতে পাঁচ অঙ্গুলি এবং উত্তর দিক্ হইতে পাঁচ অঙ্গুলি বাদ দিতে হইবে। বাদ দিলে ১৪ অঙ্গুলি থাকে। এই ১৪ অঙ্গুলির দক্ষিণ সীমা হইতে পূর্ব্বদিকে প্রাদেশপ্রমাণ একটি রেখা আঁকিতে হইবে। তৎপর ১৪ অঙ্গুলির মধ্য বিন্দু হইতে পূর্ব্ব দিকে প্রাদেশপ্রমাণ দ্বিতীয় রেখা আঁকিতে হইবে। সর্ব্বশেষে ১৪ অঙ্গুলির উত্তর প্রান্ত হইতে পূর্ব্বদিকে প্রাদেশ-প্রমাণ তৃতীয় রেখা আঁকিতে হইবে।

দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা রেখাগুলি হইতে ধূলিকণা উদ্ধৃত করিয়া ঈশান কোণে পরিত্যাগ করিয়া, উপুড় হাতে স্থণ্ডিলের উপর জল অভ্যুক্ষণ করিয়া, আত্মদক্ষিণে কাংস্যপাত্র, তাম্রপাত্র, অথবা নূতন মেটে সরা হইতে জলদিন্ধন গ্রহণ করিয়া—

ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং, যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।

—[মা-বা-সং-৩৫।১০]—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বর নৈঋর্ত কোণে তাহা নিক্ষেপ করিবেন। তৎপর আর একটি অগ্নি (আর একবায় অগ্নি) গ্রহণ করিয়া—

ওঁ ইহৈবায়-মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।—[ মা- বা- সং-৩৫।১০০ ]—এই মন্ত্রে বর আত্মাভি-

মুখে স্থণ্ডিলমধ্যে অগ্নিস্থাপন করিবেন। তৎপর কৃতাঞ্জলি হইয়া বর পাঠ করিবেন ও চিন্তা করিবেন )—

ওঁ সর্ব্বতঃ-পাণিপাদান্তঃ, সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ।
বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥

অনুবাদ—( ১ ) ক্রব্যাদম্ ( কাঁচামাংস ভক্ষণকারী অর্থাৎ অপবিত্র ) অগ্নিং ( অগ্নিকে ) দূরং ( দূরে ) প্রহিণোমি ( প্রেরণ করিতেছি ), ( ঐ অগ্নি ) রিপ্রবাহঃ ( পাপ বহন করিয়া ) যমরাজ্যং ( যমের রাজ্যে ) গচ্ছতু ( গমন করুক )।

( ২ ) ইহ ( এখানে ) এব ( ই ) অয়ং ( এই ) ইতরঃ ( আর একটি ) জাতবেদাঃ ( অগ্নি ) ( নিজের অধিকার ) প্রজানন্ ( ভালরূপে জানিয়া ) দেবেভ্যঃ ( দেবতাদের কাছে ) হব্যং ( হবি ) বহতু ( বহন করুন )।

( ৩ ) সর্ব্বতঃ ( সকলদিকে ) পাণিপাদান্তঃ ( যাঁহার হস্ত ও পাদ রহিয়াছে ) সর্ব্বতঃ ( সকলদিকেই ) অক্ষিশিরোমুখঃ ( যাহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ রহিয়াছে ) বিশ্বরূপঃ ( সর্ব্বসরূপ ) ( সেই ) মহান্ ( মহান্ ) অগ্নিঃ ( অগ্নি ) সর্ব্বকর্ম্মসু ( সকল কর্ম্মে ) প্রণীতঃ ( স্থাপিত হয় )

দ্রষ্টব্য—তৃতীয় মন্ত্রটি বোধ হয় পৌরাণিক। 'পাণিপাদান্ত' শব্দের 'অন্ত' অংশের কোনও অর্থ নাই বলিয়া মনে হয়। বিশ্বরূপ অগ্নির নামকরণ, ধ্যান, আবাহন ও পূজা নাই। সকলপ্রকার হোমেই প্রথমতঃ বিশ্বরূপ নামক অগ্নিকে স্থাপন করিতে হয়।

**তারপর** বর কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্নির সম্মুখে বলিবেন—

ওঁ **অগ্নে ত্বং যোজকনামাসি**। তারপর বর অগ্নির ধ্যান করিবেন— ওঁ পিঙ্গভ্রূ-শ্মশ্রু-কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ ॥

( আদিত্যপুরাণ )

অনুবাদ—অগ্নিঃ ( অগ্নি ) পিঙ্গভ্রূ-শ্মশ্রু-কেশাক্ষঃ ( পিঙ্গবর্ণ ভ্রূ, শ্মশ্রু, কেশ ও অক্ষি যাহার ) পীনাঙ্গজঠরঃ ( পীন অর্থাৎ স্থূল অঙ্গও জঠর যাঁহার ) অরুণঃ ( ঈষৎরক্তবর্ণ ) ছাগস্থঃ ( ছাগের উপর থাকেন যিনি ) সাক্ষসূত্র ( অক্ষসূত্র অর্থাৎ জপমালার সহিত বর্ত্তমান ) সপ্তার্চ্চিঃ ( সাতটি অর্চ্চি অর্থাৎ শিখা যাঁহার ) শক্তিধারকঃ ( শক্তিকে ধারণ করেন যিনি )।

তারপর যোজকনামক অগ্নির বরকর্ত্তৃক

আবাহন—

ওঁ যোজকাগ্নে ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ ;
ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ ;
ইহ সন্নিধেহি ;
ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ;
অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ ।

তারপর পঞ্চোপচারে অথবা কেবল গন্ধ পুষ্প দ্বারা বর অগ্নির পূজা করিবেন—সংক্ষেপে পূজা—

( ১ ) এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ যোজকাগ্নয়ে নমঃ।
( ২ ) এতদ্ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ যোজকাগ্নয়ে নমঃ।
( কাহারও ২ মতে 'স্বাহা' )।

দ্রষ্টব্য—ব্রহ্মবরণ সম্প্রদানের পর হোম আরম্ভের পূর্ব্বে করিতে হইবে। অগ্নিপরিস্তরণ এখনই করিতে হয়। প্রণীতাপ্রণয়ন, অর্থবদ্দ্রব্যস্থাপন, পবিত্রনির্ম্মাণ, প্রোক্ষণীপাত্রসংস্কার, ঘৃতসংস্কার, স্রুবসংস্কার, উপযমন-কুশধারণ, অগ্নিতে তিনটি ঘৃতাক্ত-সমিৎপ্রক্ষেপ, অগ্নিপর্য্যুক্ষণ, সংস্রব পাত্রস্থাপন প্রভৃতি কাজ বর সম্প্রদানের পর হোমারম্ভের পূর্ব্বে করিয়া নিবেন।

পারস্করবলেন—(অর্চ্চনার অব্যবহিতপর) উপলিপ্ত উদ্ধতাবোক্ষিতেঽগ্নিমুপসমাধায়। [ পারস্কর ১।৩।৪ ]

উদগয়ন আপূর্য্যমাণপক্ষে পুণ্যাহে কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্নীয়াৎ—[ পারস্কর-১।৩।৫। ] অথৈনাং বাসঃ পরিধাপয়তি—জরাং গচ্ছ ইত্যাদি।—[ পারস্কর—১।৩।১২ ]। অথোত্তরীয়ম্ [ পারস্কর-১।৩।১৩ ]। অথৈনৌ—সমঞ্জয়তি। **[ পারস্কর-১।৩।১৪ ]**

## পিত্রা প্রত্তাম্ আদায় নিক্রামতি।

[ পারস্কর ১।৩।১৪ ]

হরিহর বলেন—ততো ( অর্চ্চনার অব্যবহিতপরে ) বরো বহিঃশালায়াম্ ঐশান্যাং দিশি চতুর্হস্তায়াং সিকতাচ্ছন্নায়াং বেদিকায়াং লৌকিকং নির্মথ্যং বাগ্নিং স্থাপয়িত্বা পশ্চাদগ্নেস্তৃণপূলকং কটং বা স্থাপয়েৎ। অথ কন্যাপিতা বস্ত্রচতুষ্টয়ং বরায় প্রযচ্ছতি। পশুপতি বলেন—ততো ( অর্চ্চনার অব্যবহিতপরে ) বরঃ ছায়ামণ্ডপং গত্বা পূর্ব্বাভিমুখো ঽগ্নিস্থাপনং কুর্য্যাৎ। ততো বাসগৃহং গত্বা কন্যাং বাসঃ পরিধাপয়েৎ।

পারস্কর, হরিহর এবং পশুপতির লেখার মর্ম্ম এই—বরের অর্চ্চনার অব্যবহিতপরে এবং কন্যাকে বরকর্ত্তৃক বস্ত্র ও উত্তরীয়দানের অব্যবহিতপূর্ব্বে, সুতরাং সম্প্রদানেরও পূর্ব্বে বরের অগ্নি স্থাপন করিতে হইবে। এই জন্যই যজুর্ব্বেদীদের **বিবাহহোম বিবাহরাত্রিতেই হওয়া কর্ত্তব্য। পরদিন হোম করিতে** হইলে **পূর্ব্বদিনের**

**স্থাপিত অগ্নি জ্বলন্ত অবস্থায় রাখিয়া দিতে হইবে। পর দিন নূতন অগ্নি স্থাপনের** উপদেশ কেহই দেন নাই।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য মহাশয়ও তাঁহার উদ্বাহতত্ত্বে এই কথাগুলি লিখিয়াছেন—

অত্র চ পারস্করেণ বহিঃশালায়ামুপলিপ্ত উদ্ধতাবোক্ষিতে ঽগ্নিমুপসমাধায়েতি সূত্রাৎ প্রধানগৃহাঙ্গনে ঽগ্নিস্থাপনানন্তরং কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্ণীয়াৎ ত্রিষু ত্রিষূত্তরাদিষ্বিতি সূত্রান্তরেণ পাণিগ্রহণবিধানাদ্ **যজুর্ব্বেদিনাং সামগদেয়কন্যাগ্রহণেঽপি দানাৎ পূর্ব্বমগ্নিস্থাপনম্।**

সামবেদিগণ ভবদেবের মতানুসারে সম্প্রদানের পর অগ্নি-স্থাপন করিবেন। এবং সেই অগ্নিতেই হোম করিবেন। সুতরাং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বিবাহ রাত্রিতে অগ্নিস্থাপন না করিয়া পরদিন অগ্নিস্থাপন করিয়া তাহাতে বিবাহহোম করিতে পারেন।

ইহার পর পারস্করের গৃহ্যসূত্রমতে বর নিম্নমন্ত্রে কন্যাকে এক খানা বস্ত্র দিয়া তাহা পরিধান করিতে বলিবেন—

ওঁ জরাং গচ্ছ, পরিধৎস্ব বাসো
ভবাকৃষ্টীনামভিশস্তিপাবা।
শতং চ জীব শরদঃ,
সুবর্চ্চা, রয়িং পুত্রাননুসংব্যয়স্বা—
যুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ।

—[ পারস্কর-১।৪।১২ ]

তারপর বর কন্যাকে এক খানা বস্ত্র দিয়া তাহা উত্তরীয়রূপে ধারণকরিতে বলিবেন। মন্ত্র—

ওঁ যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্বত।
যাশ্চ দেবীস্তন্তূনভিতো ততন্থ।
তাস্ত্বা দেবীর্জরসে সংব্যয়স্বায়ুষ্মতীদং
পরিধৎস্ব বাসঃ। [ পারস্কর—১।৪।১২ ]

অনুবাদ—(১) ( হে কন্যে ) জরাং ( বৃদ্ধত্ব ) গচ্ছ ( যেন পাইতে পার )। ( এইরূপ ) বাসঃ ( বস্ত্র ) ( চিরকাল ) পরিধৎস্ব ( পরিধান কর )। আকৃষ্টীনাম্ ( ডাকিনীর ন্যায় যাহাদের স্বভাব, সেই স্ত্রীলোক-দিগের ) অভিশস্তিপাবা ( অভিপাপশোধনকারিণী ) ( হও )। চ ( এবং ) ( তেজস্বিনী হইয়া ) শরদঃ শতং ( শতবর্ষ ) জীব ( বাঁচিয়া থাক )। রয়িং ( ধন ) পুত্রান্ চ ( এবং পুত্র ) অনু ( লাভের জন্য ) ( দেহ ) সংব্যয়স্ব ( আচ্ছাদন কর )। আয়ুষ্মতি ( হে আয়ুষ্মতি ) ইদং ( এই ) বাসঃ ( বস্ত্র ) পরিধৎস্ব ( পরিধান কর )॥

অনুবাদ—( ২ ) যাঃ ( যে ) ( দেবীরা ) ( সূতা ) অকৃন্তন্ ( কাটিয়াছেন, তৈয়ার করিয়াছেন ), ( যাঁহারা ) অবয়ন্ ( বুনিয়াছেন ) যাঃ ( যাঁহারা ) অতন্বত ( বিস্তার করিয়াছেন ), যাশ্চ দেবীঃ ( এবং যে দেবীরা ) তন্তূন্ অভিতঃ ততন্থ ( পাড় বসাইয়াছেন ), তাঃ ( সেই ) দেবীঃ ( দেবীরা ) ত্বা ( তোমাকে ) জরসে ( বৃদ্ধকালপর্য্যন্ত ) ( এইরূপ সধবোপযোগি বস্ত্র ) সংব্যয়স্ব ( যেন পরান )। আয়ুষ্মতি ( হে আয়ুষ্মতি ), ( তুমি ) ইদং ( এই ) বাসঃ ( বস্ত্র ) পরিধৎস্ব ( পরিধান কর )।

দ্রষ্টব্য—(১) 'দেব্যঃ' স্থলে 'দেবীঃ' বৈদিক প্রয়োগ। ( ২ ) ততন্থ— 'তেনিথ' স্থলে 'ততন্থ' প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ব্যত্যয়ো বহুলম্' এই নিয়মানুসারে এখানে প্রথম পুরুষ স্থলে মধ্যম পুরুষ এবং বহুবচন স্থলে একবচন প্রযুক্ত

হইয়াছে। (৩) সংব্যয়স্ব—'সংব্যয়ন্তু' স্থলে 'সংব্যয়স্ব' বৈদিক প্রয়োগ। এখানেও প্রথমপুরুষ ও বহুবচন স্থলে ব্যত্যয়ে মধ্যম পুরুষ ও এক-বচন হইয়াছে।

পশুপতিও এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। হরিহরমতে বরও এই সময় একখানি বস্ত্র পরিধান করিবেন। তাহার মন্ত্র আছে। তন্মতে বর উত্তরীয়ও পরিধান করিবেন। তাহারও মন্ত্র আছে। হরিহর বলেন এই চারিখানা বস্ত্র কন্যার পিতা বরকে দিবেন। হরিহরের পদ্ধতি দ্রষ্টব্য। গৃহ্যে সেরূপ কোনও কথা নাই। যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে এইভাবে কন্যার বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধানের এবং বরের পক্ষেও বস্ত্রও উত্তরীয় পরিধানের প্রথা দেখা যায় না। ইচ্ছা করিলে বর পূর্ব্বে উদ্ধৃত মন্ত্রদুইটি পড়িতে পারেন।

দ্বিতীয়বার মুখচন্দ্রিকা। অর্থাৎ বর ও কন্যার পরস্পর মুখাবলোকন। এখন সম্প্রদাতার বর ও কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন— 'ওঁ পরস্পরং সমঞ্জেথাম্'

অথবা 'ওঁ সমীভবেথাম্।'

অর্থাৎ তোমরা মিলিত হও। সম্প্রদাতা এই কথা বলিলে পর বর ও কন্যা পরস্পররের মুখাবলোকন করিবে। মুখাবলোকনের সময় বর নিম্ন মন্ত্রটি পড়িবেন—

ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥

[ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।৪৭, পারস্কর—১।৪।১৪ ]

দ্রষ্টব্য—এই প্রসঙ্গে পারস্করের গৃহ্যসূত্রে, হরিহরের ও পশুপতির পদ্ধতিতে এবং বাজারে প্রচলিত পুরোহিতদর্পণ পুরোহিতপ্রদীপ প্রভৃতি পুস্তকে এই মন্ত্রটির কথা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ পুরোহিতই এই মন্ত্রটির বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং কাজেই বরকে পড়িতে বলেন না। মন্ত্রটি সামবেদীয় পদ্ধতিতেও কুশণ্ডিকা ভাগে আছে। যথা তত উদক-কলসধারী জামাতুর্বয়স্তোঽগ্নেঃ পশ্চিমদেশেন সপ্তপদীস্থান-মাগত্য সহকার-পল্লবোদকেন মূর্দ্ধ্নি বরমভিষিঞ্চেৎ জামাতা চ মন্ত্রং পঠেৎ। প্রজাপতির্ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দো বিশ্বদেবাদয়ো দেবতা মূর্দ্ধাভিষেচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমঞ্জন্তু-...নৌ। ..দধাতু নৌ॥ পশ্চাদ্ অনেনৈব মন্ত্রেণ বধূ-মভিষিঞ্চেৎ।

ঋগ্বেদীয় কুশণ্ডিকা ভাগেও পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রটির প্রয়োগ দেখা যায়। যথা 'ততঃ কুশণ্ডিকোক্ত...চতস্র আজ্যাহুতী-র্জুহুয়াৎ।.........ওঁ সমঞ্জন্তু...দধাতু নৌ (স্বাহা)। ততঃ ওঁ সমঞ্জন্তু নৌ' ইত্যন্তমন্ত্রেণ দধ্ন একদেশং স্বয়ং প্রাশ্য পত্ন্যৈ প্রাশিতুং যচ্ছতি বরঃ।

মন্ত্র অনুবাদ—(হে কন্যে) বিশ্বে দেবাঃ (বিশ্বদেবগণ) নৌ (আমাদের উভয়ের) হৃদয়ানি (হৃদয়কে) সমঞ্জন্তু (মিলিত করুন) আপঃ (জলগণ, জলদেবতাগণ) সং (আমাদের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করুন): মাতারিশ্বা (বায়ু) নৌ (আমাদিগের উভয়কে) সং দধাতু (মিলিত করুন), ধাতা সং (আমাদিগের উভয়কে মিলিত করুন), উ (এবং) দেষ্ট্রী (দেষ্ট্রী নামক দেবতা) সং (আমাদিগের উভয়কে মিলিত করুন)।

এই সময় কন্যাদাতা স্থাপিত ঘটের উপর বরের দক্ষিণ হাত উত্তান করিয়া রাখিয়া, তাহার উপর কন্যার উত্তান দক্ষিণহস্ত রাখিয়া কুশদ্বারা বাঁধিয়া দিবেন।

তারপর কন্যার অর্চ্চনা—

সম্প্রদাতা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদনালঙ্কৃতায়ৈ
কন্যায়ৈ নমঃ ( তিনবার ), এতে গন্ধপুষ্পে
এতদধিপতয়ে ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ,
এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ-সম্প্রদানায় ওঁ বরায় নমঃ
( বরের দক্ষিণ হাতে )।

ইহার পর 'ওঁ স্বস্থুপ্রোক্ষিতমস্তু' এই বাক্যে সম্প্রদাতা কন্যার শরীরে জল প্রোক্ষণ করিবেন। তারপর 'ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুনাতু'—এই বাক্যে সম্প্রদাতা কন্যার অঙ্গ নিজের অঙ্গুষ্ঠের মূল দেশ দ্বারা স্পর্শ করিবেন।

**সম্প্রদান**—অর্চ্চনার সময় এবং সম্প্রদানের সময় কন্যা পশ্চিমমুখে বসিবেন। সম্প্রদানবাক্য—

বিষ্ণুরোঁতৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে
ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
অমুকশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ

( বরপক্ষের ) অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকশর্ম্মণঃ
প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকশর্ম্মণঃ
পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকশর্ম্মণঃ
পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকশর্ম্মণে
বরায় অর্চ্চিতায়—

( কন্যাপক্ষের ) অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য
অমুকশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীম্, অমুকগোত্রস্য

অমুকপ্রবরস্য অমুকশর্ম্মণঃ পৌত্রীম্,
অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকশর্ম্মণঃ পুত্রীম্,
অমুকগোত্রাম্ অমুকপ্রবরাং
শ্রী অমুকদেবীম্ অর্চ্চিতাম্

( এইরূপ বরপক্ষ ও কন্যা পক্ষের নাম ৩ বার বলিয়া )—

এনাং কন্যাং সালঙ্কারাং সবস্ত্রাচ্ছাদনাং
প্রজাপতিদেবতাকাং ভার্য্যাত্বেন
তুভ্যমহং সম্প্রদদে ।—

বলিয়া কোশা হইতে ত্রিপত্র দ্বারা সম্প্রদাতা কন্যার শরীরে জল ছিটাইয়া দিবেন। তারপর বর 'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবেন।

তারপর বর প্রণবদ্বারা পুটিত সব্যাহৃতি গায়ত্রী একবার জপ করিবেন।

তারপর সম্প্রদাতা বলিবেন— ওঁ কন্যেয়ং প্রজাপতি-দেবতাকা। তারপর বর কামস্তুতি পাঠ করিবেন ঃ—

( ১ ) ওঁ কোঽদাৎ, কস্মা অদাৎ,
কামোঽদাৎ, কামায়াদাৎ।
কামো দাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা,
কামৈতত্তে ॥

তব কাম সতা ভুনজামহৈ।

[ মা-বার-সং-৭।৪৮ ]

[ কা-বা-সং ৯।২।৯ ]

(২) ওঁ দ্যৌস্ত্বা দদাতু, পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্ণাতু।

[ পারস্কর—৩।২৫।২১ ]

অনুবাদ—(১) (এইদ্রব্য) কঃ (কে) অদাৎ (দান করিল), কস্মৈ (কাহাকে) অদাৎ (দান করিল), কামঃ (কাম) অদাৎ (দান করিল) কামায় (কামকে) অদাৎ (দান করিল), কামঃ (কাম) (ই) দাতা (দাতা). কামঃ (কাম) (ই) প্রতিগ্রহীতা (প্রতিগ্রহীতা) কাম (হে কাম), এতৎ (এইদ্রব্য) তে (তোমার) (ই) কাম (হে কাম) তব (তোমার, ত্বৎসংক্রান্ত) সতা (বিদ্যমান ভোগসমূহদ্বারা) (সুখশান্তি) (আমরা যেন) ভুনজামহৈ (ভোগ করিতে পারি)। (২) দ্যৌঃ (আকাশ) (হে বধূ) ত্বা (তোমাকে) (বৃষ্টিরূপে) দদাতু (দান করুন), পৃথিবী (পৃথিবী) ত্বা (তোমাকে) প্রতিগৃহ্ণাতু (গ্রহণ করুক)।

ভাবার্থ—কোন্ পুরুষ এই কন্যারূপ বস্তু দান করিয়াছে? কাহাকেই বা দান করিয়াছে? প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর—কামই দান করিয়াছে, কামকেই দান করিয়াছে, আপনিও প্রকৃতপ্রস্তাবে দাতা নহেন, আমিও প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রতিগ্রহীতা নহি, আপনার কামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমার কামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে এই কন্যা দান করিয়াছেন। এইরূপে কামই দাতা, কামই প্রতিগ্রহীতা, আর কেহ নহেন। হে কাম, এই দ্রব্য তোমারই কারণ তুমিই দাতা এবং তুমিই প্রতিগ্রহীতা। তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন সুখশান্তি ভোগ করিতে পারি। আকাশ বৃষ্টি দান করে। পৃথিবী সেই বৃষ্টিকে গ্রহণ করেন। আকাশরূপী সম্প্রদাতা বৃষ্টিরূপিণী কন্যাকে পৃথিবীরূপী আমার হাতে অর্পণ করুন।

তুলনা কর সামবেদীয় ও ঋগ্বেদীয় কামস্তুতি—

ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ,

কামঃ কামায়াদাৎ, কামোদাতা,

কামঃ প্রতিগ্রহীতা।

কামঃ সমুদ্র-মা বিশৎ,

কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্লামি, কামৈতত্তে॥

তারপর বরদক্ষিণা—( দক্ষিণাদ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া ) বিষ্ণুরোঁতৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ-কন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বহ্নিদৈবতং ( অথবা কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্ ) অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকশর্ম্মণে বরায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

বর—'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া দক্ষিণাদ্রব্য গ্রহণ করিবেন।

যৌতুকাদি—এই সম্বন্ধে হরিহর বলেন ঃ—অত্রাচারাদ্ অন্যদপি যৌতুকত্বেন সুবর্ণ-রজত-তাম্র-গো-মহিষ্যশ্ব-গ্রামাদি কন্যা-পিতা যথাসম্ভবং দদাতি, অন্যেঽপি বান্ধবাদয়ো যথাসম্ভবং যৌতুকং প্রযচ্ছন্তি। কেচন যৌতুকং হোমান্তে প্রযচ্ছন্তি! অত্র দেশাচারতো ব্যবস্থা। পশুপতি বলেন—এবং যথাশক্তি ভূমিশয্যাদানাদিকং দদ্যাৎ। ভবদেব বলেন—অস্মিন্নেব সময়ে সম্প্রদাতা যৌতুকং ভূম্যাদিকং দদ্যাৎ।

দ্রষ্টব্য ( ১ )—কেহ ২ সম্প্রদানবাক্যের 'তুভ্যম্' পদটি সর্ব্বশেষে না পড়াইয়া তৃতীয়বারে বর পক্ষের বাক্যাংশের শেষ অর্থাৎ তৃতীয়বারে বরায়

অর্চ্চিতায় তুভ্যম্’—এইরূপ পড়াইয়া থাকেন। ইহা ভাল মনে হয় না। কারণ ‘তুভ্যম্’ পদটি ‘সম্প্রদদে’ ক্রিয়ার সম্প্রদান কারক। অতএব সম্প্রদান-কারকটি ক্রিয়ার যত নিকটে হয়, অর্থ ততই স্পষ্ট হয়। কেহ ২ ভুলে দুইবার ‘তুভ্যম্’ পড়ান।

দ্রষ্টব্য—( ২ ) প্রতিনিধি সম্প্রদান করিলে কোথায় ২ বাক্যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা লেখা যাইতেছে। কন্যার পিতাই কর্ত্তা। তিনিই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। এই হিসাবেই বাক্য লিখিত হইয়াছে। প্রতিনিধি পক্ষে ( ক ) সম্প্রদানবাক্যে ‘সম্প্রদদে’ স্থলে ‘দদানি’, ( খ ) দক্ষিণাবাক্যে ‘সম্প্রদদে’ স্থলে ‘দদানি’, ( গ ) সম্প্রদানবাক্যে প্রথমতঃ সম্প্রদাতার নাম—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা, তৎপর যাঁহার কন্যা তাঁহার ষষ্ঠ্যন্ত নাম—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ, তৎপর—“শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ—বলিতে হইবে। ( ঘ ) স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য শুদ্ধিতত্ত্বে একাধিকার দেখাইয়াছেন যে স্মৃতিমতে ‘সম্প্রদদানি’—ভুল যদিও ব্যাকরণ-মতে ইহা শুদ্ধ। ( ঙ ) দক্ষিণাবাক্যে ‘অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা অমুক-গোত্রস্য অমুকশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণুকামনয়া’—এইরূপ বলিতে হইবে।

তারপর পুরোহিত গায়ত্রী পড়িয়া গ্রন্থিবন্ধন খুলিয়া দিবেন।

তারপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান।

তারপর সম্প্রদাতা, বর ও কন্যা নারায়ণকে নমস্কার করিবেন।

দ্রষ্টব্য—এই পদ্ধতিমতে বর পূর্ব্বমুখ হইয়া, সম্প্রদাতা উত্তরমুখ হইয়া এবং কন্যা পশ্চিমমুখী হইয়া বসিয়াছেন। কোনও কোনও স্থানে বর পূর্ব্বমুখ হইয়া, সম্প্রদাতা পশ্চিমমুখ হইয়া এবং কন্যা উত্তরমুখী হইয়া বসেন। সম্প্রদানপর্য্যন্ত কন্যাপক্ষের কাজ। সুতরাং এই বিষয়ে কন্যাপক্ষের নিয়মই প্রতিপালিত হওয়া উচিত।

গোত্রান্তর-দক্ষিণা—ইহা বরপক্ষের দেয় এবং কন্যা পক্ষের পুরোহিতের প্রাপ্য। সম্প্রদাতা নগদ টাকা দিয়া বরদক্ষিণা করিলে, বর সাধারণতঃ সেই টাকা নিজে না নিয়া তাহার পুরোহিতকে দিয়া থাকেন। যদি স্বর্ণ ( সাধারতঃ স্বর্ণাঙ্গুরীয় ) দিয়া সম্প্রদাতা বর-দক্ষিণা করেন, তবে বরপক্ষেরপুরোহিতকে সম্প্রদাতার নগদ কিছু দেওয়া উচিত। সম্প্রদাতা বর-দক্ষিণা বাবদ নগদ টাকা দিলে এবং সেই টাকা বরের পুরোহিত নিলে, বরের পুরোহিতকে নগদ আর কিছু দিতে হইবে না। যাহা হউক মোটের উপর বরের পুরোহিত নগদ যাহা পাইবেন বর-পক্ষ কন্যাপক্ষের পুরোহিতকে তাহার দ্বিগুণ অথবা তত্তুল্য গোত্রান্তরদক্ষিণা দিবেন। এই বিষয়ে বাঁধাবাধি কিছু নিয়ম নাই। বরপক্ষের শক্তি ও ইচ্ছার উপর ইহার পরিমাণ নির্ভর করে। পারস্করের গৃহ্যসূত্রে এই বিষয়ে কিছু নির্দ্দেশ নাই। সমস্ত বিবাহ কুশণ্ডিকাসহ শেষ হইলে বর তাহার আচার্য্যকে নিজে দক্ষিণা দিবেন একথা লেখা আছে।

## নিষ্ক্রমণ।

পূর্ব্বে সম্প্রদানস্থান হইতে কিছু দূরে বাহিরের একটি ঘরে অগ্নিস্থাপন করা হইত। বর সম্প্রদানের পর সম্প্রদানস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ( বাহির হইয়া ) বধূসহ সেখানে যাইতেন। এই যাওয়ার নাম নিষ্ক্রমণ। যাওয়ার সময় বর নিম্নমন্ত্রটি পড়িতেন—

ওঁ যদৈষি মনসা দূরং দিশোঽনু পবমানো বা।
হিরণ্যপর্ণো বৈকর্ণঃ স ত্বা মন্মনসাং-করোতু—
শ্রীঅমুকদেবি ( বধূর সম্বোধনান্তনাম )।

[ পারস্কর ১।৪।৫ ]

এখন সম্প্রদান স্থানের নিকটেই উত্তরে ( কোন কোন স্থলে দক্ষিণে ) অগ্নি স্থাপিত হয়। সুতরাং প্রকৃত নিষ্ক্রমণ এখন নাই। তথাপি বর এই সময় এই মন্ত্রটি পড়িবেন।

অনুবাদ—যৎ ( যেহেতু ) ( তুমি ) মনসা ( মনে মনে ) ( আমার সহিত ) দিশঃ ( নানাদিক্ ) অনু ( লক্ষ্য করিতে করিতে ) দূরং ( স্বজন দিগের নিকট হইতে দূরে, নিজের পিতৃপরিবার ত্যাগ করিয়া আমার পরিবারের দিকে ) ঐষি ( আসিতেছ ), ( সেই হেতু ) পবমানঃ বা হিরণ্যপর্ণঃ বৈকর্ণঃ ( বায়ু, সূর্য্য এবং অগ্নি ) স ( ইহাঁরা ) ত্বা ( তোমাকে ) মন্মনসাং ( আমার প্রতি একাগ্রচিত্তা ) করোতু ( করুন ), শ্রী অমুকদেবি ( শ্রীঅমুকদেবি )।

দ্রষ্টব্য—(১) মন্ত্রটির অর্থ খুব স্পষ্ট নহে।

(২) বা—এবং।

(৩) 'সুপাং সু-লুক্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে বহুবচনের 'তে' স্থানে 'সু' বিভক্তিযুক্ত 'সঃ' হইয়াছে।

(৪) 'তে' স্থানে 'সঃ' হওয়াতে 'কুর্ব্বন্তু' স্থলে 'করোতু' হইয়াছে।

(৫) সুমনসাং—'ভাষাতে সুমনসং' হইবে। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই সূত্রানুসারে 'সং' স্থানে 'সাং' হইয়াছে।

পরস্পর সমীক্ষণ ( তৃতীয়বার মুখচন্দ্রিকা )—বর ও বধূ নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক অগ্নিসমীপে গেলে কন্যার পিতা অথবা পুরোহিত তাহাদিগকে বলিবেন—ওঁ পরস্পরং সমীক্ষেথাম্।

অনুবাদ—পরস্পরকে অবলোকন কর।

এই বাক্য শুনিবার পর বরও বধূ পরস্পরকে অবলোকন করিতে থাকিবেন এবং বর বধূকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত চারিটি মন্ত্র পড়িবেন। মন্ত্র—

( ১ ) ওঁ অঘোরচক্ষু-রপতিঘ্ন্যেধি, শিবা পশুভ্যঃ
সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ।
বীরসূর্দ্দেবকামা স্যোনা, শন্নো ভব দ্বিপদে,
শং চতুষ্পদে ॥
[ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।৪৪, পারস্কর—১।৪।১৬ ]

( ২ ) ওঁ সোমঃ প্রথমো বিবিদে, গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতি,-স্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ ॥
[ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।৪০, পারস্কর—১।৪।১৬ ]

( ৩ ) ওঁ সোমো দদদ্ গন্ধর্ব্বায়, গন্ধর্ব্বো দদদগ্নয়ে।
রয়িংশ্চ পুত্রাংশ্চাদা-দগ্নির্মহ্যমথো ইমাম্ ॥
[ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।৪১, পারস্কর—১।৪।১৬ ]

( ৪ ) ওঁ সা নঃ পূষা শিবতমা মেরয়
সা ন উরূ উশতী বিহর।
যস্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেপং
যস্যামু কামা বহবো নিবিষ্ট্যৈ ॥ [ পারস্কর—১।৪।১৬ ]

অনুবাদ—(১) ( হে বধু ) ( তুমি ) অঘোরচক্ষুঃ ( প্রশান্তদৃষ্টি ) অপতিঘ্নী ( পতির অহিংসিকা ) এধি ( হও ), ( তুমি ) পশুভ্যঃ ( পশু-দিগের প্রতি ) শিবা ( হিতকারিণী ) ( হও ), ( তুমি ) সুমনাঃ ( প্রফুল্লচিত্তা )

( হও ), ( তুমি ) সুবর্চ্চাঃ ( তেজস্বিনী ) ( হও )। ( তুমি ) বীরসূঃ ( পুত্রপ্রসবিনী ) ( হও )। ( তুমি ) দেবকামা ( দেবতাদিগের প্রসাদাভিলাষিণী ) ( হও ), ( তুমি ) ( আমার ) স্যোনা ( সুখকরী ) ( হও ) ( এবং তুমি ) নঃ ( আমাদের ) দ্বিপদে ( পরিজনবর্গের প্রতি ) শং ( কল্যাণকরী ) ভব ( হও ) ( এবং ) ( তুমি ) ( আমাদের ) চতুষ্পদে ( গবাদি পশুসমূহের প্রতি ) শং ( কল্যাণকরী ) ( হও )।

দ্রষ্টব্য—অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি = অঘোরচক্ষুঃ + অপতিঘ্নী + এধি।

দ্বিপদে, চতুষ্পদে—দ্বিপাদ্ এবং চতুষ্পাদ্ শব্দের চতুর্থীর একবচন। পাণিনি ৬।৪।১৩৯ [ এবং সিদ্ধান্তকৌমুদী ৪১৪ সূত্র দ্রষ্টব্য ]

অনুবাদ—( হে বধু ) সোমঃ ( চন্দ্র ) ( তোমাকে ) প্রথমঃ ( প্রথম হইয়া অর্থাৎ তোমার জন্ম সময়ে ) বিবিদে ( লাভ করিয়াছিলেন, উপভোগ করিয়াছিলেন ), গন্ধর্ব্বঃ ( গন্ধর্ব্ব, বাগ্দেবতা ) উত্তরঃ ( দ্বিতীয় হইয়া ) ( তোমাকে ) বিবিদে ( লাভ করিয়াছিলেন )। তে ( তোমার ) তৃতীয়ঃ ( তৃতীয় ) পতিঃ ( উপভোগকর্ত্তা ) অগ্নিঃ ( অগ্নি ), তে ( তোমার ) তুরীয়ঃ ( চতুর্থ ) ( পতি ) মনুষ্যজাঃ ( মনুষ্যজাতীয় আমি )।

ভাবার্থ—হে বধু, চন্দ্র তোমাকে প্রথম ভোগ করিয়াছেন। তাই তুমি সৌন্দর্য্য পাইয়াছ। তারপর গন্ধর্ব্ব ( বাগ্দেবতা ) তোমাকে ভোগ করিয়াছেন। তাই মিষ্টবাক্য পাইয়াছ। অগ্নি তোমার তৃতীয়পতি। তাই পবিত্রতা পাইয়াছ। মনুষ্য আমি এখন একমাত্র চতুর্থ পতি, যেহেতু সোম তোমাকে গন্ধর্ব্বের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন, তারপর গন্ধর্ব্ব তোমাকে অগ্নির হাতে সমর্পণ করিয়াছেন এবং অগ্নি তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করিতেছেন ( পরবর্ত্তী মন্ত্র দ্রষ্টব্য )।

দ্রষ্টব্য—অগ্নিষ্টে = অগ্নিঃ + তে। মনুষ্যজাঃ—পুংলিঙ্গ আকারান্ত 'মনুষ্যজা' শব্দ প্রথমার একবচন [ পাণিনি ৩।২।৬৭ এবং ৬।৪।৪১ ]।

অনুবাদ—(৩) সোমঃ ( চন্দ্র ) ( ইহাকে ) গন্ধর্ব্বায় ( বাগ্দেবতা গন্ধর্ব্বের হাতে, দদৎ ( অর্পণ করিয়াছেন ), গন্ধর্ব্বঃ ( গন্ধর্ব্ব ) ( ইহাকে ) অগ্নয়ে ( অগ্নির হাতে ) দদৎ ( অর্পণ করিয়াছেন। ( এখন ) অগ্নিঃ (অগ্নি) রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চ ( ধন ও ইহার ভাবিপুত্রদিগকে ) অথো ( অনন্তর, এবং ) ইমাং ( ইহাকে ) মহ্যম্ ( আমার হাতে ) অদাৎ ( অর্পণ করুন )।

দ্রষ্টব্য—দদৎ—দা ধাতু লেট্ তিপ্। পক্ষে দদাৎ। 'দদ্' ধাতু লঙ্ প্রথম পুরুষের একবচনও বলা যায়। ব্যত্যয়ে পরস্মৈপদ। অট্-আগম নিষেধ অথবা সন্ধিতে অদৃশ্য হইয়াছে। সাধারণতঃ প্রার্থনার্থে লেট্ হইলেও এখানে লেট্ করিলে লুঙ্ বা লঙের অর্থে লেট্ বুঝিতে হইবে। অদাৎ = দদাতু, লোটের অর্থে লুঙ্।

অনুবাদ—(৪) সা ( সেই ) নঃ ( আমাদের ) পূষা ( বংশবৃদ্ধিকারিণী) শিবতমা ( অত্যন্তকল্যাণময়ী ) ( তুমি ) ( আমাদিগকে ) মা ঈরয় ( ত্যাগ ( করিও না )। সা ( সেই ) ( তুমি ) ( রতি ) উশতী ( ইচ্ছা করিয়া ) নঃ ( আমাদের জন্য ) ( তোমার ) ঊরূ ( ঊরূদ্বয় ) বিহর ( প্রসারিত কর )। ( রতিসুখ ) উশন্তঃ ( ইচ্ছা করিয়া ) যস্যাং ( যে তোমাতে ) ( আমাদের শেপং ( জননেন্দ্রিয় ) প্রহরাম ( প্রক্ষেপ করিতে চাই, উ ( হে বধু ) যস্যাং ( যে তোমাতে, নিবিষ্টৈ্য ( নিবেশের নিমিত্ত, পুত্ররূপে গর্ভে প্রবেশের নিমিত্ত ) বহবঃ ( অত্যন্ত ) কামাঃ ( ইচ্ছা ) ( জন্মিয়াছে )।

দ্রষ্টব্য—ঋগ্বেদে এই চতুর্থ মন্ত্রটি নাই কিন্তু ইহার অনুরূপ ভাবপ্রকাশক একটি মন্ত্র আছে। তাহা এই—

ওঁ তাং পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাং বীজং মনুষ্যা বপন্তি।
যা ন ঊরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেপম্॥

[ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।৩৭ ]

# বিবাহ-হোম

নিষ্ক্রমণের পর হোম। প্রত্যেক হোমের তিনটি ভাগ থাকে—কুশণ্ডিকা, প্রকৃত কর্ম্ম এবং উদীচ্য কর্ম্ম। সকল হোমেই কুশণ্ডিকা ও উদীচ্য কর্ম্ম একরূপ। কার্য্যভেদে প্রকৃত কর্ম্মের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। বিবাহের হোমকে সাধারণতঃ কুশণ্ডিকা বলা হয়, যদিও হোমের প্রথম ভাগের নামই প্রকৃত প্রস্তাবে কুশণ্ডিকা।

প্রকৃতপ্রস্তাবে বিবাহ-প্রসঙ্গে বরকে দুইটি হোম করিতে হয়। প্রথমটির নাম বিবাহ-হোম। দ্বিতীয়টির নাম চতুর্থী-হোম। চতুর্থীহোম বর বিবাহের পর নিজের বাড়ীতে যাইয়া বিবাহরাত্রি হইতে চতুর্থ রাত্রিতে করিতেন। এখন বিবাহ-হোমের পরই এই হোম করা হয়। এইজন্য কার্য্যত এখন একটি হোমই হয়। মোট হোমটিকে ( চতুর্থীহোমসহ ) বিবাহ-হোম বলিব। এইজন্য দুইজন ব্রহ্মার পরিবর্ত্তে ১জন ব্রহ্মা, দুইজন তন্ত্রধারকের পরিবর্ত্তে একজন তন্ত্রধারক এবং দুইটি পূর্ণপাত্রের পরিবর্ত্তে একটি পূর্ণপাত্র আবশ্যক হইবে। বর নিজেই হোতা। চতুর্থীহোমে চরুপাকের নিয়ম ছিল এবং চরু দ্বারা 'ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে' ও 'ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে'—এই দুইটি আহুতি দিতে হইত। হোম মোটে একটি হইলেও কোনও কোনও আহুতি দুই প্রসঙ্গ বলিয়া দুই বার দিতে হয়। যথা—স্বিষ্টকৃদ্ধোম দুইবার করিতে

হয়। রীতিমত হোম করিতে হইলে একজন ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মপদে এবং আর একজন ব্রাহ্মণকে তন্ত্রধারকের পদে বরণ করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা ভ্রম ত্রুটি ঘটিল কিনা তাহা দেখিবেন। তন্ত্রধারক হোতৃ-বরকে কাজ দেখাইয়া দিবেন। কিন্তু তুই জন ব্রাহ্মণকে কেহই বরণ করেন না। একজন ব্রাহ্মণকে মাত্র বরণ করা হয়। কেহ তাঁহাকে ব্রহ্মা করেন। কেহ তাঁহাকে তন্ত্রধারক করেন। যখন ঐ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হন, তখন ও তিনি তন্ত্রধারক না হইলেও তাঁহাকেই তাঁহার কাজ করিতে হয়। সাধারণতঃ নারায়ণকেই ব্রহ্ম-রূপে কল্পনা করা হয়। যাহাহউক এই সময়েই একজন ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মপদে অথবা তন্ত্রধারকপদে বরণ করিয়া নিতে হইবে। বরণের প্রণালী ঃ—

বর—ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্।

ব্রাহ্মণ—ওঁ সাধ্বহমাসে।

বর—ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।

ব্রাহ্মণ—ওঁ অর্চ্চয়।

বর—এতানি গন্ধপুষ্পযজ্ঞোপবীতবাসাংসি ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ।

ব্রাহ্মণ—ওঁ স্বস্তি।

বর—( বরণ বাক্য ) বিষ্ণুরোঁতৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-শর্ম্মা মৎকর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বিবাহকর্ম্মাঙ্গ-হোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় ( তন্ত্রধারককর্ম্মকরণায় ) অমুকগোত্রম্ অমুকশর্ম্মাণং ব্রাহ্মণ-মেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।

ব্রাহ্মণ—ওঁ বৃতোঽস্মি।

বর—ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম ( তন্ত্রধারককর্ম্ম ) কুরু।

ব্রাহ্মণ—ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।

ব্রহ্মপক্ষে আরও খুটিনাটি কয়েকটি কাজ আছে। বাহুল্য-ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। নারায়ণকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করিলে তাহা আবশ্যক হয় না। বরের বরণকার্য্য এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

সমস্ত কার্য্যটির নাম বিবাহ-হোম হইলেও ইহাতে হোমব্যতীত সপ্তপদীগমন প্রভৃতি অন্য কাজও আছে।

হোমের প্রয়োজনীয় দ্রব্য—

(১) যজ্ঞ বরণের জন্য সাদাধুতি ১, চাদর ১, পৈতা ১ ;

(২) বালু ;

(৩) সমিধের জন্য প্রাদেশপ্রমাণ যজ্ঞডুমুরের পল্লব—৩ ;

(৪) যজ্ঞকাষ্ঠ ;

(৫) বিশুদ্ধগব্যঘৃত অন্ততঃ /।৵ ;

(৬) খৈ ;

(৭) কুলা—১ ;

(৮) অগ্নিস্থাপনের জন্য কাংস্যপাত্র অথবা তাম্রপাত্র অথবা নূতন মেটে সরা—১ ;

(৯) আজ্যস্থালীর জন্য—তাম্রকুণ্ড—১ ;

(১০) প্রোক্ষণীপাত্রের জন্য কোশা—১ ;

(১১) স্রুবের জন্য কুশী—১ ;

(১২) পূজার জন্য কোশাকুশী—১ সেট ;

(১৩) সংস্রবপাত্র ( প্রোক্ষণীপাত্রদ্বারাই এই কাজ চলিতে-পারে ) ;

(১৪) প্রণীতাপাত্রের জন্য ছোট তাম্রকুণ্ড—১ ;

(১৫) পবিত্রের জন্য সাগ্রকুশ—২ ;

(১৬) সম্মার্জ্জনকুশ—৬ ;

(১৭) উপযমনকুশ ( হোতৃ-বরের বামহস্তে বাঁধিবার জন্য )—১৩ ;

(১৮) অতিরিক্ত কুশ—কয়েকগাছি ;

(১৯) শিলনোড়া—১ সেট ;

(২০) সপ্তপদীগমনের মণ্ডলসমূহ আঁকার জন্য পিঁটুলি ;

(২১) হোমের সময় বর ও কন্যার বসিবার জন্য নূতন পাটি—১ ;

এবং (২২) পূর্ণপাত্র—১ ;

চতুর্থীহোমের জন্য চরুপাক করা হইবে না বলিয়া কুলা, উদূখল, মুসল, স্রুক্, মেক্ষণ, কাচা দুগ্ধ, চরুপাকের জন্য আতপ চাউল প্রভৃতির প্রয়োজন হইবে না।

ইহার পর—( ১ ) পবিত্রনির্ম্মাণ,

( ২ ) প্রণীতাপাত্রস্থাপন ;

( ৩ ) প্রোক্ষণীপাত্রের প্রথমবার সংস্কার ;

( ৪ ) আজ্যসংস্কার ;

( ৫ ) স্রুবসংস্কার ;

( ৬ ) বরকর্ত্তৃক বামহস্তে উপযমনকুশধারণ।

পবিত্র-নির্ম্মাণ—পবিত্রনির্ম্মাণের জন্য যে সাগ্র কুশ দুইটি রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে লইয়া—ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ—বলিয়া অগ্রভাগ হইতে প্রাদেশ প্রমাণ রাখিয়া অবশিষ্টাংশ কোশার কানা দিয়া বর ছেদন করিবেন। তারপর এক গাছি সরু কুশ দ্বারা ঐ কুশ দুইটি তিনি বাঁধিয়া দিবেন। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ—বলিয়া উহাতে তিনি জল প্রোক্ষণ করিবেন।

মন্ত্র দুইটির অনুবাদ—হে পবিত্রদ্বয়, বিষ্ণু তোমাদের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা। তোমরা বিষ্ণুর মনন দ্বারা পবিত্র হও। দ্রষ্টব্য—প্রণীতাপাত্রস্থাপন, প্রোক্ষণী পাত্রের সংস্কার এবং স্রুবসংস্কারের প্রণালী বাহুল্যভয়ে এখানে লিখিত হইল না। বৃত্ত ব্রাহ্মণ বরকে এই সব কাজ দেখাইয়া দিবেন।

আজ্যসংস্কার—যোজক নামক অগ্নি স্থাপন ও তাঁহার পূজা সম্প্রদানের পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। আজ্যস্থালীটি আগুণে ধর যে পর্য্যন্ত ঘৃত না গলে। তারপর একখানা জ্বলন্ত কাষ্ঠ স্থণ্ডিল হইতে লইয়া আজ্যস্থালীর মধ্যে প্রদক্ষিণ ক্রমে ঘুরাও। তারপর ঐ কাষ্ঠটিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ কর। ইহার নাম **পর্য্যগ্নিকরণ**। তারপর পবিত্র দুই গাছিকে বাঁ হাতের অনামিকাও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অগ্রে এবং দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মূলে চিৎহাতে ধরিয়া—

**ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা—[ মা-বা-সং-১।৩১, কা-বা-সং-১।১০।৪ ]**

এই মন্ত্রে পবিত্রদ্বয়ের মধ্যভাগ দ্বারা—কিঞ্চিৎ আজ্য (এখন পর্য্যন্ত ঘৃত) তুলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ কর। পর্য্যগ্নি-

করণ দ্বারা ঘৃতের প্রথমপ্রকারের সংস্কার সাধিত হইয়াছে। এখন পবিত্র ও মন্ত্রদ্বারা ঘৃতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের সংস্কার সাধিত হইল। বিনামন্ত্রে ঐ ভাবে আর ও দুইবার ঘৃত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।

মন্ত্রদুইটির অনুবাদ—( হে ঘৃত ), সবিতুঃ ( সবিতৃদেবের ) প্রসবে ( আদেশানুসারে ) অচ্ছিদ্রেণ ( নিখুঁত ) পবিত্রেণ ( পবিত্রদ্বারা ) ( এবং ) সূর্য্যস্য ( সূর্য্যের ) রশ্মিভিঃ ( রশ্মিদ্বারা ) ত্বা ( তোমাকে ) উৎপুনামি ( উৎকৃষ্টরূপে শোধন করিতেছি )।

দ্রষ্টব্য—বাজারে প্রচলিত পদ্ধতিসমূহে মন্ত্রের 'সূর্য্যস্য' শব্দের পূর্ব্বে একটি অতিরিক্ত 'বসোঃ' শব্দ দেখা যায়। মূলবেদে তাহা নাই। সুতরাং এখানে এই শব্দটি আমরা গ্রহণ করি নাই।

তারপর আজ্যস্থালীস্থিত ঘৃতের দিকে অবলোকন কর এবং অপদ্রব্য থাকিলে তাহা কুশ দ্বারা নিরসন কর। ইহাতে চতুর্থ প্রকারের সংস্কার সাধিত হইল। এখন ঘৃত আজ্যে পরিণত হইয়াছে।

তারপর বর উপযমন কুশগুলি বাঁ হাতে ধারণ করিবেন। হোমসমাপ্তি পর্য্যন্ত ধারণ করার কথা। তারপর বর দাড়াইয়া সমিৎ ত্রয় আজ্যদ্বারা সিক্ত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন।

তারপর **অগ্নিপর্য্যুক্ষণ**—ডান হাতের গণ্ডূষে করিয়া প্রোক্ষণীপাত্র হইতে পবিত্রসহিত কিঞ্চিৎ জল লইয়া অগ্নির চারিদিকে কিন্তু অগ্নির বাহিরে ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে সেচন করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য—হোমসম্বন্ধে জ্ঞাতব্যবিষয়—(১) যজুর্ব্বেদী সর্ব্বত্রই দেবতোদ্দেশ করিবেন, অর্থাৎ যে দেবতার হোম করিবেন, হোমান্তে ‘ইদম্’ এর পর সেই দেবতার চতুর্থ্যন্ত নাম বলিবেন। যথা—ইদং প্রজাপতয়ে, ইদমগ্নয়ে, ইদং সোমায়, ইদমম্বিকায়ৈ ইত্যাদি। ‘ইদম্’ এর পূর্ব্বে ‘ওঁ’ বলিতে হইবে না। (২) যজুর্ব্বেদীয় সকল হোমেই এই চৌদ্দটি আহুতি বাধ্যতামূলক ঃ—(ক) অঘোরহোম, আহুতি—২, (খ) আজ্যভাগহোম, আহুতি—২, (গ) মহাব্যাহৃতিহোম, আহুতি—৩, (ঘ) প্রায়শ্চিত্তহোম, আহুতি—৫, (ঙ) প্রাজাপত্যহোম, আহুতি—১, এবং (চ) স্বিষ্টকৃদ্ধোম (স্বিষ্টকৃৎ-হোম), আহুতি—১। বাধ্যতামূলক প্রাজাপাত্যহোম ব্যতীত, সময়ে ২ অতিরিক্ত প্রাজাপত্যও আছে। আঘারভাগের মধ্যেও আবার প্রাজাপত্যহোম আছে। (৩) আঘারহোমও আজ্যভাগহোম কুশণ্ডিকার অন্তর্গত। বাকীগুলি উদীচ্যকর্ম্মের অন্তর্গত। (৪) এই চৌদ্দটি আহুতি দেওয়ার সময় ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্তের সহিত হোতার দক্ষিণহস্ত সংলগ্ন থাকা চাই। কুশময়াদি ব্রহ্মপক্ষে হোতা নিজেই বামহস্তদ্বারা নিজের দক্ষিণহস্ত স্পর্শ করিবেন অর্থাৎ অন্বারব্ধ দক্ষিণহস্তে আহুতিদিবেন। এরূপ স্পর্শকে অন্বারম্ভ বলে এবং দক্ষিণহস্তকে এই অবস্থায় অন্বারব্ধ দক্ষিণহস্ত বলে। অন্বারব্ধ=স্পৃষ্ট। অন্বারম্ভ=স্পর্শ। (৫) আহুতিদানের বাক্যটিকে কেবল মনে মনে স্মরণ করিতে হইবে, মুখে বলিতে হইবে না। (৬) সর্ব্বত্রই বাক্য বা মন্ত্র পাঠের পর কিন্তু দেবতোদ্দেশের পূর্ব্বে আহুতি দিতে হয়। (৭) সর্ব্ববেদীই আজ্যাহুতির শেষ (অন্যকোনও আহুতির শেষ নহে) অর্থাৎ আহুতিদানের (যজুর্ব্বেদিপক্ষে —এবং দেবতোদ্দেশের) পর কুশীতে (হাতাতে) যে ঘৃত (আজ্য) লাগিয়া থাকিবে তাহা সংস্রবপাত্রে রাখিবেন। সংস্রব=আজ্যাহুতির অবশিষ্ট ভাগ। সংস্রবের কিছু অংশ যজমানকে খাইতে হয়। (৮) দেবতোদ্দেশ অগ্নির উপরেই আহুতিদানের অব্যবহিত পরে

করিতে হয়। সংস্রবপাত্রের উপর দেবতোদ্দেশ করিলে ভুল হইবে। (৯) সংস্রব রাখিবার কোনও বাক্য বা মন্ত্র নাই। (১০) সকল হোমেই সাধারণতঃ কুশণ্ডিকা ও উদীচ্যকর্ম্ম প্রায় একরূপ। ভিন্ন ভিন্ন হোমে প্রকৃতকর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপ। হোমের সময় বর ও বধূর বসিবার স্থান— বধূ বরের ডান দিকে বসিবে। যথা—(১) তস্য (বরস্য) দক্ষিণতো বধূঃ —(হরিহর); (২) বধূশ্চ তত্রৈব দক্ষিণে উপবিশতি—(পশুপতি) এবং (৩) ততঃ কটস্য পূর্ব্বান্তে বধূর্দক্ষিণত উপবিশতি, জামাতাচ বধ্বা উত্তরত ঃ —(ভবদেব)।

## আঘার হোম।

১। **'ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা'**—এই বাক্যটি মনে মনে বলিয়া, অগ্নির বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণের মধ্যদিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ঘৃতধারা (আজ্যধারা) দেও। তারপর **ইদং প্রজাপতয়ে**—বলিয়া আহুতিদানের অব্যবহিত-পরে অগ্নির উপরেই দেবতোদ্দেশ কর। তারপর সংস্রব সংস্রব পাত্রে অর্থাৎ প্রোক্ষণীপাত্রে রাখ। সর্ব্বত্রই এই ভাবে আজ্য-হোমে সংস্রব রাখিতে হইবে।

বাক্য দুইটির অনুবাদ—(১) (এই আহুতি) প্রজাপতিকে অর্পণ করিলাম। (২) ইহা প্রজাপতির উদ্দেশে (অর্পিত হইল)।

দ্রষ্টব্য—'প্রজাপতয়ে স্বাহা' এবং 'ইদং প্রজাপতয়ে'—এই দুইটি প্রকৃত প্রস্তাবে মন্ত্র নহে, বাক্যমাত্র। এইরূপ সর্ব্বত্র অনুরূপ স্থলে বুঝিয়া নিতে হইবে।

২। তারপর **'ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা'**—এই বাক্যটি মনে মনে বলিয়া, অগ্নির নৈঋর্তকোণ হইতে অগ্নিকোণের ভিতর দিয়া

ঘৃতধারা দেও। তারপর—**ইদমিন্দ্রায়** বলিয়া দেবতোদ্দেশ কর। সংস্রব রাখ।

অনুবাদ—( এই আহুতি ) ইন্দ্রকে অর্পণ করিলাম ইহা ইন্দ্রের উদ্দেশে ( অর্পিত হইল )।

হোমের এই অংশের নাম **আঘার-হোম**।

আজ্যভাগহোম।

১। **'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা'**—এই বাক্যটি মনে মনে বলিয়া অগ্নির মধ্যে উত্তরদিকে পশ্চিমান্ত হইতে পূর্ব্বান্ত পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দেও। তারপর **ইদমগ্নয়ে**—বলিয়া দেবতো-দ্দেশ কর। সংস্রব রাখ।

অনুবাদ—( এই আহুতি ) অগ্নিকে অর্পণ করিলাম। ইহা অগ্নির উদ্দেশে ( অর্পিত হইল ) উদ্দেশে—উদ্দেশ্যে।

২। তারপর **'ওঁ সোমায় স্বাহা'**—এই বাক্যটি মনে মনে বলিয়া অগ্নির মধ্যে অগ্নির দক্ষিণদিকে পশ্চিমান্ত হইতে পূর্ব্বান্ত পর্য্যন্ত পূর্ব্বাগ্র অবিচ্ছিন্ন ঘৃত ধারা দেও। তারপর **ইদং সোমায়**—বলিয়া দেবতোদ্দেশ কর। সংস্রব রাখ।

অনুবাদ—( এই আহুতি ) সোমকে অর্পণ করিলাম। ইহা সোমের উদ্দেশে ( অর্পিত হইল )।

হোমের এই অংশের নাম **আজ্যভাগহোম**।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থণ্ডিলনির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া, হোমবিষয়ে এপর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার নাম কুশণ্ডিকা। বিবাহেও এই অংশকেই কুশণ্ডিকা বলা উচিত কিন্তু সাধারণ লোকে সমগ্র হোমকেই কুশণ্ডিকা বলে।

## ইহার পরে

## মহাব্যাহৃতি হোম

১। আজ্যস্থালী হইতে এককুশী আজ্য লইয়া—'ওঁ ভূঃ স্বাহা'—এই বাক্যটি মনে মনে উচ্চারণ করিয়া আহুতি দেও। তৎপরে—'ইদমগ্নয়ে' বলিয়া দেবতোদ্দেশ কর। সংস্রব রাখ।

দ্রষ্টব্য—'ভূঃ' এই পদটি অব্যয়, চতুর্থীর একবচন, স্বাহা যোগে চতুর্থী হইয়াছে। কেহ কেহ 'ইদমগ্নয়ে' স্থলে 'ইদং ভূঃ' পাঠ ইচ্ছা করেন। তাহা হইলেও ভূঃ = অগ্নয়ে, কারণ ভূঃ-লোকের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা অগ্নি।

অনুবাদ—ভূঃ (ভূলোককে, ভূঃ-লোকের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাকে (এই আহুতি) স্বাহা (অর্পণ করিলাম)। ইদং (ইহা) অগ্নয়ে (ভূঃ-লোকের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা অগ্নির উদ্দেশে) (অর্পিত হইল)।

২। ঐ ভাবে দ্বিতীয় এক কুশী আজ্য লইয়া—'ওঁ ভুবঃ স্বাহা'—এই বাক্যটি মনে মনে উচ্চারণ করিয়া আহুতি দেও। তৎপর 'ইদং বায়বে' বলিয়া দেবতোদ্দেশ কর। সংস্রব রাখ।

দ্রষ্টব্য—কেহ কেহ 'ইদং বায়বে' স্থলে 'ইদং ভুবঃ' পাঠ ইচ্ছা করেন। তাহা হইলেও ভুবঃ = বায়বে। কারণ ভুবঃ-লোকের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা বায়ু।

অনুবাদ—ভুবঃ-লোককে (অথবা ভুবঃ-লোকের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাকে) এই আহুতি অর্পণ করিলাম। ইহা ভুবঃ-লোকের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা বায়ুর উদ্দেশে অর্পিত হইল।

৩। ঐ ভাবে তৃতীয় এক কুশী আজ্য লইয়া—'ওঁ স্বঃ স্বাহা'—এই বাক্যটি মনে মনে উচ্চারণ করিয়া আহুতি দেও তৎপরে—'ইদং সূর্য্যায়' বলিয়া দেবতোদ্দেশ কর।

দ্রষ্টব্য—'স্বঃ' পদটি অব্যয়, স্বাহাযোগে চতুর্থী। কেহ কেহ 'ইদং সূর্য্যায়'—স্থলে 'ইদং স্বঃ'—পাঠ ইচ্ছা করেন। তাহা হইলেও স্বঃ = স্বঃ-লোকেরঅধিষ্ঠাত্রীদেবতা সূর্য্য।

অনুবাদ—এই আহুতি স্বঃ-লোককে ( অথবা স্বঃ-লোকের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা সূর্য্যকে ) অর্পণ করিলাম। ইহা স্বঃ-লোকের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা সূর্য্যের উদ্দেশে অর্পিত হইল।

দ্রষ্টব্য—কেহ কেহ মহাব্যাহৃতিহোমে পূর্ব্বোক্ত তিনটি আজ্যাহুতির পরে 'ও ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা, ইদমগ্নিবায়ুসূর্য্যেভ্যঃ' ( অথবা ইদং ভূর্ভুবঃ স্বঃ ) এইরূপ আর একটি আহুতিদানের কথা বলেন কিন্তু তদ্বিষয়ক মূলগ্রন্থ পারস্করের গৃহ্যসূত্রে এইরূপ উপদেশ নাই। সুতরাং এইরূপ উপদেশ অগ্রাহ্য।

হোমের এই অংশের নাম **মহাব্যাহৃতি-হোম**।

তারপব প্রায়শ্চিত্ত-হোম ( সকল্প ব্যতীত )।

১। ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্,
দেবস্য হেলো অব যাসিসীষ্ঠাঃ।
যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো,
বিশ্বা দ্বেষাগুঁসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ—স্বাহা॥

[ মাং-বাং-মং-২১।৩, কা-বা-মং-২৩।৩ ]

**এই মন্ত্রটি মনে মনে উচ্চারণ করিয়া আজ্যাহুতি দেও। তৎপরে 'ইদমগ্নী-বরুণাভ্যাম্' বলিয়া দেবতোদ্দেশ কর। সংস্রব রাখ।**

২। ওঁ স ত্বন্নো অগ্নেঽবমো ভবোতী,
নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যষ্টৌ।

অব যক্ষ্ নো বরুণগুঁ রুরাণো,

বীহি মৃলীকগুঁ সুহবো ন এধি—স্বাহা ॥

[ মা-বা-সং-২১।৪, কা-বা-সং-২৩।৪ ]

এই মন্ত্রটি মনে মনে উচ্চারণ করিয়া আজ্যাহুতি দেও তৎপরে 'ইদমগ্নী-বরুণাভ্যাম্' বলিয়া দেবতোদ্দেশ কর। সংস্রব রাখ।

৩। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ,

সত্যমিত্ত্বময়া অসি। অয়া নো যজ্ঞং বহা,-স্যয়া

নো ধেহি ভেষজগুঁ—স্বাহা ॥

[ কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র—২৫।১১ ]

এই মন্ত্রটি মনে মনে উচ্চারণ করিয়া আজ্যাহুতি দেও। তৎপরে 'ইদমগ্নয়ে' বলিয়া দেবতোদ্দেশ কর। সংস্রব রাখ।

৪। ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং, যজ্ঞিয়াঃ পাশা

বিততা মহান্তঃ। তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণু,-বিশ্বে

মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ—স্বাহা ॥

[ কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র—২৫।১১ ]

—এই মন্ত্রটি মনে মনে উচ্চারণ করিয়া, আজ্যাহুতি দেও।

তারপর ইদং বরুণায়, সবিত্রে, বিষ্ণবে, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো

মরুদ্ভ্যঃ, স্বর্কেভ্যঃ—বলিয়া দেবতোদ্দেশ কর।

সংস্রব রাখ।

৫। ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্ম,-দবাধমং

বি মধ্যমগুঁ শ্রথায়।

অথা বয়মাদিত্য ব্রতে, তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম—স্বাহা ॥

[ মা-বা-সং-১২।১২, কা-বা-সং-১৩।১।১৩ ]

—এই মন্ত্রটি মনে মনে উচ্চারণ করিয়া, আজ্যাহুতি দেও। তারপর

'ইদং বরুণায়' বলিয়া দেবতোদ্দেশ কর। সংস্রব রাখ।

অনুবাদ (১) (হে) অগ্নে (অগ্নে) ত্বং (আপনি) বিদ্বান্ (সর্ব্বজ্ঞ), (আপনি) যজিষ্ঠঃ (যজ্ঞকারীদিগের মধ্যে অথবা পূজকদিগের মধ্যে সব চেয়ে বড়), (আপনি) (হবির) বহ্নিতমঃ (খুব ভাল বাহক) (আপনি) শোশুচানঃ (দীপ্যমান), (আপনি) নঃ (আমাদের প্রতি) বরুণস্য (বরুণের) হেলঃ (ক্রোধ, অনাদর) অবযাসিসীষ্ঠাঃ (নষ্ট করুন) (এবং) অস্মৎ (আমাদের নিকট হইতে) বিশ্বা (সকল) দ্বেষাংসি (দুর্ভাগ্য, পাপ) প্রমুমুগ্ধি (দূর করুন) স্বাহা। (এই প্রার্থনা করিয়া আহুতি অর্পণ করিলাম)। ইদম্ (ইহা) অগ্নীবরুণাভ্যাম্ (অগ্নি এবং বরুণের উদ্দেশে) (অর্পিত হইল)।

দ্রষ্টব্য—মাধ্যন্দিনশাখীরা 'হেলো' স্থানে 'হেড়ো' পড়িবেন। মন্ত্রটি শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বলিয়া দ্বেষাগুঁসি=দ্বেখাগুঁসি। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে শুক্লযজুর্ব্বেদে 'ষ্'-এর উচ্চারণ 'খ্'-এর ন্যায়।

অনুবাদ—(২) (হে) অগ্নে (অগ্নে) ত্বং (আপনি) নঃ (আমাদের) অবমঃ (রক্ষক), (আপনি) ঊতী (রক্ষাদ্বারা) অস্যাঃ (এই) উষসঃ (উষার) ব্যুষ্টৌ (সমাপ্তিতে, অন্তে) (আমাদের) নেদিষ্ঠঃ (অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী) ভব (হউন), (হবি) ররাণঃ (দানকরিয়া অর্থাৎ আমাদের দত্ত হবি বরুণের কাছে পহুছাইয়া দিয়া) নঃ (আমাদের অর্থাৎ আমাদের হইয়া) বরুণং (বরুণ দেবকে) অবযক্ষ (পূজা করুন) (এবং নিজেও) নঃ (আমাদের কাছে) সুহবঃ (সুন্দর ভাবে আহূত হইয়া) এধি (হউন অর্থাৎ আসুন) (ও) মৃলীকং (সুখকর) (হবি) বীহি (ভক্ষণ করুন)।

স্বাহা ( এই প্রার্থনা করিয়া আহুতি অর্পণ করিলাম )। ইদম্ ( ইহা ) অগ্নীবরুণাভ্যাম্ ( অগ্নিও বরুণের উদ্দেশ্যে অর্পিত হইল )।

দ্রষ্টব্য। যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র বলিয়া উষসো=উখসো। মাধ্যন্দিন-শাখীরা 'মৃলীকগুঁ' স্থানে 'মৃড়ীকগুঁ' পড়িবেন। সিদ্ধান্তকৌমুদীর ঔণাদিক প্রকরণে 'কুৎসিত' অর্থে 'অবম' শব্দ পাওয়া যায়।

অনুবাদ—( ৩ ) ( হে ) অগ্নে ( আপনি ) অয়াঃ ( সর্ব্বগত ) চ ( এবং ) অনভিশস্তিপাঃ ( যে আপনার কাছে রক্ষা অর্থাৎ আশ্রয় প্রার্থনা করেনা তাহারও রক্ষক ) অসি ( হন ), সত্যম্ ( সত্য ) ইৎ ( ই ) ত্বম্ ( আপনি ) অয়াঃ ( সর্ব্বগত ) অসি ( হন )। ( ঈদৃশ ) অয়াঃ ( সর্ব্বগত ) ( আপনি ) নঃ ( আমাদের ) যজ্ঞং ( যজ্ঞে ) ( বহু সিদ্ধি ) বহাসি ( আনয়ন করুন ), অয়াঃ ( সর্ব্বজ্ঞ ) ( আপনি ) নঃ ( আমাদের ) ভেষজং ( আরোগ্য ) ধেহি ( সম্পাদন করুন )। স্বাহা ( এই প্রার্থনা করিয়া আহুতি অর্পণ করিলাম )। ইদম্ ( ইহা ) অগ্নয়ে ( অগ্নির উদ্দেশ্যে ) ( অর্পিত হইল )।

দ্রষ্টব্য—ভেষজম্=ভেখজম্।

অনুবাদ—( ৪ ) ( হে ) বরুণ (বরুণ), তে ( আপনার ) যে ( যে ) শতং ( শত ) সহস্রং ( সহস্র ) মহান্তঃ ( বড় বড় ) যজ্ঞিয়াঃ ( যজ্ঞসম্বন্ধীয় অর্থাৎ যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ ) পাশাঃ ( বন্ধনরজ্জু অর্থাৎ বিঘ্ন জন্মাইবার অস্ত্রশস্ত্র ) বিততাঃ ( আপনাকর্ত্তৃক বিস্তৃত রহিয়াছে অর্থাৎ আপনি পাতিয়া রাখিয়াছেন ), তেভিঃ ( সেইসব হইতে ) নঃ (আমাদিগকে) অদ্য ( অদ্য, সম্প্রতি ) সবিতা ( সবিতৃদেব ) উত ( এবং ) বিষ্ণুঃ ( বিষ্ণু ), বিশ্বে ( বিশ্বদেবগণ ) মরুতঃ ( মরুদ্‌গণ ), স্বর্কাঃ ( সুন্দর ভাবে অর্চ্চনীয় আদিত্যগণ ) মুঞ্চন্তু ( মুক্ত করুন )। স্বাহা ( এই প্রার্থনা করিয়া আহুতি অর্পণ করিলাম )। ইদং ( ইহা ) বরুণায় ( বরুণের উদ্দেশ্যে ), সবিত্রে ( সবিতৃদেবের উদ্দেশে ), বিষ্ণবে ( বিষ্ণুর উদ্দেশে ), বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ

( বিশ্বদেবতাগণের উদ্দেশে ), মরুদ্ভ্যঃ ( মরুদগণের উদ্দেশ্যে ), স্বর্কেভ্যঃ ( সুন্দর ভাবে অর্চ্চনীয় আদিত্য গণের উদ্দেশ্যে ) ( অর্পিত হইল )।

অনুবাদ—( ৫ ) ( হে ) বরুণ ( বরুণ ) উত্তমং ( উত্তমাঙ্গ শিরে স্থাপিত ) ( আপনার ) পাশম্ ( পাশ ) অস্মৎ ( আমাদিগহইতে অর্থাৎ আমাদিগের শরীরহইতে ) উৎশ্রথায় ( উর্দ্ধদিকে টানিয়া নিয়া নষ্ট করুন ) অধমং ( অধমাঙ্গ-পাদদেশ স্থাপিত ) ( আপনার ) পাশম্ ( পাশ ) আমাদের শরীর হইতে ) অব ( নীচদিকে টানিয়া নিয়া নষ্ট করুন ), মধ্যমং ( শরীরের মধ্যভাগে স্থাপিত ) ( আপনার ) পাশম্ ( পাশ ) ( আমাদের শরীর হইতে ) বি ( বিশেষ ভাবে নষ্ট করুন )। অথা ( অনন্তর অর্থাৎ পাশত্রয় নাশের পর ) ( হে ) আদিত্য ( অদিতিপুত্র অথবা আদিত্যতুল্য ) ( বরুণ ) বয়ম্ ( আমরা ) অনাগসঃ ( পাপরহিত হইয়া ) তব ( আপনার ) ব্রতে ( কাজে, কাজের ) অদিতয়ে ( অখণ্ডিত ভাবে, ধারাবাহিকভাবে ) ( যোগ্য ) স্যাম ( যেন হই )। স্বাহা ( এই প্রার্থনা করিয়া আহুতি অর্পণ করিলাম )। ইদং ( ইহা ) বরুণায় ( বরুণের উদ্দেশ্যে ) ( অর্পিত হইল )।

দ্রষ্টব্য—বাজারে প্রচলিত পশুপতির পদ্ধতিতে এই সময়ে মহাব্যাহৃতি-হোম এবং প্রায়শ্চিত্ত-হোম করার কথা নাই। কিন্তু পারস্করের গৃহ্যসূত্রে লিখিত আছে যে বিবাহ-হোমের অঙ্গ ( চতুর্থীহোমের নহে ) মহাব্যাহৃতি-হোম এবং প্রায়শ্চিত্ত-হোম উদীচ্যকর্ম্ম হইলেও এই সময়ে প্রকৃতকর্ম্মের রাষ্ট্রভৃদ্ধোম আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে করিয়া নিতে হইবে। যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই দুই অংশ বাদ দিতে পারেন কিন্তু বাদ দেওয়া সঙ্গত হইবে না। পারস্করের গৃহ্যসূত্র ১।৫।৩, ১।৫।৪, ১।৫।৫ এবং ১।৫।৬ দেখ। হরিহর পারস্করকে অনুসরণ করিয়াছেন। পারস্কর এবং হরিহর অগ্নির নাকরণের কথা লেখেন নাই। প্রায়শ্চিত্তহোম, উদীচ্যকর্ম্মের প্রাজাপত্য-হোম এবং স্বিষ্টকৃদ্ধোম সাধারণতঃ বিধুনামক অগ্নিতে করিতে হয়। যতদূর বুঝা যাইতেছে তাহাতে চতুর্থীহোমের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বিবাহ হোমের

সকল প্রকারের সমস্ত আহুতি একমাত্র যোজকনামক অগ্নিতেই দিতে হইবে। পশুপতিরও এই মত। এই প্রায়শ্চিত্ত-হোমে কোনও সকল্পও আবশ্যক হইবে না।

ইহারপর রাষ্ট্রভৃদ্ধোম [ রাষ্ট্রভৃৎ+হোম ]

ইহাতে আজ্যদ্বারা বারটি আহুতি দিতে হয়। অন্বারম্ভ ত্যাগ করিতে হইবে কিন্তু সংস্রবপাত্রে সংস্রব রাখিতে হইবে। আহুতি সমূহ—

১। ওঁ ঋতাষাড়্ ঋতধামাগ্নি-র্গন্ধর্ব্বঃ,
স ন ইদং ব্রহ্মক্ষত্রং
পাতু, তস্মৈ স্বাহা বাট্। ( দেবতোদ্দেশ )—
ইদমৃতাসাহে ঋতধাম্নে ঽগ্নয়ে গন্ধর্ব্বায়।
[ মা-বা-সং-১৮। ৩৮, কা-বা-সং-২০।২।১। ]।

দ্রষ্টব্য—বাজারে প্রচলিত পশুপতির পদ্ধতিতে 'ব্রহ্মক্ষেত্রং' পাঠ আছে। কিন্তু মূলবেদে অর্থাৎ বাজসনেয়িসংহিতাতে 'ব্রহ্মক্ষত্রং' থাকাতে তাহাই গ্রহণ করিলাম। ঋতাষাড়্—ঋত-সহ+ণ্বি। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই সূত্রানুসারে 'ঋত' স্থানে 'ঋতা' হইয়াছে। প্রকৃত শব্দটি ঋতাসাহ্। ইহার প্রথমবার একবচনে 'ঋতাষাড়্' কিন্তু চতুর্থীর একবচনে 'ঋতাসাহে'। বাট্—বহ্+ণ্বি। প্রকৃত শব্দটি বাহ্।

২। ওঁ ঋতাষাড়্ ঋতধামাগ্নি-র্গন্ধর্ব্ব,-
স্তস্যৌষধয়োঽপ্সরসো মুদোনাম, তাভ্যঃ স্বাহা।
( দেবতোদ্দেশ )—ইদমোষধিভ্যো ঽ প্সরোভ্যা মুদ্ভ্যঃ।
[ মা-বা-সং-১৮।৩৮, কা-বা-সং-২০।২।১ ]

৩। ওঁ সগুঁহিতো বিশ্বসামা সূর্য্যো গন্ধর্ব্বঃ,
স ন ইদং ব্রহ্মক্ষত্রং পাতু, তস্মৈ স্বাহা
বাট্। (দেবতাদ্দেশ)—ইদং সগুঁহিতায়
বিশ্বসাম্নে সূর্য্যায় গন্ধর্ব্বায়।
[ মা-বা-সং-১৮।৩৯, কা-বা-সং ২০।১।২ ]

৪। ওঁ সগুঁহিতো বিশ্বসামা সূর্যো গন্ধর্ব্ব,-স্তস্য
মরীচয়োঽপ্সরস আয়ুবো নাম, তাভ্যঃ স্বাহা।
(দেবতোদ্দেশ)—ইদং মরীচিভ্যোঽ
প্সরোভ্য আয়ুভ্যঃ।—
[ মা-বা-সং-১৮।৩৯। কা-বা-সং-২০।২।২ ]

৫। ওঁ সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বঃ, সঃ ন ইদং
ব্রহ্মক্ষত্রং পাতু, তস্মৈ স্বাহা বাট্। (দেবতাদ্দেশ)—
ইদং সুষুম্নে সূর্য্যরশ্ময়ে চন্দ্রমসে গন্ধর্ব্বায়
—[ ম-বা-সং-১৮।৪০, কা-বা-সং-২০।২।৩ ]

৬। ওঁ সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিচন্দ্রমা গন্ধর্ব্ব,-স্তস্য
নক্ষত্রাণ্যপ্সরসো ভেকুরয়ো নাম, তাভ্যঃ স্বাহা।
(দেবতোদ্দেশ)—ইদং নক্ষত্রেভ্যো
ঽপ্সরোভ্যো ভেকুরিভ্যঃ।—
—[ মা-বা-সং ১৮।৪০, কা-বা-সং-২০।২।৩ ]

৭। ওঁ ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্ব্বঃ, স ন
ইদং ব্রহ্মক্ষত্রং পাতু, তস্মৈ স্বাহা বাট্।

( দেবতাদ্দেশ )—ইদমিষিরায় বিশ্বব্যচসে
বাতায় গন্ধর্ব্বায় ।—
[ মা-বা-সং-১৮।৪১, কা-বা-সং-২০।২।৪ ]

৮। ওঁ ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্ব্ব,-
স্তস্যাপো অপ্সরস উর্জ্জো নাম তাভ্যঃস্বাহা।
( দেবতোদ্দেশ )—ইদমদ্ভ্যো ঽ প্সরোভ্য উর্গ্‌ভ্যঃ।
—[ মা-বা-সং-১৮।৪১, কা-বা-সং-২০।২।৪, ]

৯। ওঁ ভুজ্যুঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্ব্বঃ, স ন ইদং
ব্রহ্মক্ষত্রং পাতু, তস্মৈ স্বাহা বাট্‌।
( দেবতোদ্দেশ )—ইদং ভুজ্যবে সুপর্ণায়
যজ্ঞায় গন্ধর্ব্বায় ।—
[ মা-বা-সং-১৮।৪২, কা-বা-সং-২০।২।৫ ]

১০। ওঁ ভুজ্যুঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্ব্ব,-স্তস্য
দক্ষিণা অপ্সরসস্তাবা নাম, তাভ্যঃ স্বাহা।
( দেবতোদ্দেশ )—ইদং দক্ষিণাভ্যোঽপ্সরোভ্যস্তাবাভ্যঃ।
—[ মা-বা-সং-১৮।৪২, কা-বা-সং-২০।২।৫ ]

১১। ওঁ প্রজাপতির্বিশ্বকর্ম্মা মনো গন্ধর্ব্বঃ, স ন ইদং
ব্রহ্মক্ষত্রং পাতু, তস্মৈ স্বাহা বাট্‌।
( দেবতোদ্দেশ )—ইদং প্রজাপতয়ে বিশ্বকর্ম্মণে
মনসে গন্ধর্ব্বায়।
—[ মা-বা-সং-১৮।৪৩, কা-বা-সং-২০।২।৬ ]

১২। ওঁ প্রজাপতির্বিশ্বকর্ম্মা মনো গন্ধর্ব্ব-স্তস্য
ঋক্‌-সামান্যপ্সরস এষ্টয়ো নাম, তাভ্যঃ-

স্বাহা। ( দেবতোদ্দেশ )—ইদং ঋক্-সামভ্যো
হপ্সরোভ্য এষ্টিভ্যঃ।

[ মা-বা-সং-১৮।৪৩, কা-বা-সং-২০।২।৬ ]

অনুবাদ—১। অগ্নিঃ ( অগ্নি ) গন্ধর্ব্বঃ ( গন্ধর্ব্বরূপী ) ( তিনি ) ঋতাষাড়্ ( একমাত্র সত্যেরই সহকারী ), ( তিনি ) ঋতধামা ( সত্যে বাসকারী ) সঃ ( তিনি ) নঃ ( আমাদের ) ইদং ( এই ) ব্রহ্মক্ষত্রং ( জ্ঞান-এবং বীর্য্যকে ) পাতু ( রক্ষা করুন ), তস্মৈ ( তাঁহার উদ্দেশে ) ( এই আহুতি ) স্বাহা ( অর্পণ করিলাম ), ( তিনি ) ( এই আহুতির ) বাট্ ( বাহক অর্থাৎ দেবতাদের আহুতিবাহক ) ( হউন )। ইদম্ ( ইহা ) ঋতাসাহে ( একমাত্র সত্যসহকারী ) ঋতধাম্নে ( সত্যে বাসকারী ) অগ্নয়ে ( গন্ধর্ব্বরূপি-অগ্নির উদ্দেশে ) ( অর্পিত হইল )।

অনুবাদ—২। ঋতাষাড়্ ( সত্যসহকারী ) ঋতধামা ( সত্যে বাসকারী ) অগ্নিঃ ( অগ্নি ) গন্ধর্ব্বঃ ( গন্ধর্ব্বসরূপ ), ওষধয়ঃ ( ব্রীহিপ্রভৃতি ওষধি সমূহ ) তস্য ( তাঁহার ) অপ্সরসঃ ( অপ্সরাসমূহ ) মুদঃ নাম ( ইহাদিগকে মুদ্ নাম দেওয়া যাইতে পারে কারণ ইহারা লোকদিগকে আমোদ দান করে ), তাভ্যঃ ( তাহাদের উদ্দেশ্যে ) স্বাহা ( অর্পণ করিলাম )। ইদমোষধিভ্যঃ অপ্সরোভ্যঃ মুদ্ভ্যঃ ( ইহা অপ্সরাসরূপ আমোদদানকারী ওষধিগণের উদ্দেশে ) ( অর্পিত হইল )।

অনুবাদ—৩। সংহিতঃ—সম্যগ্রূপে যিনি ধারণ করেন দিনও রাত্রিকে। বিশ্বসাম—সকলসামসরূপ।

অনুবাদ—৪। আয়ুবঃ—যাহারা শীঘ্র গমন করে। 'আয়ু' শব্দ প্রথমার বহুবচন। মহীধর বলেন—আ সমন্তাদ্ যুবন্তি মিশ্রীভবন্ত্যায়ুবঃ।

অনুবাদ—৫। সুষুম্ন ঃ—সুন্দর সুখ পাওয়া যায় যাহা হইতে তাদৃশ। সূর্য্যরশ্মিঃ—সূর্য্যের রশ্মির ন্যায় রশ্মিশালী।

অনুবাদ—৬। ভেকুরয়ঃ—ভতে অর্থাৎ রাশিচক্রে শোভাপায় যাহারা অর্থাৎ রাশিচক্রে শোভমান। মহীধরমতে ভা অর্থাৎ দীপ্তি করে যাহারা। 'ভেকুরি' শব্দের বহুবচন।

অনুবাদ—৭।—ইষিরঃ=শীঘ্রগামী। বিশ্বব্যচাঃ—সর্ব্বত্র গমন যাহার বিশ্বব্যাপী।

দ্রষ্টব্য—ইষিরঃ—'ইষগতৌ' দিবাদিঃ। ইষ্যতি গচ্ছতীতি ইষিরঃ। ঔণাদিক কিরচ্ প্রত্যয়ঃ। শীঘ্রগমনঃ। বিশ্বব্যচাঃ—বিশ্বস্মিন্ ব্যচো গমনংযস্যস বিশ্বব্যচাঃ সর্ব্বতোগমনঃ।

অনুবাদ—৮। উর্জ্জঃ—'উর্জ্জ্' শব্দের প্রথমার বহুবচন। উর্জ্জয়ন্তি প্রাণয়ন্তি ইতি উর্জ্জঃ। অনুপ্রাণিত করে যাহারা। 'উর্জ্জ্' শব্দের চতুর্থীয় বহুবচনে 'উগ্ভ্যঃ' হয়।

অনুবাদ—৯। ভুজ্যুঃ—ভুনক্তি পালয়তি ভূতানীতি ভুজ্যুঃ। ভূতগণের পালনকারী। সুপর্ণঃ—শোভনং পর্ণং পতনং স্বর্গগমনং যস্য সঃ। সদ্গতিপ্রাপক।

অনুবাদ—১০। দক্ষিণাঃ—দক্ষিণাসমূহ। 'দক্ষিণা' শব্দের বহুবচন। তাবাঃ—'তাবা' শব্দের বহুবচন। পূরণকারী। উব্বট ও মহীধর মতে অপ্সরসঃ+স্তাবাঃ=অপ্সরসস্তাবাঃ। খর্পরে শরি বা বিসর্গলোপো বক্তব্যঃ। স্তাবাঃ—স্তূয়তে যজ্ঞো যজমানশ্চ যাভিস্তাঃ স্তাবাঃ।

অনুবাদ—১১। প্রজাপতিঃ—প্রজানিয়ামক। বিশ্বকর্ম্মা—বিশ্বং-সর্ব্বং করোতীতি বিশ্বকর্ম্মা। সব করেন যিনি কারণ মনের ব্যাপার দ্বারাই সকলকর্ম্ম করা হয়।

অনুবাদ—১২। এষ্টয়ঃ—আ+ইষ্টয়ঃ। ইচ্ছাসমূহ। 'এষ্টি' শব্দের বহুবচন।

দ্রষ্টব্য—রাষ্ট্রভৃদ্ধোমের আহুতিদানের মন্ত্রগুলি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৃতীয় কাণ্ডের চতুর্থ প্রপাঠকের সপ্তমানুবাকেও আছে। সামান্য এক আধটুকু

পার্থক্য থাকিতে পারে। মন্ত্রগুলি গদ্যময়। প্রজাপতি বা সাধ্যগণ ইহাদের ঋষি। ১ম, ৩য়, ৫ম, ৭ম, ৯ম ও ১১শ মন্ত্রের দেবতা গন্ধর্ব্ব। ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম ও ১২ শ মন্ত্রের দেবতা অপ্সরোগণ। ঋতাষাড়্, ওষধয়ঃ, ওষোধিভ্যঃ, সুষুম্নঃ এবং ইষিরঃ—এই কয়টি শব্দের 'ষ্' এর উচ্চারণ শুক্লযজুর্ব্বেদের নিয়মানুসারে 'খ্'-এর মত।

**জয়াহোম**—ইহার পর বর জয়ানামক হোম করিবেন। ইহাতে তেরটি আজ্যাহুতি দিতে হয়। অন্বারম্ভ ত্যাগ করিতে হইবে। সংস্রব রাখিতে হইবে। আহুতি—

(১) ওঁ চিত্তঞ্চ স্বাহা। ইদং চিত্তায়। (২) ওঁ চিত্তিশ্চ স্বাহা। ইদং চিত্ত্যৈ। (৩) ওঁ আকূতঞ্চ স্বাহা। ইদমাকূতায়। (৪) ওঁ আকূতিশ্চ স্বাহা। ইদমাকূত্যৈ। (৫) ওঁ বিজ্ঞাতঞ্চ স্বাহা। ইদং বিজ্ঞাতায়। (৬) ওঁ বিজ্ঞাতিশ্চ স্বাহা। ইদং বিজ্ঞাত্যৈ। (৭) ওঁ মনশ্চ স্বাহা। ইদং মনসে। (৮) ওঁ শক্করীশ্চ স্বাহা। ইদং শক্করীভ্যঃ। (৯) ওঁ দর্শশ্চ স্বাহা। ইদং দর্শায়। (১০) ওঁ পৌর্ণমাসশ্চ স্বাহা। ইদং পৌর্ণমাসায়। (১১) ওঁ বৃহচ্চ স্বাহা। ইদং বৃহতে। (১২) ওঁ রথন্তরঞ্চ স্বাহা। ইদং রথন্তরায়। (১৩) ওঁ প্রজাপতির্জয়ানিন্দ্রায় বৃষ্ণে, প্রাযচ্ছদুগ্রঃ পৃতনাজয়েষু।

অস্মৈ বিশঃ সমনমন্ত সর্ব্বাঃ, স উগ্রঃ স হি হব্যো বভূব—স্বাহা॥

ইদং প্রজাপতয়ে জয়ানামধিপতয়ে।

অনুবাদ—(১) হইতে (১২)। গৃহ্যসূত্রের ভাষ্যকার জয়রাম বলেন যে প্রথম হইতে দ্বাদশ মন্ত্রের এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে—

প্রজাপতির্যথা ইন্দ্রায় জয়ান্ প্রাযচ্ছৎ তথা চিত্তাদি চ মহ্যমপি

প্রযচ্ছতু অর্থাৎ প্রজাপতি যেরূপ ইন্দ্রকে জয়নামক মন্ত্রগুলি দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি আমাকে চিত্ত প্রভৃতি দান করুন, এই প্রার্থনা করিয়া এই আহুতি অর্পণ করিলাম। ইহা চিত্তের উদ্দেশে অর্পিত হইল ইত্যাদি। জয়রামমতে চিত্ত=জ্ঞানাধারহৃদয়। চিত্তি=চিত্তের চেতনা। আকূত=অভিমত। আকূতি=অভিমান। বিজ্ঞাত=শিল্পাদিজ্ঞান। বিজ্ঞাতি=পরোক্ষজ্ঞান। শক্করী—মনের শক্তি। দর্শ—অমাবস্যা তিথিতে বিহিত একপ্রকার সোমযজ্ঞ। পৌর্ণমাস—পূর্ণিমাতিথিতে বিহিত একপ্রকার সোমযজ্ঞ। বৃহৎ—সামবেদের একটি প্রধান অংশ, (এখানে) এই অংশের চর্চ্চা। রথন্তর—সামবেদের একটি প্রধান অংশ, (এখানে) এই অংশের চর্চ্চা।

অনুবাদ—(১৩) উগ্রঃ (উগ্র) প্রজাপতি) পৃতনাজয়েষু (অসুরসেনা জয়কালে) বৃষ্ণে (বর্ষণকারী) ইন্দ্রায় (ইন্দ্রকে) জয়ান্ (জয়ানামকমন্ত্রসমূহ) প্রাযচ্ছৎ (দিয়াছিলেন), (তাহার ফলে) সর্ব্বাঃ (সকল) বিশঃ (প্রাণী) অস্মৈ (ইহাঁর নিকট অর্থাৎ ইন্দ্রের নিকট) সমনমন্ত (সম্যগ্‌-রূপে নত হইল), হি (নিশ্চয়ই) (তাহাতে) সঃ (তিনি) উগ্রঃ (উগ্র) বভূব (হইলেন), তিনি হব্যঃ (হবি পাওয়ার যোগ্য) (হইলেন)। স্বাহা (এই প্রার্থনা করিয়া আহুতি অর্পণ করিলাম)। ইদং (ইহা) জয়ানাং (জয়নামক মন্ত্রসমূহের) অধিপতয়ে (অধিপতি) প্রজাপতয়ে (প্রজাপতির উদ্দেশে) (অর্পিতহইল)।

দ্রষ্টব্য—মন্ত্রগুলি পারস্কর-গৃহ্যসূত্রের ১।৫।৯ এ আছে। সেখানকার পাঠই গৃহীত হইল কারণ ঐ গৃহ্যসূত্রই সকল পদ্ধতির মূল। তৈত্তিরীয়সংহিতা বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ৩।৪।৪।১-এও এই মন্ত্রগুলি আছে। মন্ত্রগুলির নাম 'জয়' কেন হইল তৎসম্বন্ধে জয়রাম বলেন—

(তথা চ তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ)

'স ইন্দ্রঃ প্রজাপতিমুপাধাবৎ, স তস্মা এতাঞ্জয়ান্ প্রাযচ্ছৎ

তান্ অজুহোৎ। ততো দেবা অসুরানজয়ন্ত যদজয়ঁজ্জয়ানাং জয়ত্ত্বমিতি।'

**অভ্যাতানহোম**—জয়া-হোমের পর বর **অভ্যাতান**নামক হোম করিবেন। ইহাতে আঠারটি আজ্যাহুতি দিতে হয়। অন্বারম্ভ ত্যাগ করিতে হইবে। সংস্রব রাখিতে হইবে। এই মন্ত্রগুলি পারস্কর গৃহ্যসূত্রের ১।৫।১০ এ আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতা বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ৩।৪।৫।১-এও এই মন্ত্রগুলি আছে।

**আহুতি**—

১। ওঁ অগ্নির্ভূতানা-মধিপতিঃ, স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়া-মস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ—স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ভূতানা-মধিপতয়ে।

শব্দবিশ্লেষণ—ওঁ অগ্নির্ ভূতানাম্ অধিপতিঃ, স মা অবতু অস্মিন্ ব্রহ্মণি অস্মিন্ ক্ষত্রে অস্যাম্ আশিষি অস্যাং পুরোধায়াম্ অস্মিন্ কর্ম্মণি অস্যাং দেবহূত্যাগুঁ স্বাহা। ইদম্ অগ্নয়ে ভূতানাম্ অধিপতয়ে।

২। ওঁ ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠানা-মধিপতিঃ, স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়া-মস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ—স্বাহা। ইদমিন্দ্রায় জ্যেষ্ঠানা-মধিপতয়ে।

৩। ওঁ যমঃ পৃথিব্যা অধিপতিঃ, স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়া-মস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ—স্বাহা ইদং যমায় পৃথিব্যা অধিপতয়ে।

৪। ওঁ বায়ুরন্তরিক্ষস্যাধিপতিঃ, স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্

ক্ষত্রেঽস্যা-মাশিষ্যস্যাং পুরোধায়া-মস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ স্বাহা। ইদং বায়বেঽন্তরিক্ষস্যাধিপতয়ে।

৫। ওঁ সূর্য্যো দিবোঽধিপতিঃ, স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়া-মস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ—স্বাহা। ইদং সূর্য্যায় দিবোঽধিপতয়ে।

৬। ওঁ চন্দ্রো নক্ষত্রাণামধিপতিঃ, স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যা-মাশিষ্যস্যাং পুরোধায়া-মস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ—স্বাহা। ইদং চন্দ্রায় নক্ষত্রাণামধিপতয়ে।

৭। ওঁ বৃহস্পতির্ব্রহ্মণোঽধিপতিঃ, স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্‌ক্ষত্রেঽস্যা-মাশিষ্যস্যাং পুরোধায়া-মস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ—স্বাহা। ইদং বৃহস্পতয়ে ব্রহ্মণোঽধিপতয়ে।

৮। ওঁ মিত্রঃ সত্যানামধিপতিঃ, স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়া-মস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ—স্বাহা। ইদং মিত্রায় সত্যানামধিপতয়ে।

৯। ওঁ বরুণোঽপামধিপতিঃ, স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যা-মাশিষ্যস্যাং পুরোধায়া-মস্মিন্ কর্ম্মণ্যাং দেবহূত্যাগুঁ—স্বাহা। ইদং বরুণায়াপামধিপতয়ে।

১০। ওঁ সমুদ্রঃ স্রোত্যানা-মধিপতিঃ, স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ—স্বাহা। ইদং সমুদ্রায় স্রোত্যানামধিপতয়ে।

দ্রষ্টব্য—'স্রোত্যানাম্' স্থানে বাজারে প্রচলিত পশুপতির পদ্ধতিতে 'স্রোতসাম্' পাঠ দেখা যায়। মূল গৃহ্যে 'স্রোত্যানাম্' আছে। তাই সেই পাঠই গ্রহণ করিয়াছি। 'স্রোতসো বিভাষা ড্যড্ড্যৌ'-পাণিনি

৪।৪।১১৩-পক্ষে ষৎ। ড্যড্যয়োস্ত্ব স্বরে ভেদঃ। স্রোতসি ভবং স্রোত্যঃ —স্রোতস্যঃ।

১১। ওঁ অন্নগুঁ সাম্রাজ্যানা-মধিপতিঃ, তৎ মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়া-মস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ—স্বাহা। ইদমন্নায় সাম্রাজ্যানা-মধিপতয়ে।

১২। ওঁ সোম ওষধীনা-মধিপতিঃ, স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়া-মস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ —স্বাহা। ইদং সোমায়ৌষধীনাম্ (=সোমায় ওষধীনাম্) অধিপতয়ে।

১৩। ওঁ সবিতা প্রসবানা-মধিপতিঃ, স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়া-মস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ— স্বাহা। ইদং সবিত্রে প্রসবানামধিপতয়ে।

১৪। ওঁ রুদ্রঃ পশূনা-মধিপতিঃ, স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ —স্বাহা। ইদং রুদ্রায় পশূনা-মধিপতয়ে।

১৫। ওঁ ত্বষ্টা রূপাণা-মধিপতিঃ, স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়া-মস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ —স্বাহা। ইদং ত্বষ্ট্রে রূপাণা-মধিপতয়ে।

১৬। ওঁ বিষ্ণুঃ পর্ব্বতানা-মধিপতিঃ, স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়া-মস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ— স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে পর্ব্বতানা-মধিপতয়ে।

১৭। ওঁ মরুতো গণানা-মধিপতয়-স্তে মাবন্তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্

ক্ষত্রেঽ-স্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়া-মস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ—স্বাহা। ইদং মরুদ্ভ্যো গণানা-মধিপতিভ্যঃ।

১৮। ওঁ পিতরঃ পিতামহাঃ পরেঽবরে ততাস্ততামহা ইহ মাবন্ত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়া-মস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাগুঁ—স্বাহা। ইদং পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ পরেভ্যোঽবরেভ্যস্ততেভ্যস্ততামহেভ্যঃ।

দ্রষ্টব্য—(১) বাজারে প্রচলিত পশুপতির পদ্ধতিতে 'মা' স্থলে 'মাং' এবং 'ক্ষত্রে' স্থলে 'ক্ষেত্রে' পাঠ আছে কিন্তু পারস্করের গৃহসূত্রে 'মা' এবং 'ক্ষত্রে' আছে। জয়রাম 'ব্রহ্মণি' স্থলে লুপ্ত-সপ্তমী-বিভক্তিক 'ব্রহ্মন্' পাঠ ধরিয়াছেন। অভ্যাতানহোম সম্বন্ধে জয়রাম বলেন—

তথা চ শ্রুতিঃ—যদ্দেবা অভ্যাতানৈরসুরান্ অভ্যাতন্বত তদভ্যাতানামভ্যাতানত্বমিতি। অভ্যাতন্বত—আয়ুধানি প্রাহিণুত। ইহার ভাবার্থ—যেহেতু দেবতারা অভ্যাতানমন্ত্রগুলির সাহায্যে অসুরদিগকে লক্ষ্য করিয়া আয়ুধ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এইজন্য অভ্যাতানদিগের অভ্যাতানত্ব।

দ্রষ্টব্য—(২) প্রথম মন্ত্রের শব্দবিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ২য়—১০ম এবং ১২শ—১৬শ মন্ত্রেরও সেই ভাবে শব্দবিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

দ্রষ্টব্য—(৩)

প্রথম মন্ত্রের দেবতা অগ্নি; দ্বিতীয়ের ইন্দ্র; তৃতীয়ের যম; চতুর্থের বায়ু; পঞ্চমের সূর্য্য; ষষ্ঠের চন্দ্র; সপ্তমের বৃহস্পতি; অষ্টমের মিত্র; নবমের বরুণ; দশমের সমুদ্র; একাদশের অন্ন; দ্বাদশের সোম; ত্রয়োদশের সবিতা; চতুর্দ্দশের রুদ্র; পঞ্চদশের ত্বষ্টা; ষোড়শের বিষ্ণু; সপ্তদশের মরুদ্গণ;

এবং অষ্টাদশের পিতৃগণ, পিতামহগণ, প্রপিতামহগণ, বৃদ্ধপ্রপিতামহগণ অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহগণ এবং অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহগণ।

ইঁহাদের নিকট—একই উদ্দেশ্য নিয়া প্রার্থনা করা হইতেছে। অগ্নিঃ (অগ্নি) ভূতানাম্ (প্রাণিগণের) অধিপতিঃ (অধিপতি)। ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র) জ্যেষ্ঠানাম্ (দেবতাদিগের) অধিপতিঃ অধিপতি।

এইরূপ যম পৃথিবীর; বায়ু অন্তরীক্ষের; সূর্য্য দিব্ অর্থাৎ দ্যুলোকের; চন্দ্র নক্ষত্রদিগের; বৃহস্পতি ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের; মিত্র সত্যদিগের অর্থাৎ যাহারা অবিনাশী, তাহাদের: বরুণ অপ্ অর্থাৎ জলের; সমুদ্র স্রোত্যদিগের অর্থাৎ নদী সমূহের; অন্ন সাম্রাজ্যসমূহের; সোম ওষধিসমূহের;

সবিতা প্রসব অর্থাৎ ফল ও পুষ্পাদিগের; রুদ্র পশুদিগের; ত্বষ্টা রূপসমূহের; বিষ্ণু পর্ব্বতসমূহের এবং মরুদ্‌গণ গণসমূহের অধিপতি।

অনুবাদ—অস্মিন্ ব্রহ্মণি—এই ব্রহ্মকর্ম্মে হোমাদিতে, কাহারও কাহারও মতে জ্ঞানবিষয়ে।

অস্মিন্ ক্ষত্রে—এই ক্ষত্রকার্য্যে প্রজাপালনাদিতে, কাহারও কাহারও মতে কর্ম্মে।

অস্যাম্ আশিষি—ব্রাহ্মণদিগকর্ত্তৃকসম্পাদিত ইষ্টাশংসনে অর্থাৎ পুত্রাদির সুখকামনা বিষয়ে।

অস্যাং পুরোধায়াম্—এই পুরঃস্থিত কন্যাবিষয়ে, এই বধূর বিষয়ে অথবা এই পৌরোহিত্য বিষয়ে।

অস্মিন্ কর্ম্মণি—এই বিষয়ে।

অস্যাং দেবহূত্যাম্—এই দেবতাহ্বান-বিষয়ে অথবা এই দেবতোদ্দেশে হোমবিষয়ে।

মা—আমাকে। অবতু—রক্ষা করুন। অবন্তু—রক্ষা করুন। ইহ—এখানে। পরে—প্রপিতামহগণ। অবরে—বৃদ্ধপ্রপিতামহগণ। ততাঃ—অতি বৃদ্ধপ্রপিতামহগণ। ততামহাঃ—অতি-অতি-বৃদ্ধ প্রপিতা-মহগণ।

অন্নম্ সাম্রাজ্যানাম্ = অন্নং সাম্রাজ্যানাম্ = অন্নগুঁ সাম্রাজ্যানাম্।

দেবহূত্যাম্ স্বাহা = দেবহূত্যাং স্বাহা = দেবহূত্যাগুঁ স্বাহা। স্ত্রীলিঙ্গ 'দেবহূতি'-শব্দ হইতে সপ্তমীর একবচনে 'দেবহূত্যাম্' পাওয়া যায়।

স মাবতু—তিনি আমাকে রক্ষা করুন।

তৎ মাবতু—তাহা আমাকে রক্ষা করুক।

তে মাবন্তু—তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন।

ওঁ পিতরঃ······ইহ মাবন্তু—পিতৃগণ, পিতামহগণ, প্রপিতামহগণ, বৃদ্ধ-প্রপিতামহগণ, অতিবৃদ্ধ-প্রপিতাগণ এবং অত্যতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহগণ এখানে ( উপস্থিত হইয়া ) আমাকে রক্ষা করুন।

পূর্ব্বোক্ত অভ্যাতান-হোম শেষ হইলে বর একবার জলস্পর্শ করিবেন। অভ্যাতানহোমের পর বর নিম্নলিখিত পাঁচটি আজ্যাহুতি দিবেন। [ অন্বারম্ভ ত্যাগ করিতে হইবে। সংস্রব রাখিতে হইবে। ]

১। ওঁ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতানাগুঁ,
সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাৎ,
তদয়গুঁ রাজা বরুণোঽনু মন্যতাম্,
যথেয়গুঁ স্ত্রী পৌত্রমঘন্ন রোদাৎ—স্বাহা।
ইদমগ্নয়ে।—[ পারস্কর ১।৫।১১ ]

২। ওঁ ইমামগ্নিস্ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ,
প্রজামস্যৈ নয়তু দীর্ঘমায়ুঃ।

অশূন্যোপস্থা জীবতামস্তু মাতা,
পৌত্রমানন্দমভি বিবুধ্যতাগুঁ—স্বাহা ॥
ইদমগ্নয়ে।—[ পারস্কর ১।৫।১১ ]

৩। ওঁ স্বস্তি নো অগ্নে দিব আ পৃথিব্যা
বিশ্বানি ধেহ্যযথা যজত্র।
যদস্যাং মহি দিবি জাতং প্রশস্তং
তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রগুঁ—স্বাহা ॥
ইদমগ্নয়ে।—[ পারস্কর ১।৫।১১ ]

৪। ওঁ সুগন্নু পন্থাং প্রদিশন্ন এহি
জ্যোতিষ্মদ্ধেহ্যজরন্ন আয়ুঃ।
অপৈতু মৃত্যুরমৃতন্ন আগাৎ
বৈবস্বতো নো অভয়ং কৃণোতু—স্বাহা ॥
ইদং বৈবস্বতায়।—[ পারস্কর ১।৫।১১ ]

৫। ওঁ পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাং
যস্তে অন্য ইতরো দেবযানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি
মা নঃ প্রজাগুঁ রীরিষো মোত বীরান্—স্বাহা
ইদং মৃত্যবে।—[ মা-বা-সং—৩৫।৭ ]

দ্রষ্টব্য—দেবতানাম্ + সঃ = দেবতানাং সঃ = দেবতানাগুঁ সঃ।
অয়ম্ + রাজা-অয়ংরাজা = অয়গুঁ রাজা।
ইয়ম্ + স্ত্রী = ইয়ং স্ত্রী = ইয়গুঁ স্ত্রী।
বুধ্যতাম্ + স্বাহা = বুধ্যতাং স্বাহা = বুধ্যতাগুঁ স্বাহা।
চিত্রম্ স্বাহা = চিত্রং স্বাহা = চিত্রগুঁ স্বাহা।

প্রজাম্ রীরিষঃ = প্রজাং রীরিষঃ = প্রজাগুঁ রীরিষঃ।

পৌত্রম্ = পুত্রসংক্রান্ত। পুত্র + অণ্।

অঘম্ = শোক।

পৌত্রমঘন্ন রোদাৎ = পৌত্রম্ + অঘম্ + নঃ + রোদাৎ।

রোদাৎ—রুদ্ + লেট্ তিপ্।

পন্থাঃ—'পন্থানং' স্থলে ছান্দস।

জ্যোতিষ্মদ্ধেহ্যজরন্ন আয়ুঃ = জ্যোতিষ্মদ্ + ধেহি + অজরম্ + নঃ + আয়ুঃ।

কৃণোতু—পাণিনির গণপাঠে তিনটি 'কৃ' ধাতু পাওয়া যায়। প্রথমটি সুপরিচিত ডুকৃঞ্—করণে। লট্ করোতি, কুরুতে। দ্বিতীয়টি—কৃঞ্—হিংসায়াম্। লট্ কৃণোতি, কৃণুতে। তৃতীয়টি ঠিক 'কৃ' নহে। গণপাঠে ইহা কৃবি—হিংসাকরণয়োশ্চ। চকারদ্গতৌ। কৃবি = কৃণ্ব। ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ। অনয়োরকারোঽন্তাদেশঃ স্যাদুপ্রত্যয়শ্চ শব্-বিষয়ে। লট্ কৃণোতি। এখানে 'কৃণোতু' র অর্থ 'করোতু'। অতএব এখানে 'কৃবি' ধাতু হইতে 'কৃণোতু হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বধূর অভিষেকের মন্ত্রেও 'কৃণ্বন্তু' পাওয়া যায়। দেবীসূক্তের মধ্যে দুইবার 'কৃণোমি' আছে।

অস্যৈ—মন্ত্রে 'অস্যাঃ' অর্থে 'অস্যৈ'। বেদে এইরূপ বহুপ্রয়োগ পাওয়া যায়। আবার চতুর্থীর অর্থেও ষষ্ঠীর বহুপ্রয়োগ পাওয়া যায়। 'চতুর্থ্যর্থে বহুলং ছন্দসি'।—পাণিনি ২।৩।৬। 'ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থীতি বাচ্যম্'—বার্ত্তিকসূত্র।

অনুবাদ—১। দেবতানাং ( দেবতাদিগের মধ্যে ) প্রথমঃ ( প্রথম ) অগ্নিঃ ( অগ্নিদেব ) ঐতু ( আসুন ), সঃ ( তিনি, সেই অগ্নিদেব ) অস্যৈ ( ইহার, এই বধূর ) প্রজাং ( ভাবি-সন্তানসন্ততিদিগকে ) মৃত্যুপাশাৎ ( মৃত্যুর পাশহইতে ) মুঞ্চতু ( মুক্ত করুন )। অয়ং রাজা বরুণঃ ( এই রাজা বা শোভমান বরুণ ) তৎ ( এইরূপ ) অনুমন্যতাম্ ( অনুমতি করুন )

যথা ( যেন ) ইয়ং ( এই ) স্ত্রী ( স্ত্রী ) পৌত্রং ( পুত্রসংক্রান্ত ) অঘং ( শোক ) ( পাইয়া ) ন রোদাৎ ( না কাঁদে )। স্বাহা ( এই প্রার্থনা করিয়া এই আহুতি অর্পণ করিলাম )। ইদমগ্নয়ে ( ইহা অগ্নির উদ্দেশে অর্পিত হইল )।

অনুবাদ—২। গার্হপত্য ( গার্হপত্য-নামক ) অগ্নিঃ ( অগ্নি ) ইমাং ( এই বধূকে ) ত্রায়তাম্ ( রক্ষা করুন ) ( এবং ) অস্যৈ ( ইহার ) প্রজাং ( ভাবি-সন্তানসন্ততিদিগকে ) দীর্ঘং ( দীর্ঘ ) আয়ুঃ ( আয়ু ) নয়তু ( পাওয়াইয়া দিন, দান করুন )। ইয়ম্ ( এই বধূ ) অশূন্যোপস্থা ( সফলপ্রসবা অথবা অবন্ধ্যা অথবা নিত্যভর্ত্তৃসঙ্গতা ) ( হউক ), ( এই বধূ ) জীবতাং ( জীবিতসন্তানসমূহের ) মাতা ( মাতা ) অস্তু ( হউক ), ( এই বধূ ) পৌত্রং ( পুত্রসংক্রান্ত ) আনন্দম্ ( আনন্দ ) অভি ( লাভ করিয়া ) বি ( বিবিধ প্রকারে ) বুধ্যতাম্ ( জ্ঞানলাভ করুক অথবা অনুভব করুক )। স্বাহা ( এই প্রার্থনা করিয়া এই আহুতি অর্পণ করিলাম )। ইদমগ্নয়ে ( ইহা অগ্নির উদ্দেশে অর্পিত হইল )।

অনুবাদ—৩। ( হে ) যজত্র ( যজমানদিগের রক্ষাকারক ) অগ্নে ( অগ্নিদেব ) দিব আ ( স্বর্গে ) (এবং) পৃথিব্যাঃ ( পৃথিবীতে ) ( যে ) বিশ্বানি ( সমস্ত ) অযথা ( অসাধারণ ) স্বস্তি ( কল্যাণ ) ( আছে ), ( তুমি সেই সব কল্যাণ ) নঃ ( আমাদিগকে ) ( ধেহি দেও ) অস্যাং ( এই ) মহি (পৃথিবীতে) ( এবং ) দিবি ( স্বর্গে ) প্রশস্তং ( প্রশস্ত ) ( যে সব ) দ্রবিণং ( স্বর্ণ, মূল্যবান্ দ্রব্য ) জাতং ( উৎপন্ন হইয়াছে ) চিত্রং ( নানাপ্রকারের গো-ভূ-হিরণ্যাদিরূপ ) তৎ ( সেইসব ) ( মূল্যবান্ দ্রব্য ) অস্মাসু ( আমাদিগকে ) ধেহি ( দেও )। স্বাহা ( এই প্রার্থনা করিয়া এই আহুতি অপণ করিলাম )। ইদমগ্নয়ে ( ইহা অগ্নির উদ্দেশে অপিত হইল )।

অনুবাদ—৪। নু ( হে ) ( বৈবস্বত ) নঃ ( আমাদিগকে ) সুগং ( সুগম ) পন্থাং ( পথ ) প্রদিশন্ ( উপদেশ করিতে করিতে ) এহি ( আস )

( এবং ) নঃ ( আমাদিগকে ) জ্যোতিষ্মৎ ( গৌরবময় ) অজরম্ ( জরারোগাদিপরাভবরহিত ) আয়ুঃ ( আয়ু ) ধেহি ( দেও )। ( আমাদিগের নিকট হইতে ) মৃত্যুঃ ( মৃত্যু ) অপৈতু ( অপগত হউক ) ( এবং ) অমৃতং ( অমৃত ) নঃ ( আমাদের কাছে ) আগাৎ ( আসুক )। বৈবস্বতঃ ( বৈবস্বত ) নঃ ( আমাদিগকে ) অভয়ং ( অভয় ) কৃণোতু ( করুন, দানকরুন )। স্বাহা ( এই প্রার্থনা করিয়া এই আহুতি অর্পণ করিলাম )। ইদং বৈবস্বতায় ( ইহা বৈবস্বতের উদ্দেশে অর্পিত হইল। আগাৎ=আ+অগাৎ। অগাৎ=ইণ্+লুঙ্ প্রথমপুরুষের একবচন। এই আহুতির কথা পারস্করে থাকিলেও বাজারে প্রচলিত পশুপতির পদ্ধতিতে নাই।

অনুবাদ—৫। মৃত্যো ( হে মৃত্যো ) দেবযানাৎ ( দেবযান হইতে ) ইতরঃ ( স্বতন্ত্র ) তে ( তোমার ) যঃ ( যে ) অন্যঃ ( অন্য ) ( পথ ) ( রহিয়াছে ) ( তুমি ) পরা ( পরাভূত হইয়া ) পরং ( সেই অন্য ) পন্থাং (পথ) অন্বিহি ( অনুসরণ করিয়া চলিয়া যাও )। চক্ষুষ্মতে ( চক্ষুষ্মান্ ) শৃন্বতে ( শুনিতে সমর্থ ) তে ( তোমাকে ) প্রব্রবীমি ( বলিতেছি, প্রার্থনা করিতেছি ) নঃ ( আমাদের ) প্রজাং ( ভাবি-সন্তানসন্ততিদিগকে ) মা রীরিষঃ ( হিংসা করিও না ) উত ( এবং ) ( আমাদের ) বীরান্ ( পুত্রদিগকে অথবা আত্মীয়-কুটুম্বদিগকে ) ( হিংসা করিও না )। রীরিষঃ—ণিচ্ না করিলে অট্-সহ 'অরেষীঃ অথবা 'অরিষঃ' হইত।

**লাজহোম**—এখন লাজাহুতির বর্ণনা করিতেছি। কুমারীর ( অর্থাৎ বধূর ) ভ্রাতা অথবা অন্য কোনও আত্মীয় শমীপত্রযুক্ত কিছু খৈ একখানা কুলাতে চারিভাগ করিয়া রাখিবেন। আজকাল শমীপত্র ব্যবহারের প্রথা লোপ পাইয়াছে। খৈর মধ্যে আজ্যের ছিটা দিতে হইবে। এক ভাগ ভগ নামক দেবতার

জন্য। অবশিষ্ট তিন ভাগের মধ্যে প্রত্যেক ভাগকে আবার তিন ভাগ করিতে হইবে। এই ছোট নয় ভাগেয় তিন ভাগ অর্য্যমার জন্য এবং ছয় ভাগ অগ্নির জন্য। মোটে ১০টি আজ্যাহুতি। লাজ=খৈ। অগ্নির সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে পূর্ব্বমুখী হইয়া বধূ দাঁড়াইবে। তাহার পিছনে বর দাঁড়াইবেন এবং বরের হাতের উপর বধূর হাত থাকিবে। তারপর বধূ নিম্ন মন্ত্র সমূহে আহুতি দিবে। আহুতি মন্ত্র—

( নয় ভাগের এক ভাগ লইয়া )

১। ওঁ অর্য্যমণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত।
স নো অর্য্যমা দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা পতেঃ—স্বাহা॥
( দেবতোদ্দেশ )—ইদমর্য্যম্নে [ পারস্কর—১।৬।২ ]

( পুনরায় নয় ভাগের এক ভাগ লইয়া )

২। ওঁ ইয়ং নার্য্যুপ ব্রূতে লাজানাবপন্তিকা।
আয়ুষ্মানস্তু মে পতিরেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম—স্বাহা॥
( দেবতোদ্দেশ )—ইদমগ্নয়ে। [ পারস্কর—১।৬।২ ]

( পুনরায় নয় ভাগের এক ভাগ লইয়া )

৩। ওঁ ইমাঁল্লাজানাবপাম্যগ্নৌ সমৃদ্ধিকরণং তব।
মম তুভ্য চ সংবননং তদগ্নিরনু মন্যতামিয়গুঁ—স্বাহা॥
( দেবতোদ্দেশ )—ইদমগ্নয়ে। [ পারস্কর—১।৬।২ ]

ইহার পর প্রথমবার পাণিগ্রহণ—বর এবং বধূ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া, বর তাহার ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বধূর ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ এবং বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া

দাঁড়াইলে, বর বধূর দিকে চাহিয়া বধূকে সম্বোধন করিয়া পাঠ করিবেন ঃ—

৪। ওঁ গৃভ্নামি তে সৌভগত্বায় হস্তং,
ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্য্যমা সবিতা পুরন্ধি-
র্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥

[ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।৩৬, পারস্কর—১।৬।৩ ]

৫। ওঁ অমোঽহমস্মি সা ত্বগুঁ,
সা ত্বমস্যমোঽহম্,
সামাহমস্মি ঋক্ ত্বম্;
দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বম্,
তাবেহি বিবহাবহৈ,
সহ রেতো দধাবহৈ,
প্রজাং প্রজনয়াবহৈ,
পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূং,-
স্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ।
সংপ্রিয়ৌ রোচিষ্ণূ সুমনস্যমানৌ।

পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতগুঁ, শৃণুয়াম শরদঃ শতম্। [ পারস্কর—১।৬।৩ ]

**শিলারোহণ**—এখন অগ্নির উত্তরে এক খানা পাটা (শিল) এবং তদুপরি একখানা পুতা (নোড়া) রাখ। পাটা বা শিলের সংস্কৃত নাম 'অশ্মন্'। যে কোনও প্রস্তরকে 'অশ্মন্' বলে। অশ্মন্-শব্দের প্রথমার এক বচনে 'অশ্মা'

এবং দ্বিতীয়ার একবচনে 'অশ্মানম্' হয়। শিলও সংস্কৃত শব্দ বটে! বর তাহার ডান পা দিয়া বধূর ডান পা ঠেলিয়া দিলে, বধূ শিলার উপর আরোহণ করিবে। সেই সময় বর নিম্ন মন্ত্র পড়িবেন—

৬। ওঁ আরোহেম-মশ্মান-মশ্মেব ত্বগুঁ স্থিরা ভব।
অভি তিষ্ঠ পৃতন্যতোঽব বাধস্ব পৃতনায়তঃ ॥
[ পারস্কর—১।৭।১ ]

**তারপর** বর নিম্নলিখিত গান বা গাথা গাইবেন। ( এখন কেবল পড়িয়া যাইতে হয় )—

৭। ওঁ সরস্বতি প্রেদমব, সুভগে বাজিনীবতি।
যাং ত্বা বিশ্বস্য ভূতস্য, প্রগায়াম্যস্যাগ্রতঃ ॥
[ পারস্কর—১।৭।২ ]

৮। ওঁ যস্যাং ভূতগুঁ সমভবদ্, যস্যাং বিশ্বমিদং জগৎ।
তামদ্য গাথাং গাস্যামি, যা স্ত্রীণামুত্তমং যশঃ ॥
[ পারস্কর—১।৭।২ ]

**তারপর অগ্নিপরিক্রমণ**—ইহারপর বর এবং বধূ হোমস্থান হইতে উঠিয়া প্রদক্ষিণক্রমে অগ্নির চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া হোমের স্থানে যাইয়া বসিবে। এই কাজের নাম **অগ্নিপরিক্রমণ**। পরিক্রমণের সময় বর নিম্ন মন্ত্রটি পড়িবেন। মন্ত্র—

৯। ওঁ তুভ্যমগ্রে পর্য্যবহন্,

সূর্য্যাং বহতুনা সহ

পুনঃ পতিভ্যো জায়াং,
দা অগ্নে প্রজয়া সহ ॥
[ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।৩৮, পারস্কর—১।৭।৩ ]

দ্বিতীয়বার—ওঁ অর্য্যমণং ইত্যাদি মন্ত্রে অর্য্যমার উদ্দেশে প্রথমবারের ন্যায় লাজাহুতিদান।

দ্বিতীয়বার—ওঁ ইয়ংনার্য্যুপ ব্রুতে ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির উদ্দেশে প্রথমবারের ন্যায় লাজাহুতিদান।

দ্বিতীয়বার—ওঁ ইমাঁল্লাজানাবপামি ইত্যাদি মন্ত্রে প্রথমবারের লাজাহুতিদান।

দ্বিতীয়বার—প্রথমবারের ন্যায় পাণিগ্রহণের মন্ত্রদুইটি পাঠ।

দ্বিতীয়বার—শিলারোহণ। মন্ত্রপাঠ প্রথম বারের ন্যায়।

দ্বিতীয়বার—গাথার মন্ত্র দুইটি পাঠ।

দ্বিতীয়বার—অগ্নিপরিক্রমণ। মন্ত্রপাঠ প্রথম বারের ন্যায়।

তৃতীয়বার—ওঁ অর্য্যমণং ইত্যাদি মন্ত্রে অর্য্যমার উদ্দেশে প্রথমবারের ন্যায় লাজাহুতি দান।

তৃতীয়বার—ওঁ ইয়ং নার্য্যুপ ব্রুতে ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির উদ্দেশে প্রথমবারের ন্যায় লাজাহুতি দান।

তৃতীয়বার—ওঁ ইমাঁল্লাজানাবপামি ইত্যাদি মন্ত্রে প্রথমবারের ন্যায় লাজাহুতি দান।

তৃতীয়বার—প্রথমবারের ন্যায় পাণিগ্রহণের মন্ত্র দুইটি পাঠ।

তৃতীয়বার—শিলারোহণ। মন্ত্র পাঠ প্রথমবারের ন্যায়।

তৃতীয়বার—গাথার মন্ত্র দুইটি পাঠ।

তৃতীয়বার—অগ্নিপরিক্রমণ। মন্ত্রপাঠ প্রথমবারের ন্যায়।

বধূ ( বরসহ ) তিনবারে অর্য্যমার উদ্দেশে তিনটি এবং অগ্নির উদ্দেশে ছয়টি, মোটে নয়টি লাজাহুতি দিয়াছে। এখন কুলায় বাকী যে খৈ আছে তাহা সহ কুলাখানা বধূর হাতে দিতে হইবে। বধূর ডান হাতের বরের ডান হাত এবং বাঁ হাতের নীচে বাঁ হাত রাখিয়া কুলার অগ্রভাগ দিয়া—

**১০। ওঁ ভগায় স্বাহা। ইদং ভগায়।**

—উভয়ে সমস্ত খৈ দ্বারা আহুতি দিবে।

এখন ওঁ অর্য্যমণং ইত্যাদি প্রথম মন্ত্র হইতে 'ওঁ ভগায় স্বাহা। ইদং ভগায়'।—পর্য্যন্ত সমস্তাংশের অনুবাদ (প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য কথাসহ) দেওয়া যাইতেছে।

অনুবাদ—১। অর্য্যমণং দেবমগ্নিং ( অগ্নিসরূপ অর্য্যমা দেবকে ) কন্যাঃ ( কন্যারা ) ( মনোমত পতিলাভের জন্য ) অযক্ষত ( পূজা করিয়াছিলেন ) ( এবং তাহার ফলে তাঁহারা মনোমত পতিলাভ করিয়াছিলেন ) সঃ অর্য্যমা দেবঃ ( সেই অর্যমা দেব ) নঃ ( আমাদিগকে ) ইতঃ ( ইহা হইতে, পিতৃকুল হইতে ) প্রমুঞ্চতু ( যেন প্রকৃষ্টরূপে বিচ্ছিন্ন করেন ) ( কিন্তু ) মা পতেঃ ( পতি হইতে অর্থাৎ পতিকুল হইতে যেন বিচ্ছিন্ন না করেন )। স্বাহা ( এই প্রার্থনা করিয়া এই আহুতি অর্য্যমার উদ্দেশে অর্পণ করিলাম )। ইদং ( ইহা ) অর্য্যম্নে ( অর্য্যমার উদ্দেশে ) ( অর্পিত হইল )। নু-অব্যয়ের বিশেষ কোনও অর্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। অযক্ষত—যজ্ ধাতু আত্মনেপদে লুঙ্ প্রথমপুরুষের বহুবচন।

অনুবাদ—২। ইয়ং নারী ( এইনারী, আমি ) লাজান্ ( খৈ ) আবপন্তিকা ( প্রক্ষেপ করিতে করিতে ) উপ ( নিকটে, অগ্নির নিকটে ) ( বলিতেছে, প্রার্থনা করিতেছি ) ( যে ) মে ( আমার ) পতিঃ ( স্বামী ) আয়ুষ্মান্ ( দীর্ঘায়ু ) অস্তু ( হউক ) ( এবং ) মম ( আমার ) জ্ঞাতয়ঃ

( জ্ঞাতিগণ সংখ্যায় ) এধন্তাম্ ( বৃদ্ধিপাউক )। স্বাহা ( এই প্রার্থনা করিয়া এই আহুতি অর্পণ করিলাম )। ইদমগ্নয়ে ( ইহা অগ্নির উদ্দেশে অর্পিত হইল )।

অনুবাদ—৩। ( হে স্বামিন্ ) ইয়ম্ ( ইনি, আমি ) ইমান্ ( এই ) লাজান্ ( খৈগুলি ) অগ্নৌ ( অগ্নিতে ) আবপামি ( প্রক্ষেপ করিতেছি ) ( ইহারফল ) তব ( তোমার, তোমার পক্ষে ) সমৃদ্ধিকরণং ( সমৃদ্ধিকর ) ( হউক ) ( এবং ) মম তুভ্য চ ( তোমারও আমার মধ্যে ) সংবননং ( সংপ্রীতিজনক ) ( হউক ), অগ্নিঃ ( অগ্নিদেব ) তৎ ( তাহা এইরূপ ) অনুমন্যতাম্ ( অনুমতি করুন )। স্বাহা ( এই প্রার্থনা করিয়া এই আহুতি অর্পণ কারিলাম )। ইদমগ্নয়ে ( ইহা অগ্নির উদ্দেশে অর্পিত হইল )

দ্রষ্টব্য—'তুভ্যম্' স্থলে 'তুভ্য' ছান্দস।

অনুবাদ—৪। ( হে বধূ ) তে ( তোমার ) হস্তং ( হাত ) ( আমি ) সৌভগত্বায় ( সৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত ) গৃভ্ণামি ( গ্রহণ করিতেছি ) ময়া পত্যা ( তোমার পতি আমার সহিত ) ( তুমি ) যথা ( যেন ) জরদষ্টিঃ ( প্রাপ্তবার্দ্ধক্যা, জরাপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত জীবিনী ) অসঃ ( হইতে পার )। ভগঃ ( ভগ ) অর্য্যমা ( অর্য্যমা ) সবিতা ( সবিতা ) পুরন্ধিঃ ( পূষা ) দেবাঃ ( দেবতারা ) ত্বা ( তোমাকে ) গার্হপত্যায় ( গার্হস্থ্যধর্ম্মপালনের নিমিত্ত ) মহ্যং ( আমার হাতে ) অদুঃ ( অর্পণ করুন )।

দ্রষ্টব্য—(১) 'হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি'-কাত্যায়নের এই বার্ত্তিক সূত্রানুসারে বেদে 'হৃ' এবং 'গ্রহ্' ধাতুর 'হ্' স্থানে বহুল 'ভ্' হয়। এখানে 'গৃহ্ণামি' স্থলে 'গৃভ্ণামি' হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে 'ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দ্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় **প্রভরামহে** মতীঃ।' পাওয়া যায়। এথানে 'প্রহরামহে' স্থলে 'প্রভরামহে' হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য—(২) ত্বাদুর্গার্হপত্যায়=ত্বা+অদুঃ+গার্হপত্যায়।

দ্রষ্টব্য—(৩) অসঃ—'অস্' ধাতু লেট্ সিপ্।

দ্রষ্টব্য—(৪) অদুঃ—দাধাতু লুঙ্ প্রথম পুরুষের বহুবচন। মধ্যম পুরুষের একবচনে 'অদাঃ'। সময়ে সময়ে এই 'অদাঃ' 'দাঃ' হইয়া যায়। এখানে লোটের অর্থে লুঙ্ হইয়াছে। 'ছন্দসি লুঙ্-লঙ্-লিটঃ' অর্থাৎ বেদে সকল কালেই লুঙ্, লঙ্ ও লিট্ হয়।

দ্রষ্টব্য—(৫) মন্ত্রটি সামবেদীয় ও ঋগ্বেদীয় পদ্ধতিতেও আছে। সর্ব্বত্রই ঋগ্বেদ হইতেই ইহা গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বত্রই একরূপ ঋগ্বেদের পাঠই গৃহীত হওয়া উচিত।

অনুবাদ—৫। আমি অম এবং তুমি সা, তুমি সা এবং আমি অম অর্থাৎ সাম শব্দের সা এবং অম-ভাগদ্বয় যেরূপ পৃথক্ করা যায় না অর্থাৎ তাহাদের সম্বন্ধ যেরূপ অচ্ছেদ্য, তোমার এবং আমার সম্বন্ধও সেইরূপ অচ্ছেদ্য হউক। আমি যেন সাম, তুমি যেন ঋক্ অর্থাৎ সাম ও ঋকের মধ্যে সম্বন্ধ যেরূপ অচ্ছেদ্য, তোমার ও আমার সম্বন্ধও সেইরূপ অচ্ছেদ্য হউক। আমি যেন আকাশ, তুমি যেন পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশ যে রূপ অচ্ছেদ্যভাব-সংযুক্ত, আমাদের সম্বন্ধও সেইরূপ অচ্ছেদ্য হউক। আস, এরূপ অচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কিত আমরা দুই জন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হই, আমরা যেন আমাদের রেত সংযুক্ত করিতে পারি, আমরা যেন সন্তান জন্মাইতে পারি, আমরা যেন বহু পুত্র লাভ করিতে পারি, তাহারা যেন জরাপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত জীবী হয়, আমরা যেন একে অন্যের প্রিয় হই, আমরা যেন একে অন্যের রুচিকর হই, আমাদের একের মন যেন অন্যের প্রতি অনুরক্ত হয়। আমরা যেন একশত বর্ষ ব্যাপিয়া (ভালভাবে) দেখিতে পাই, (ভালভাবে) জীবন কাটাইতে পারি, (ভালভাবে) শুনিতে পাই।

দ্রষ্টব্য—ত্বম্ সা = ত্বংসা = ত্বগুঁ সা।

বহূংস্তে = বহূন্ + তে। শতম্ + শৃণুয়াম = শতং শৃণুয়াম = শতগুঁ শৃণুয়াম।

অনুবাদ—৬। (হে বধু) (তুমি ইমম্ (এই সম্মুখস্থ) অশ্মানম্ (প্রস্তরের উপর) আরোহ (আরোহণ কর) (আরোহণ দ্বারা সংস্কৃতা হইয়া)

অশ্মা ইব ( প্রস্তরের ন্যায় ) ত্বং ( তুমি ) স্থিরা ( দৃঢ়াঙ্গী ) ভব ( হও )। পৃতন্যতঃ ( কলহকারীদিগের ) অভি (অভিমুখী হইয়া) তিষ্ঠ ( যেন দাঁড়াইতে পারে ) ( এবং ) পৃতনায়তঃ ( কলহকারীদিগকে ) অববাধস্ব ( যেন বশীভূত করিতে পার।

দ্রষ্টব্য—( ১ ) ত্বম্ স্থিরা = ত্বং স্থিরা = ত্বগুঁ স্থিরা।

দ্রষ্টব্য—( ২ ) পৃতন্যতঃ—'পৃতন্যৎ' শব্দ দ্বিতীয়ার বহুবচন। পৃতনা = কলহ। পৃতনা ইচ্ছা করে যে এই অর্থে 'পৃতনা' শব্দের উত্তরে 'ক্যচ্'-প্রত্যয় করিয়া 'পৃতন্য' নামে একটি নামধাতু গঠিত হইয়াছে। তাহার উত্তর 'শতৃ'-প্রত্যয়ে 'পৃতন্যৎ' হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য—( ৩ ) পৃতনায়তঃ—পৃতনা-যৎ + ক্বিপ্ = পৃতনায়ৎ। তাহার দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'পৃতনায়তঃ'। পৃতন্যৎ এবং পৃতনায়ৎ—এই দুই শব্দের অর্থের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই।

অনুবাদ—৭। ( হে ) সুভগে ( কল্যাণদায়িনি ) বাজিনীবতি ( ঘোটকীর ন্যায় দ্রুতগামিনি ) সরস্বতি ( সরস্বতি ) ( তুমি ) ইদং ( এই বিবাহকর্ম্ম ) প্র অব ( প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা কর ) যাং ত্বা ( যে তোমাকে ) অস্য ( এই ) বিশ্বস্য ( সমস্ত ) ভূতস্য ( পৃথিব্যাদি সর্ব্বজগতের ) অগ্রতঃ ( অগ্রে ) প্রগায়ামি ( প্রকৃষ্টরূপে স্তব করিতেছি )।

অনুবাদ—৮। যস্যাং ( যে সরস্বতীতে ) ভূতং ( ভুবন ) সমভবৎ ( সমুৎপন্ন হইয়াছে ), ইদং ( এই ) বিশ্বং ( সমস্ত ) জগৎ ( জগৎ ) যস্যাং ( যাহাতে ) ( আছে ) এবং ( তাদৃশী সরস্বতীরূপা ) গাথাং ( গান ) অদ্য (অদ্য) গাস্যামি (গান করিব), যা (যাহা) স্ত্রীণাম্ ( স্ত্রীলোকদিগের ) উত্তমং ( উৎকৃষ্ট ) যশঃ ( কীর্ত্তিস্বরূপ )। 'যা স্ত্রীণামুত্তমং যশঃ'—এই অংশের ভাবার্থ—সরস্বতী যেরূপ বাঙ্ময় জগৎ সৃষ্টিকরেন এবং রক্ষা করেন, সেইরূপ নারীগণও পতিগৃহ যথাযথ ভাবে সাজাইয়া ও রক্ষা করিয়া কীর্ত্তিলাভ করেন।

দ্রষ্টব্য—এই মন্ত্রটির ও ইহার পূর্ব্ব মন্ত্রটির অর্থ খুব স্পষ্ট নহে।

অনুবাদ - ৯। অগ্নে (হে অগ্নে) তুভ্যং (তোমার হাতে) অগ্রে (প্রথমতঃ) বহতুনা সহ (যৌতুকাদির সহিত) সূর্য্যাং সূর্য্যাকে (সূর্য্যাতুল্য কন্যাকে) (দেবতারা) পর্য্যবহন্ (অর্পণ করিয়াছিলেন)। পুনঃ (পুনরায়) (সূর্য্যাতুল্য এই কন্যাকে) প্রজয়া সহ (ইহার ভাবি-সন্তানসন্ততিসহ) পতিভ্যঃ (পতিরূপ আমাদিগকে, পতিরূপ আমার হস্তে) জায়াং (জায়ারূপে) দাঃ (দান কর, অর্পণ কর)।

দ্রষ্টব্য—ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের পঞ্চাশীতিতম সূক্তে সাবিত্রী-সূর্য্যার অর্থাৎ সবিতৃদেবের কন্যা সূর্য্যার বিবাহের কথা আছে। ঐ সূক্ত হইতেই বিবাহের অনেক মন্ত্র গৃহীত হইয়াছে। এখানে 'সূর্য্যা' দ্বারা 'বধূকে' বুঝিতে হইবে।

অনুবাদ——১০। ভগায় স্বাহা (ভগনামক দেবতার উদ্দেশে এই লাজহুতি অর্পণ করিলাম)। ইদং ভগায় (এই লাজাহুতি ভগনামক দেবতার উদ্দেশে অর্পিত হইল।)

**ইহার পর** বর আজ্যদ্বারা প্রাজাপত্য-হোম করিবেন। যথা ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে।

**ইহার পর** বর স্বিষ্টকৃদ্ধোম (স্বিষ্টকৃৎ-হোম, করিবেন। যথা ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে।

দ্রষ্টব্য—যাহা যাহা ইষ্ট হইল (অর্থাৎ যজ্ঞে বা হোমে দেওয়া হইল) তাহা তাহা সুষ্ঠু করিয়া থাকেন এই জন্য এই অগ্নির নাম স্বিষ্টকৃৎ। আমাদের দেশের অনেক পদ্ধতিতে 'স্বিষ্টকৃৎ' স্থলে 'স্বিষ্টিকৃৎ' পাঠ দেখা যায়। স্বিষ্ট= সু—যজ্+ভাবে ক্ত। স্বিষ্টি=সু—যজ্+ভাবে ক্তি। স্বিষ্টকৃৎ=স্বিষ্ট—কৃ+কর্ত্তৃবাচ্যে ক্বিপ্। স্বিষ্টিকৃৎ=স্বিষ্টি—কৃ+কর্ত্তৃবাচ্যে ক্বিপ্। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে 'স্বিষ্টকৃৎ' এবং 'স্বিষ্টিকৃৎ' দুই এর অর্থই এক। কিন্তু বিষয়টি ব্যাকরণগত নহে। শব্দটি বৈদিক। সুতরাং বেদে যেরূপ পাঠ

আছে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। মাধ্যন্দিনীয়-বাজসনেয়ি-সংহিতার ২১।৪৭-এ 'স্বিষ্টকৃতম্' একবার, ২১।৫৮-তে 'স্বিষ্টকৃৎ' তিনবার এবং ২৮।২২-এ 'স্বিষ্টকৃৎ' একবার, মোটে পাঁচবার পাওয়া যায়। আর কোনও বেদে এই শব্দটি নাই। 'স্বিষ্টিকৃৎ' শব্দ কোনও বেদেই পাওয়া যায় না।

**ইহারপর-সপ্তপদী গমন**। অগ্নির উত্তরে পিঁটুলি দিয়া একটি ছোট গোলাকৃতি মণ্ডল আঁক। তাহার পূর্ব্বে আর একটি, তাহার পূর্ব্বে আর একটি, এই ক্রমে মোট সাতটি ছোট গোলাকৃতি মণ্ডল আঁক। বধূ সকলের পশ্চিমের মণ্ডলটির পশ্চিমে দাড়াইবে এবং তাহার পশ্চাতে দাড়াইবে বর। বধূর ডান পা সর্ব্বদাই অগ্রে থাকিবে এবং বাঁ পা পিছনে থাকিবে। ইহার যেন ব্যতিক্রম না হয়। তারপর বর তাহার ডান পা দিয়া বধূর ডান পাঁ—**১। 'ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু'** এই মন্ত্রে প্রথম মণ্ডলের উপর ঠেলিয়া দিবেন। আবশ্যকমত বাঁ পা চালনা বধূ নিজেই করিবে। তারপর—**২। 'ওঁ দ্বে উর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু'** এই মন্ত্রে বর বধূর ডান পা নিজের ডান পা দিয়া প্রথম মণ্ডল হইতে দ্বিতীয় মণ্ডলে ঠেলিয়া দিবেন। তারপর—**৩। ওঁ ত্রীণি রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু'** এই মন্ত্রে বর বধূর ডান পা নিজের ডান পা দিয়া দ্বিতীয় মণ্ডল হইতে তৃতীয় মণ্ডলে ঠেলিয়া দিবেন। তারপর—**৪। 'ওঁ চত্বারি মায়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু'**—এই মন্ত্রে বর বধূর ডান পা নিজের ডান পা দিয়া তৃতীয় মণ্ডল হইতে চতুর্থ মণ্ডলে ঠেলিয়া দিবেন। তারপর—**৫। 'ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু'**—এই মন্ত্রে বর বধূর ডান পা দিয়া চতুর্থ

**মণ্ডল হইতে পঞ্চম মণ্ডলে ঠেলিয়া দিবেন। তারপর—৬। 'ওঁ ষড়্ ঋতুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু'**—এই মন্ত্রে বর বধূর ডান পা পঞ্চম মণ্ডল হইতে ষষ্ঠ মণ্ডলে ঠেলিয়া দিবেন। তারপর —৭। **'ওঁ সখে সপ্তপদা ভব, সা মানুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু'**—এই মন্ত্রে বর বধূর ডান পা নিজের ডান পা দিয়া ষষ্ঠ **মণ্ডল হইতে সপ্তম** মণ্ডলে ঠেলিয়া দিবেন।

দ্রষ্টব্য—সপ্তপদীগমনের দিক্‌সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত দৃষ্ট হয়। এই পদ্ধতিতে এতদ্দেশের গৃহীত মতই অনুসৃত হইয়াছে। পারস্কর বলেন— **অথৈনামুদীচীগুঁ** সপ্তপদানি প্রক্রাময়তি ইত্যাদি—[পারস্কর—১।৮।১ এবং ১।৮।২ ]।

হরিহর বলেন—এনাং **বধূমুদীচীং** প্রক্রাময়তি ইত্যাদি—[ হরিহর ]। পশুপতি বলেন—এবং ততোঽগ্নেরুত্তরতো যথোত্তরং সপ্তমণ্ডলিকাঃ কৃত্বা তাসু একৈকশঃ কন্যায়া দক্ষিণচরণমগ্রে দাপয়ত্যেভির্মন্ত্রৈঃ।—[ পশুপতি ]।

সামবেদীয় গৃহ্যসূত্রকায় গোভিল বলেন—শূর্পেণ শেষমগ্নাবোপ্য **প্রাগুদীচীমু**ভ্যুৎক্রাময়ত্যেকমিষ ইতি [ গোভিল—২।২।১১ ]

সামবেদীয় পদ্ধতিকার ভবদেব বলেন—ততো জামাতা **প্রাগুদীচ্যাং** দিশি বধূং সপ্তভির্মন্ত্রৈঃ সপ্তসু মণ্ডলিকাসু সপ্তপদানি নয়েৎ। বধূশ্চ মণ্ডলিকায়াম্ অগ্রে দক্ষিণং পাদং নীত্বা, পশ্চাদ্ বামপাদং নয়েৎ—[ভবদেব]।

ঋগ্বেদীয় গৃহ্যসূত্রকার আশ্বলায়ন বলেন—অথৈনাম্ **অপরাজিতায়াং** দিশি সপ্ত পদান্যভ্যুৎক্রাময়তি।—[আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র, জীবানন্দবিদ্যাসাগরের সংস্করণ—১।৭ ]

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় গৃহ্যসূত্রকার আপস্তম্ব বলেন—অথৈনামন্তরেণাগ্নিং দক্ষিণেন পদা **প্রাচীমুদীচীং** বা দিশমভিক্রাময়ত্যেকমিষ ইতি— [ আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্র, কাশী চৌখম্বা সিরিজ্—২।৪।১৫ ]

সপ্তপদী-গমনের মন্ত্রসমূহের অনুবাদ ঃ—

১। সখে ( হে ইহকাল এবং পরকালের মিত্র ) ত্বা ( তোমাকে ) ইষে ( অন্নলাভের নিমিত্ত ) বিষ্ণুঃ ( বিষ্ণু ) একং ( এক ) ( পদ ) নয়তু ( চালিত করুন )।

২। ( সখে ) ত্বা ( তোমাকে ) উর্জ্জে ( বললাভের নিমিত্ত ) বিষ্ণুঃ ( বিষ্ণু ) দ্বে ( দুই ) ( পদ ) নয়তু ( চালিত করুন )।

৩। ( সখে ) ত্বা ( তোমাকে ) রায়স্পোষায় ( ধনাদি লাভের নিমিত্ত ) বিষ্ণুঃ ( বিষ্ণু ) ত্রীণি ( তিন ) ( পদ ) নয়তু ( চালিত করুন )।

৪। ( সখে ) ত্বা ( তোমাকে ) মায়োভবায় ( সুখোৎপত্তির নিমিত্ত ) বিষ্ণুঃ ( বিষ্ণু ) চত্বারি ( চারি ) ( পদ ) নয়তু ( চালিত করুন )।

৫। ( সখে ) ত্বা ( তোমাকে ) পশুভ্যঃ ( পশুলাভের নিমিত্ত ) পঞ্চ ( পাঁচ ) ( পদ ) নয়তু ( চালিত করুন )।

৬। ( সখে ) ত্বা ( তোমাকে ) ঋতুভ্যঃ ( অনুকূল ঋতু লাভের নিমিত্ত ) ষট্ ( ছয় ) ( পদ ) নয়তু ( চালিত করুন )।

৭। সখে ( সখে ) সপ্তপদা ( সপ্তপদ গমনের কার্য্যদ্বারা সংস্কৃতা ) ভব ( হও ), সা ( সেই ) ( তুমি ) মাং ( আমার ) অনুব্রতা ( অনুবর্ত্তিনী ) ভব ( হও )।

দ্রষ্টব্য—'সপ্তপদা' স্থলে পাঠান্তর 'সপ্তপদী'। ইষে=ইখে। রায়-স্পোষায়=রায়স্পোখায়।

**বধূর অভিষেক**—নিষ্ক্রমণের সময় হইতে একজন লোক জলপূর্ণ একটি কলস স্কন্ধে করিয়া অগ্নির দক্ষিণ দিকে বাগ্‌-যত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এখন ঐ কলস হইতে জল লইয়া বর বধূর মস্তকে ছিটাইয়া দিবেন। ঐরূপ কলসের ব্যবস্থা এখন না

থাকাতে বর প্রোক্ষণীপাত্র ( কোশা হইতে ) ত্রিপত্রদ্বারা জল বধূর মস্তকে ছিটাইয়া দিবেন। ছিটানের ( অভিষেকের ) মন্ত্র—

১। ওঁ আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শান্তাঃ শান্ততমা-স্তাস্তে কৃণ্বন্তু ভেষজম্।—[ পারস্কর—১।৮।৫ ]

২। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব-স্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে॥ [ মা-বা-সং—১১।৫০ ]

৩। ওঁ যো বঃ শিবতমো রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ [ মা-বাং-সং—১১।৫১ ]

৪। ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥ [ মা-বাং-সং-১১।৫২ ]

অনুবাদ—১। আপঃ ( জলসমূহ ) শিবাঃ ( কল্যাণজনক ) শিবতমাঃ ( অত্যন্ত কল্যাণজনক ) শান্তাঃ ( শান্তিদায়ক ), তাঃ ( তাহারা ) তে ( তোমার ) ভেষজং ( আরোগ্য ) কৃণ্বন্তু ( করুক )।

অনুবাদ—২। আপঃ ( হে জলসমূহ ) হি ( যেহেতু ) ( তোমরা ) ময়োভুবঃ ( সুখের উৎপত্তিস্থান ) ষ্ঠা ( হও ), তা ( অতএব ) নঃ ( আমাদিগকে ) উর্জ্জে ( অন্নলাভের নিমিত্ত ) দধাতন ( স্থাপন কর ) ( এবং ) মহে ( মহৎ ) রণায় ( রমণীয় ) চক্ষসে ( দর্শনের নিমিত্ত ) ( স্থাপনকর )।

অনুবাদ—৩। ( হে জলসমূহ ) বঃ ( তোমাদের ) যঃ ( যে ) রসঃ ( নির্য্যাস ) শিবতমঃ ( অত্যন্ত কল্যাণময় ), তস্য ( সেই রসের ) ইহ ( এই সংসারে ) নঃ ( আমাদিগকে ) ভাজয়ত ( ভাগী কর )। তোমরা কিরূপ ?—উশতীঃ ( ইচ্ছুক ) মাতরঃ মাতাদিগের ) ইব ( ন্যায় )। ভাবার্থ—পুত্র-

হিতৈষিণী মাতারা যেরূপ নিজের পুত্রদিগকে স্তনভাগী করে, হে জলসকল, তোমরাও সেইরূপ আমাদিগকে কল্যাণাত্মক তোমাদের রসের ভাগী কর।

অনুবাদ—৪। আপঃ (হে জলসকল) বঃ (তোমাদের) তস্মৈ (সেই রসে) অরং (পর্য্যাপ্তি, তৃপ্তি) (আমরা) গমাম (যেন পাই) (এবং সেইরসে) নঃ (আমাদিগকে) (সম্ভোক্তৃরূপে) জনয়থা (পরিকল্পনা কর), যস্য (যে রসদ্বারা) ক্ষয়ায় (স্থানে, সমগ্র জগতে) জিন্বথ (প্রীতি দান করিতেছ)।

তারপর বর বধূকে সূর্য্য দেখাইবে। বধূ সূর্য্য নমস্কার করিবে। এখন রাত্রিতে বিবাহ হয়। সুতরাং এখন সূর্য্য দেখান অসম্ভব। অতএব এই কাজটি বাদদেওয়া কর্ত্তব্য। সূর্য্য নমস্কারের মন্ত্র—

ওঁ তচ্চক্ষু-র্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ, পশ্যেম শরদঃ শতং,
জীবেম শরদঃ শতগুঁ, শৃণুয়াম শরদঃ শতং,
প্রব্রবাম শরদঃ শত,-মদীনাঃ স্যাম শরদঃশতং,
ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।—[ মা-বা-সং ৩৬।২৪ ]

অনুবাদ—(যাঁহাকে আমরা স্তব করিতেছি) জগতের চক্ষুতুল্য দেবতাদিগের প্রিয় পবিত্রমূর্ত্তি সেই (সূর্য্যদেব) পূর্ব্বদিকে উঠিতেছেন। (তাঁহার অনুগ্রহে) (আমরা) যেন শত বৎসর ব্যাপিয়া (ভালরূপ) দেখিতে পাই, শত বৎসর ব্যাপিয়া (স্বাধীনভাবে) জীবনধারণ করিতে পারি, শত বৎসর ব্যাপিয়া (ভালরূপ) শুনিতে পাই, শত বর্ষ ব্যাপিয়া (ভালরূপ) কথা বলিতে পারি, শতবর্ষ ব্যাপিয়া কাহারও নিকট দীন না হই, শত বর্ষের পরেও যেন বহুকাল ব্যাপিয়া ঐরূপ হইতে পারি। দ্রষ্টব্য—কাণ্বসংহিতায় 'প্রব্রবাম···শতাৎ'—অংশ নাই।

তারপর বর বধূর দক্ষিণ স্কন্ধের উপর দিয়া ডান হাত নিয়া তাহার হৃদয় নিম্ন মন্ত্রে স্পর্শ করিবেন। ইহার নাম **হৃদয়ালভন**। মন্ত্র—

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি,
মম চিত্তমনু চিত্তং তে অস্তু।
মম বাচমেকমনা জুষস্ব,
প্রজাপতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যম্॥

[ পারস্কর—১।৮।৮ ]

অনুবাদ—( হে বধু ) আমার শাস্ত্রবিহিত নিয়মাদিতে তোমার হৃদয় স্থাপিত করিতেছি ( অর্থাৎ স্থাপিত হউক )। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামি হউক। একমনে তুমি আমার কথা পালন করিবে। প্রজাপতিদেব তোমাকে আমার প্রতি নিয়োজিত করুন।

দ্রষ্টব্য—(১) জুষস্ব—সেবন কর, পালন কর।

দ্রষ্টব্য—(২) প্রজাপতিঃ ( =প্রজাপতিস্ )+ত্বা=প্রজাপতিষ্ট্বা, প্রজাপতিস্ত্বা ( যজুর্ব্বেদে )। কিন্তু ঋগ্বেদে কেবল 'প্রজাপতিষ্ট্বা'।

ইহারপর বিবাহের দর্শকদিগকে সম্বোধন করিয়া বর বধূর উদ্দেশে নিম্ন মন্ত্রটি পড়িবেন। মন্ত্র—

ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাংগুঁ সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়াথস্তং বি পরেতন॥

[ ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৩৩ ]

[ পারস্কর ১।৮।৯ ]

অনুবাদ—( হে দর্শকগণ ) ইয়ং ( এই ) বধূঃ ( বধূটি ) সুমঙ্গলীঃ ( মাঙ্গল্যযুক্তা, মাঙ্গল্যসূচক-অলঙ্কারাদিপরিহিতা ) ইমাং ( ইহার কাছে )

সমেত ( আসুন ) ( ইহাকে ) পশ্যত ( দেখুন )। অথ ( তারপর ) অস্মৈ ( ইহাকে ) সৌভাগ্যং ( আশীর্ব্বাদ ) দত্ত্বায় ( দিয়া ) অস্তং ( যার যার গৃহে ) বিপরেতন ( প্রস্থান করুন )।

দ্রষ্টব্য—ইমাম্+সমেত=ইমাং সমেত=ইমাগুঁসমেত। সুমঙ্গলীঃ—সুমঙ্গল+মত্বর্থীয় বৈদিক ঈ-প্রত্যয়+সু। 'ছন্দসীবনিপৌ চ বক্তব্যৌ'—এই বার্ত্তিকসূত্র দ্রষ্টব্য [ পাণিনি ৫।২।১২২, সিদ্ধান্তকৌমুদী—৩৪৯৮ সূত্র ]। দত্ত্বায়াথাস্তং=দত্ত্বায়+অথ+অস্তং। দা+ক্ত্বা=দত্ত্বা। 'ক্ত্বো যক্'—এই সূত্রানুসারে দত্ত্বা+যক্=দৎ+ত্বা+য=দত্ত্বায়। অস্তং—গৃহে। বিপরেতন—বি—পরা+ইণ্ লোট্ ত। ভাষায় কেবল বিপরেত।

সিন্দূরদান—ইহার পর বর বিনামন্ত্রে বধূর সীমন্তে সিন্দূর লেপিয়া দিবেন। সিন্দূরদানের সময় সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। এ বিষয়ে গৃহ্যসূত্রে কিংবা পদ্ধতিতে স্পষ্ট কোনও নির্দ্দেশ নাই। যে পরিবারে যেরূপ নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে, সেই পরিবারে যেই নিয়মই পালনীয়। ইহা বরপক্ষের কাজ। সুতরাং বিরোধস্থলে বরপক্ষের নিয়মই মানিয়া নিতে হইবে।

তৎপরবর্ত্তি কার্য্য—বিবাহ স্থানের পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে চতুর্দ্দিকে আবৃত একটি গৃহে ষাঁড়ের লালবর্ণের একখানা চর্ম্ম পূর্ব্বেই বিছাইয়া রাখিতে হইবে। একজন বলবান্ পুরুষ বধূকে উচু করিয়া তুলিয়া নিয়া নিম্নমন্ত্রে ঐ চর্ম্মের উপর বসাইবে। মন্ত্র—

ওঁ ইহ গাবো নিষীদন্ত্বিহাশ্বা ইহ পূরুষাঃ।
ইহো সহস্রদক্ষিণো যজ্ঞ ইহ পূষা নি ষীদতু॥

[ পারস্কর—১।৮।১০ ]

অনুবাদ—ইহ ( এই বাড়ীতে, বর ও বধূর বাড়ীতে ) গাবঃ ( বহুগাভী )

নিষীদন্তু ( অবস্থান করুক ), ইহ ( এখানে ) অশ্বাঃ ( বহু অশ্ব ) ( অবস্থান করুক ) ইহ ( এখানে ) পূরুষাঃ ( বহুসন্তানাদি অথবা বহুকৃতী ব্যক্তি ) (হউক)। ইহ উ (এখানে) সহস্রদক্ষিণঃ (সহস্রপরিমিত মুদ্রা বা গাভী দক্ষিণা যাহার এরূপ ) যজ্ঞ ( যজ্ঞ ) ( হউক ), ইহ ( এখানে ) পূষা ( পশুপালক পূষা দেবতা ) নিষীদতু ( অবস্থান করুক ) ।

দ্রষ্টব্য—বর্ত্তমান সময়ে এই প্রথা লোপ পাইয়াছে। তবে মন্ত্রটি বর পড়িতে পারেন কারণ ইহার অর্থ স্পষ্ট এবং সুন্দর।

তারপর বধূকে বর কর্ত্তৃক ধ্রুবতারা প্রদর্শন—বর বধূকে 'ওঁ ধ্রুবমীক্ষস্ব' বলিয়া নিম্ন মন্ত্রটি পড়িবেন। যথা—

ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবং ত্বা পশ্যামি ধ্রুবৈধি পোষ্যা ময়ি মহ্যং ত্বাদাদ্ বৃহস্পতির্ম্ময়া পত্যা প্রজাবতী সংজীব শরদঃ শতম্।

[ পারস্কর—১।৮।২০ ]

মন্ত্র পড়া হইলে বধূ ররপ্রদর্শিত ধ্রুবতারা দেখিবে। কোনও কারণে না দেখিতে পারিলেও বধূ বলিবে—'পশ্যামি'।

অনুবাদ—ধ্রুবং ( ধ্রুবতারা ) ঈক্ষস্ব ( দেখ )। ( হে বধূ ) ( তুমি ) ধ্রুবং ( ধ্রুবা, শাশ্বতী, অবিনাশিনী ) অসি ( হও ), ( যে হেতু ) ত্বা ( তোমাকে ) ধ্রুবং ( ধ্রুবতারা ) পশ্যামি ( দেখাইতেছি ) ( অতএব ) ময়ি ( আমাতে, আমার সম্পর্কে ) ( তুমি ) ধ্রুবা ( শাশ্বতী ) পোষ্যা ( পোষণীয়া, আমার সন্তানগণের পালয়িত্রী ) এধি ( হও )। ( এই উদ্দেশ্যে ) বৃহস্পতিঃ ( ব্রহ্মা, প্রজাপতি ) ত্বা ( তোমাকে ) মহ্যং ( আমার হাতে ) অদাৎ ( অর্পণ করিয়াছেন )। ( ইহার পর ) ময়া পত্যা ( তোমার পতি আমার সহিত ) প্রজাবতী ( পুত্রপৌত্রাদিযুক্তা হইয়া ) শতং শরদং ( একশত বর্ষ ব্যাপিয়া ) সং ( সম্যক্ ) জীব ( জীবন ধারণ কর )। পশ্যামি ( আমি দেখিতেছি )।

# চতুর্থী হোম

এই চতুর্থী-হোম পূর্ব্বে বর নিজের বাড়ীতে যাইয়া বিবাহ রাত্রি হইতে চতুর্থ রাত্রিতে রাত্রির মধ্যমভাগে করিতেন। বধূ তাহার ডান দিকে বসিত। এখন এই হোম বর বিবাহ রাত্রিতেই বিবাহ হোমের পর করিয়া থাকেন।

বিবাহ-হোমের সময় বধূ যেরূপ বরের ডান দিকে বসিয়াছে, এই হোমেও সেইরূপ ডান দিকেই বসিবে। এই হোম এখন প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাহ হোমের শেষাংশ। এই অংশ শেষ না হইলে বিবাহ শেষ হইল না বুঝিতে হইবে। ইহাতে দুইটি আহুতি চরুদ্বারা দিতে হইত। এখন চরুপাক উঠিয়া গিয়াছে। 'মন্ত্রাণামনাদেশে গায়ত্রী হবিষোঽনাদেশ আজ্যম্'- এই নিয়মানুসারে এই দুই আহুতিতে চরুর পরিবর্ত্তে আজ্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হোম।

আঘারহোম—(১) ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে।
(২) ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ইদমিন্দ্রায়।

আজ্যভাগ হোম—(১) ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে।
(২) ওঁ সোমায় স্বাহা। ইদং সোমায়।

দ্রষ্টব্য—ইচ্ছা করিলে এই চারিটি আহুতি বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

তৎপর **শিখি**-নামক অগ্নির নামকরণ, ধ্যান, আবাহন ও পূজা। যথা—ওঁ অগ্নে ত্বং শিখিনামাসি।

ধ্যান—ওঁ পিঙ্গভ্রূ-শ্মশ্রুকেশাক্ষ ঃ ইত্যাদি।

আবাহন—ওঁ শিখ্যগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি।

পূজা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিখ্যগ্নয়ে নমঃ।

এতদ্ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ শিখ্যগ্নয়ে নমঃ ॥

( কাহারও কাহারও মতে 'স্বাহা' )

আজ্যাহুতি ৬ । যথা—

১। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি, ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপ ধাবামি, যাস্যৈ **পতিঘ্নী** তনূস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। ইদমগ্নয়ে।

২। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি, ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপ ধাবামি, যাস্যৈ **প্রজাঘ্নী** তনূস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। ইদং বায়বে।

৩। ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি, ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপ ধাবামি, যাস্যৈ—**পশুঘ্নী** তনূস্তামস্যৈ নাশায়—স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়।

৪। ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি। ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপ ধাবামি, যাস্যৈ **গৃহঘ্নী** তনূস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। ইদং চন্দ্রায়।

৫। ওঁ গন্ধর্ব্ব প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি। ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপ ধাবামি, যাস্যৈ **যশোঘ্নী** তনূস্তামস্যৈ নাশয়—স্বাহা। ইদং গন্ধর্ব্বায়।

৬। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে।

অনুবাদ—প্রায়শ্চিত্তে—হে প্রায়শ্চিত্তকারক।
প্রায়শ্চিত্তিঃ—প্রায়শ্চিত্তিকারক।
নাথকাম—যাচ্ঞা-কামী।
উপধাবামি—প্রার্থনা করিতেছি।
অস্যৈ ( = অস্যাঃ )—ইহার।

পতিঘ্নী, প্রজাঘ্নী, পশুঘ্নী, গৃহঘ্নী, যশোঘ্নী—এই কয়টি শব্দ যথাক্রমে পতি, প্রজা, পশু, গৃহ এবং যশস্ শব্দ কর্ম্ম-উপপদে হন্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে টক্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ হইয়াছে। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ ( ঈ ) হইয়াছে। পতিঘ্নী—পতিকে হনন করিবে এইরূপ লক্ষণের রেখাদিযুক্ত। এইরূপে অন্য চারিটি শব্দও বুঝিয়া নিতে হইবে। ১, ২, ৩, ৪ ,৫ নম্বরের মন্ত্র পারস্করের ১।১১।২তে আছে। ষষ্ঠ আহুতি পূর্ব্বে চরু-আহুতি ছিল।

বধূর অভিষেক—এখন বর কোশা হইতে ত্রিপত্রদ্বারা জল লইয়া বধূর মস্তক অভিষিক্ত করিবে। মন্ত্র—

ওঁ যা তে পতিঘ্নী প্রজাঘ্নী পশুঘ্নী গৃহঘ্নী যশোঘ্নী নিন্দিতা তনূর্জারঘ্নীং তত এনাং করোমি সা জীর্য্য ত্বং ময়া সহ অসৌ ( 'অসৌ' স্থলে বধূর সম্বোধনান্ত নাম শ্রী-অমুক-দেবি )।

[ পারস্কর—১।১১।৪ ]

অনুবাদ—তোমার যে পতিঘ্নী, প্রজাঘ্নী, পশুঘ্নী, যশোঘ্নী ( অতএব ) নিন্দিতা তনূ, তাহাকে জারঘ্নী ( উপপত্যাদিদোষঘাতিনী ) করিতেছি। সেই তুমি তোমার পতি আমার সহিত নির্দ্দিষ্ট-বৃদ্ধত্ব-প্রাপ্তি-পর্য্যন্ত বাস কর, হে শ্রী-অমুক-দেবি।

তারপর বরকর্ত্তৃক বধূকে স্থালীপাক-প্রাশন। স্থালীপাক =চরু। প্রাশন=ভক্ষণ। এখন চরু-ব্যবহার নাই। সুতরাং

প্রাশনও নাই। ঘ্রাণ নেওয়াও নাই। বর বধূকে সম্বোধন করিয়া নিম্ন মন্ত্রটি পড়িয়া যাইবে মাত্র—

ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্য-স্থিভিরস্থীনি মাগুঁসৈ-র্মাগুঁসানি ত্বচা ত্বচম্। [ পারস্কর—১।১।৫ ]

অনুবাদ—আমার প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ মিলিত করিতেছি ( অর্থাৎ মিলিত হউক ), আমার অস্থিসমূহের সহিত তোমার অস্থিসমূহ মিলিত হউক, আমার মাংসের সহিত তোমাদের মাংস মিলিত হউক এবং আমার ত্বকের সহিত তোমার ত্বক্ মিলিত হউক।

দ্রষ্টব্য—( ১ ) বিবাহে এত উচ্চভাবাপন্ন মন্ত্র আর নাই।
( ২ ) মাগুঁসৈঃ = মাংসৈঃ।
( ৩ ) মাগুঁসানি—মাংসানি।

## উদীচ্যকর্ম্ম।

স্বিষ্টকৃদ্ধোম ( স্বিষ্টকৃৎ-হোম )—ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে।

দ্রষ্টব্য—পূর্ব্বে এই আহুতিটি চরুর আহুতি ছিল। সাধারণতঃ প্রকৃতকর্ম্মের পর মহাব্যাহৃতি-হোম, তৎপর প্রায়শ্চিত্ত-হোম, তৎপরে প্রাজাপত্য-হোম ( ইহা উদীচ্য-কর্ম্মের প্রাজাপত্য ) এবং তৎপর স্বিষ্টকৃৎ-হোম করিতে হয়। কিন্তু যদি আজ্যের সঙ্গে চরু প্রভৃতিও হবি অর্থাৎ সমিদ্-রূপে ব্যবহৃত হয়, তবে মহাব্যাহৃতি-হোমের পূর্ব্বে স্বিষ্টকৃৎ-হোম করিতে হয়। এই বিষয়ে পারস্কর বলেন—

প্রাঙ্ মহাব্যাহৃতিভ্যঃ স্বিষ্টকৃদন্যচ্চেদাজ্যাদ্ধবিঃ [ পারস্কর—১।৫।৫ ]। এখানে চরুর অনুকল্পরূপে আজ্য ব্যবহৃত হইতেছে।

## উদীচ্যকর্ম্ম—প্রায়শ্চিত্ত-হোম।

সঙ্কল্পবাক্য পাঠ। তৎপর সঙ্কল্পসূক্ত 'ওঁ যজ্জাগ্রতো' ইত্যাদি পাঠ। তৎপর বিধু-নামক অগ্নির নামকরণ, ধ্যান, আবাহন ও পূজা। তারপর আহুতি দান যথা—

১। ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্,
দেবস্য হেলো অব যাসিসীষ্ঠাঃ।
যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো,
বিশ্বা দ্বেষাগুঁসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ—স্বাহা॥
ইদমগ্নী-বরুণাভ্যাম্।

২। ওঁ স ত্বন্নো অগ্নেঽবমো ভবোতী,
নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ।
অব যক্ষ্ব নো বরুণগুঁররাণো,
বীহি মৃলীকগুঁ সুহবো ন এধি—স্বাহা॥
ইদমগ্নী-বরুণাভ্যাম্

৩। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ,
সত্যমিত্ত্বময়া অসি।
অয়া নো যজ্ঞং বহা,-স্যয়া নো ধেহি
ভেষজগুঁ—স্বাহা॥ ইদমগ্নয়ে।

৪। ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং, যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণু-র্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ—স্বাহা॥ ইদং বরুণায়, সবিত্রে, বিষ্ণবে, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো, মরুদ্ভ্যঃ, স্বর্কেভ্যঃ।

৫। ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদ,-বাধমং বি মধ্যমগুঁ শ্রথায়। অথা বয়মাদিত্য ব্রতে, তবানগসো অদিতয়ে স্যাম— ইদং বরুণায়। স্বাহা॥

উদীচ্যকর্ম্ম—প্রাজাপত্য-হোম।

ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে।

উদীচ্যকর্ম্ম—

১। নবগ্রহ-হোম ( সংক্ষেপে )—ওঁ আদিত্যাদিনব-গ্রহেভ্যঃ স্বাহা। ইদমাদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ।

২। দশদিক্‌পাল-হোম ( সংক্ষেপে )—ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্-পালেভ্যঃ স্বাহা। ইদমিন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যঃ।

উদীচ্যকর্ম্ম—প্রত্যক্ষদেবতা-হোম।

ওঁ গঙ্গায়ৈ স্বাহা। ইদং গঙ্গায়ৈ। ইত্যাদি।

স্থানভেদে প্রত্যক্ষ দেবতার আহুতিগুলি ভিন্নরূপ হইবে।

উদীচ্যকর্ম্ম—সংস্রবপ্রাশন।

উদীচ্যকর্ম্ম—পূর্ণাহুতি।

মৃড়-নামক অগ্নির নামকরণ, ধ্যান, আবাহন ও পূজা।

তারপর একটি কলা, একটি ঘৃতাক্তপান সংস্রব পাত্রে যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা এবং আজ্যস্থালীতে যে আজ্য অবশিষ্ট আছে তাহা কুশীতে একত্র করিয়া লইয়া বর ও বধূ একত্র আহুতি দিবে। মন্ত্র—

ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা, বৈশ্বানর-মৃত আ

জাতমগ্নিম্ কবিগুঁ সম্রাজমতিথিং জনানা,-মাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ—স্বাহা ইদমগ্নয়ে।

[ মা-বা-সং—৭।২৪, ৩৩।৮ ]

[ কা-বা-সং—৭।১০।১, ৩২।৮ ]

অনুবাদ—দিবঃ (স্বর্গের) মূর্দ্ধানং (শিরঃ-সরূপ) পৃথিব্যাঃ (পৃথিবীর) অরতিং (অধিপতি-সরূপ) বৈশ্বানরম্ (সকল লোকের আরাধ্য) ঋতে (যজ্ঞের নিমিত্ত) আ (আদিতে) সৃষ্টির আদিতে) জাতং (উৎপন্ন) কবিং (অতীতদর্শী) সম্রাজং (সম্যক্ শোভমান) জনানাং (যজমানদিগের) (নিকট) অতিথিম্ (অতিথিবৎ পূজনীয়) (দেবতাদিগের) আসন্ (মুখসরূপ) পাত্রম্ (রক্ষাকর্ত্তা) অগ্নিম্ (অগ্নিকে) দেবাঃ (ঋত্বিকেরা) আ জনয়ন্ত (উৎপাদন করিয়াছেন, অরণি-কাষ্ঠ হইতে উৎপাদন করিয়াছেন)। স্বাহা (এই মন্ত্রে আহুতি অর্পণ করিলাম)। ইদমগ্নয়ে (ইহা অগ্নির উদ্দেশে অর্পিত হইল)।

উদীচ্যকর্ম্ম—পূর্ণপাত্রানুকল্প-ভোজ্যদান।

উদীচ্যকর্ম্ম—তিলকদান।

পূর্ণপাত্রানুকল্প-ভোজ্যদানের পর হোম-কুণ্ডের ঈশানকোণে দুগ্ধ দিয়া, সেই স্থান হইতে ভস্ম লইয়া ঘৃতে গুলিয়া অনামিকা দ্বারা বরকে এবং বধূকে পুরোহিত তিলক দিবেন। যথা—

ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্ (ইতি ললাটে),

ওঁ ত্র্যায়ুষম্ জমদগ্নেঃ (ইতি কণ্ঠে),

ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং (ইতি দক্ষিণবাহুমূলে),

ওঁ তন্মেহস্তু ত্র্যায়ুষম্ (ইতি হৃদয়ে),

[ কা-বা-সং—৩।৯।৪ ]

দ্রষ্টব্য—ত্র্যায়ুষম্—ত্র্যায়ুখম্।

ভাবার্থ—তিনটি আয়ুর সমাহার, অর্থাৎ সমষ্টি এই অর্থে ত্র্যা
'আয়ুস্' শব্দ এখানে অবস্থাবাচক, বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যাত্মক অ
কশ্যপ মুনির, জমদগ্নি মুনির এবং দেবগণের যেরূপ ত্র্যায়ুষ, আ
সেইরূপ ত্র্যায়ুষ হউক। এখানে পুরোহিত যজমানের প্রতি
সুতরাং 'আমার' অর্থ 'তোমার'। অথবা যজমান নিজেই ম
পড়িবেন। মন্ত্রের মাধ্যন্দিন পাঠ—

ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্।
যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং তন্নোঽস্তু ত্র্যায়ুষম্॥

[ মা-বা-সং—৩।

উদীচ্যকর্ম্ম—অগ্নিবিসর্জ্জন।

১। ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ—এই মন্ত্রে অগ্নিতে জলপ্রো
২। ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব—এই মন্ত্রে অগ্নিতে দধিসেচন

উদীচ্য কর্ম্ম—ব্রহ্ম-বিসর্জ্জন।

কুশময় ব্রহ্মা হইলে, 'ওঁ ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব'—এই মন্ত্রে তাঁহার গ্রন্থিমোচন করিয়া বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

তারপর **দক্ষিণাদান**।

পারস্করের গৃহ্যসূত্র মতে বর তাহার পুরোহিতকে দক্ষিণা দিবেন।

তারপর অচ্ছিদ্রাবধারণ।

তারপর বৈগুণ্যসমাধান।

তারপর **শান্তিকরণ**।

নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়টি পড়িতে পড়িতে পুরোহিত অধিবাসনের ঘট হইতে আম্রপল্লবদ্বারা অথবা কোশা হইতে ত্রিপত্র দ্বারা বরের এবং বধূর শরীরে জল ছিটাইয়া দিবেন—

( শান্তি )

১। ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে,
মনো যজুঃ প্রপদ্যে,
সাম প্রাণং প্রপদ্যে,
চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে।
বাগোজঃ সহৌজো ময়ি প্রাণাপানৌ ॥

[ মা-বা-সং—৩৬।১, কা-বা-সং—৩৬।১ ]

২। ওঁ যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো
বাতিতৃণং বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু।
শন্নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ ॥

[ মা-বা-সং—৩৬।২, কা-বা-সং—৩৬।২ ]

৩। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ,
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ,
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥

[ মা-বা-সং—২৫।১৯, কা-বা-সং—২৭।২৩ ]

অনুবাদ—১। ( আমি ) ঋচং ( ঋগ্বেদরূপ ) বাচং ( বাক্যের, আশ্রয় ) প্রপদ্যে ( প্রার্থনা করিতেছি )। ( সেইরূপ ) [যজুর্]বেদরূপ মনের ) ( আশ্রয় ) প্রপদ্যে ( প্রার্থনা করিতেছি ) [সাম প্রাণ]ং ( সামবেদরূপ প্রাণের ) ( আশ্রয় ) প্রপদ্যে ( প্রার্থনা

করিতেছি )। চক্ষুঃ ( দৃষ্টিশক্তি ) শ্রোত্রং ( শ্রবণ শক্তি ) ( লাভের জন্য ) প্রপদ্যে ( প্রার্থনা করিতেছি )। বাক্ ( বাক্ ) ওজঃ ( শারীরিক তেজ ) ওজঃ ( মানসিক তেজ ) প্রাণাপাণৌ ( নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের ক্ষমতা ) ময়ি ( আমাতে ) সহ ( একত্র ) ( মিলিত হউক )।

অনুবাদ—২। মে ( আমার ) চক্ষুষঃ ( চক্ষুর ) হৃদয়স্য ( হৃদয়ের ) বা ( এবং ) মনসঃ ( মনের ) অতিতৃন্নং ( পরহিংসা-চিন্তনাদিজনিত ) যৎ ( যে ) ছিদ্রং ( ন্যূনতা ) ( ঘটিয়াছে ), বৃহস্পতিঃ ( বৃহস্পতি ) মে ( আমার ) তৎ ( তাহা, সেই ন্যূনতা ) দধাতু ( পূর্ণ করুন, দূর করুন )। ভুবনস্য ( ভুবনের ) যঃ ( তিনি ) পতিঃ ( পতি ) ( তিনি ) নঃ ( আমাদের প্রতি ) শং ( শান্তিদায়ক ) ভবতু ( হউন )।

ইহার পর—

**স্ত্রীলোকদিগের উলুধ্বনি।**

**সমাপ্ত**